# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
# প্রতিবেদন

## দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় সংশোধিত

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩

# সূচিপত্র

সূচিপত্র..........................................................................................................
সার-সংক্ষেপ: .....................................................................................................i
Acronyms and Abbreviations.....................................................................................iii
Glossary ..........................................................................................................iv

**প্রথম অধ্যায়**: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ........................................................................ ১
১.২ প্রকল্পের পরিচিতি ........................................................................ ১
১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ........................................................................ ২
১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ........................................................................ ২
১.৫ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন, বাস্তবায়নকাল এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি ........................................................................ ৩
১.৬ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ ........................................................................ ৩
১.৭ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন ........................................................................ ৪
১.৮ প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ........................................................................ ৭
১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ........................................................................ ১০
১.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম ........................................................................ ১৭
১.১১ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা........................................................................১৮

**দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)**

২.১ সূচনা ........................................................................ ১৯
২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি ........................................................................ ১৯
২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য ........................................................................ ১৯
২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি (TOR) ........................................................................ ২০
২.৫ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের নমূনা সংগ্রহের ধারণাগত কাঠামো ........................................................................ ২১
২.৬ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology) ........................................................................ ২৩
২.৭ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিষ্ট ........................................................................ ২৩
২.৮ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ........................................................................ ২৩
২.৯ সেকেন্ডারি উৎসের তথ্য সংগ্রহ ........................................................................ ২৭
২.১০ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (Project Management) ........................................................................ ২৭
২.১১ প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) নির্দেশক ........................................................................ ২৭
২.১২ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত ........................................................................ ২৮
২.১৩ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ........................................................................ ২৮
২.১৪ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ........................................................................ ৩০
২.১৫ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন ........................................................................ ৩০
২.১৬ কর্ম-পরিকল্পনা ........................................................................ ৩২

**তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা**

৩.১ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপিতে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড়, প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.......... ৩৩
৩.২ প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রম এবং প্রকৃত অর্জন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ...................... ৩৩
৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ........................................................................ ৪০
৩.৪ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন ও প্রভাব পর্যালোচনা ...................... ৫৬
৩.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফলাফল অর্জন (Outcomes) পর্যালোচনা ........................................ ৫৯
৩.৬ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ........................................................................ ৬০
৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা ........................................................................ ৬২
৩.৮ প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় বিশ্লেষণ ........................................................................ ৬৮

৩.৯ সরেজমিনে প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ..... ৭৭
৩.১০ প্রকল্পের গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ ..... ৭৮
৩.১১ এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল ..... ৭৮
৩.১২ কেআইআই হতে প্রাপ্ত ফলাফল ..... ৮০
৩.১৩ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল ..... ৮৪
৩.১৪ প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories) ..... ৮৭
৩.১৫ প্রকল্পের Exit Plan পর্যালোচনা ..... ৯৪

**চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) বিশ্লেষণ** ৯৫

**পঞ্চম অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ**

৫.১ প্রকল্প সংশোধনের কারণ পর্যবেক্ষণ ..... ৯৭
৫.২ সমিতি গঠন পর্যবেক্ষণ ..... ৯৭
৫.৩ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি পর্যবেক্ষণ ..... ৯৭
৫.৪ উপকারভোগীদের পুঁজি/আমানত গঠন পর্যবেক্ষণ ..... ৯৭
৫.৫ ঋণ বিতরণ ও ঋণ সংগ্রহ পর্যবেক্ষণ ..... ৯৭
৫.৬ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ..... ৯৮
৫.৭ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ..... ৯৮
৫.৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ..... ৯৮
৫.৯ নারীর ক্ষমতায়ন ..... ৯৮
৫.১০ বিআরডিবি এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ..... ৯৮
৫.১১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ..... ৯৯
৫.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ ..... ৯৯
৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ ..... ৯৯

**ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উপসংহার**

৬.১ সুপারিশমালা ..... ১০০
৬.২ উপসংহার ..... ১০১

রেফারেন্সসমূহ ..... ১০২

**সংযোজনীসমূহ**

সংযোজনী-১: উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা ..... ১০৩
সংযোজনী-২: কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য প্রশ্নমালা ..... ১০৭
সংযোজনী-৩: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) ..... ১০৯
সংযোজনী-৪: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) ..... ১১৩
সংযোজনী-৫: কেস স্টাডির জন্য গাইডলাইন ..... ১১৬
সংযোজনী-৬: ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহের ছক ..... ১১৭
সংযোজনী-৭: অবকাঠামো পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট ..... ১১৯

# সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক "দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে দেশের বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বাগেরহাট, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর জেলার ৫৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মূল ডিপিপি জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে মোট ৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদ এবং মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৫৪৮৪.৯৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। পুনরায় প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ এবং মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৮২৭৯.১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণ ইত্যাদি প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সরাসরি উপকারভোগী এবং কন্ট্রোলগ্রুপ আলাদাভাবে নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার গুণগত তথ্যাদি বিশ্লেষণের জন্য কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন ও উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিস্তারিত তথ্য বা কেস স্টাডি প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবে প্রকল্পকালীন সময়ে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৭টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে ২১৯৪ জন বেশি উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা পুঁজি/মূলধনের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং উপকারভোগীদের বর্ণিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে চাহিদার আলোকে ৭০৫.৪৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০৫.৪৬ লক্ষ টাকা (১৭.৫৮%) বেশি এবং ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় হার ছিল ৯৮.৮১%। প্রকল্পে ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে ৫৩২৫৩ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ডিপিপি/আরডিপিপির ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। কার্য ক্রয়ের ৫১টি প্যাকেজের মধ্যে শতভাগ কার্য ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। । প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী ৩টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিআরডিবি এর ১৫টি জেলায় ৫১টি নতুন অফিস ভবন নির্মাণসহ মোট ৫৯টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

প্রকল্পের শুরু হতে বাস্তবায়নকাল পর্যন্ত ১(এক) জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য গাইডলাইন হিসেবে ঋণ পরিচালন নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৯৭টি বেশি সমিতি গঠন, ২১৯৪ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি এবং ৩০.১১% বেশি আমানত/সঞ্চয় সংগ্রহ ক্রমপুঞ্জিত ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকা অধিক ঋণ বিতরণ এবং ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮.৮১%। প্রকল্পের অন্যতম সবলদিক হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া, উত্তীর্ণ খেলাপী ঋণ আদায় না হওয়া, বিআরডিবির উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদেরকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করার উপজেলা কার্যালয়সমূহে ঋণ কার্যক্রমের নিবিড় তদারকির কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামের অনগ্রসর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূল স্রোত ধারায় আনার সুযোগ হয়েছে। তবে, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী আদায়, ঋণের যথাপোযুক্ত ব্যবহার, এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিস্ঠানের ঝুঁকি তৈরী হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ে উপকারভোগী এবং কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে কতিপয় সূচকের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির পরে উপকারভোগীদের বর্তমান মাসিক গড় আয় ২৪,৮৪১.০০/- এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ১২,০০৭/-। পারিবারিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ৮৪% উপকারভোগীগণ স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যা পূর্বে ছিল ৭.৫% মাত্র। সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির পরে উপকারভোগীর বার্ষিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫,২২২/-। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপকারভোগী বিভিন্ন আয় উৎসারই যেমন গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস/মুরগী পালন, মোবাইল সার্ভিসিং, নকশি কাঁথা, ব্লক বাটিক, নার্সারি ইত্যাদি কর্মকান্ডে সফলভাবে সম্পৃক্ততায় নারীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সন্তোষজনক। তবে, উপকারভোগী সদস্যদের নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগি পালন, শাক-সবজি চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিআরডিবির অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। নার্সারি, হস্তশিল্প, দুধ দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহিত করে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রদর্শনীমূলক ও অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প দেশের সকল উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

# Acronyms and Abbreviations

| | |
|---|---|
| **ADP** | Annual Development Programme |
| **BCR** | Benefit Cost Ratio |
| **BRDB** | Bangladesh Rural Development Board |
| **BoQ** | Bill of quantities |
| **CPTU** | Central Procurement Technical Unit |
| **DPP** | Development Project Proposal |
| **DPM** | Direct Procurement Method |
| **DoFP** | Delegation of Financial Power |
| **FGD** | Focus Group Discussion |
| **GoB** | Government of Bangladesh |
| **IGA** | Income Generating Activities |
| **IMED** | Implementation Monitoring & Evaluation Division |
| **IRR** | Internal Rate of Return |
| **KII** | Key Informant Interview |
| **NPV** | Net Present Value |
| **PD** | Project Director |
| **PDBF** | Palli Daridro Bimochon Foubdation |
| **PPA** | Public Procurement Act-2006 |
| **PPR** | Public Procurement Rules-2008 |
| **PIC** | Project Implementation Committee |
| **PMU** | Project Monitoring Unit |
| **PSC** | Project Steering Committee |
| **RDPP** | Revised Development Project Proposal |
| **SFDF** | Small Farmer Development Foundation |
| **SWOT** | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats |
| **SPSS** | Statistical Package for Social Science |
| **TC** | Technical Committee |
| **ToR** | Terms of Reference |

# Glossary

**সমিতিঃ** সমিতি হলো একটি গ্রাম বা পাড়ায় গঠিত সংহতি দলসমূহের ফেডারেশন যা প্রকল্প এবং সদস্যগণের মধ্যে একটা যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। সমিতি বা সংগঠন তৈরীর ক্ষেত্রে কোন এলাকার অভিষ্ট জনগোষ্ঠির সমন্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র দল গঠন করা হয় এবং পরবর্তিতে তাদের নিয়ে সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির সদস্যগন নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন এবং ঋণ সুবিধা লাভ করেন। একটি আদর্শ সমিতিতে সর্বোচ্চ ১২টি সংহতি দল থাকে (বিআরডিবি, পিডিবিএফ, এসএফডিএফ) ।

**আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি**: সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে (stakeholder) রেখে তাদের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল প্রকল্পে বা কর্মসূচি হাতে নেন তাকেই আমরা সহজ ভাষায় আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি (Income Generating Activities) বলে থাকি। যেমন- গবাদি পশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, শাক-সবজি চাষ, হাঁস/মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, মাশরুম চাষ, ভার্মি সার ইত্যাদি (বিআরডিবি) ।

**কেস ষ্টাডি (Case Study):** 'Case' হলো কোনো ঘটনা এবং 'Study' হলো অনুসন্ধান। সমস্যার ভেতর থেকে কোন একক ঘটনার গভীরভাবে অনুসন্ধান হলো কোন স্টাডি। একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের তথ্য, যেমন সামাজিক, শারীরিক, জীবনীমূলক, পরিবেশগত, বৃত্তিগত ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করাকেই কেস স্টাডি বলে বা ব্যক্তি অধ্যয়ন বলে। বিভিন্ন অভীক্ষা এবং কৌশলের সাহায্যে ব্যক্তি সম্পর্কীয় সামগ্রিক তথ্যসংগ্রহ করাই হল কেস স্টাডি। অন্যান্য গবেষণা থেকে কেস স্টাডি গবেষণা পদ্ধতি একটু ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। কেস স্টাডি লেখার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে যেগুলো অনুসরণ করে কেস স্টাডি লিখতে হয় (প্রশিকা)।

**প্যারাটেক/প্যারাভেট:** সমিতির আপগ্রেডেট সদস্যকে দীর্ঘ মেয়াদী (১মাস বা ৩মাস) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্যারাটেকনিশিয়ান (প্যারাটেক/প্যারাভেট) হিসেবে গড়ে তোলা। পরবর্তীতে এসকল প্যারাটেক/প্যারাভেট এর মাধ্যমে সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয় (পিডিবিএফ) ।

**এক্সিট প্লান (Exit Plan):** এক্সিট প্ল্যান হলো একটি প্রকল্পের একটি পরিকল্পনা অংশ, যার মাধ্যমে একটি বিদ্যমান প্রকল্প বা প্রোগ্রাম নির্ধারিত লক্ষ্য এবং বা উদ্দেশ্যগুলির গুণমান এবং ধারাবাহিকতার সাথে আপস না করে সর্বোচ্চ ব্যবসায়িক লক্ষ্য পূরণ করা যায়। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক অন্য কোন দপ্তরের উপর সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনার দায়ভার হস্তান্তরের জন্য এক্সিট প্ল্যান তৈরি করা হয় (The Agnese Nelms Haury Program) ।

# প্রথম অধ্যায়
# প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

## ১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। আইআরডিপির মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির আওতায় সংগঠিত করে কৃষি আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প/কার্যক্রম চালু করা হয়। আশির দশকের গোরার দিকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন মানের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে পল্লীর ক্ষুদ্র ও সম্পদহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের আওতায় সংগঠিত করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদেরকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে (আইজিএ) বাস্তবায়নের ফলে পরিবারে বাড়তি আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করাই ছিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

## ১.২ প্রকল্পের পরিচিতি

২.২.১ প্রকল্পের নাম : "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় সংশোধিত"

২.২.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২.২.৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

২.২.৪ বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৮

২.২.৫ প্রকল্প এলাকা :

| বিভাগ | জেলা | উপজেলার সংখ্যা | উপজেলার নাম |
|---|---|---|---|
| খুলনা | ১. বাগেরহাট | ৫ | বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, চিতলমারি, কচুয়া, রামপাল |
| | ২. খুলনা | ৫ | ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা |
| | ৩. চুয়াডাঙ্গা | ২ | চুয়াডাঙ্গা সদর, জীবননগর |
| | ৪. মেহেরপুর | ৩ | মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, গাংনী |
| | ৫. যশোর | ৮ | যশোর সদর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, বাঘারপাড়া, শার্শা, মনিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগর |
| | ৬. নড়াইল | ৩ | নড়াইল সদর, কালিয়া, লোহাগড়া |
| | ৭. ঝিনাইদহ | ৬ | ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, হরিণাকুন্ডু, শৈলকোপা |
| | ৮. মাগুরা | ৪ | মাগুরা সদর, শালিখা, মোহাম্মদপুর, শ্রীপুর |
| | ৯. সাতক্ষীরা | ৪ | সাতক্ষীরা সদর, কালীগঞ্জ, দেবহাটা, কলারোয়া |

| বিভাগ | জেলা | উপজেলার সংখ্যা | উপজেলার নাম |
|---|---|---|---|
| উপ-মোট | | ৪০ | |
| বরিশাল | ১০. বরিশাল | ৫ | আগৈলঝারা, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, গৌরনদী, মুলাদি |
| | ১১. বরগুনা | ২ | আমতলী, বামনা |
| | ১২. ভোলা | ৩ | বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, মনপুরা |
| | ১৩. ঝালকাঠি | ১ | ঝালকাঠি সদর |
| | ১৪. পটুয়াখালী | ৫ | বাউফল, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, ধুমকি |
| | ১৫. পিরোজপুর | ৩ | পিরোজপুর সদর, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর |
| উপ-মোট | | ৫৯ | |
| **২টি** | **১৫টি** | **৫৯টি** | |

## ১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল দরিদ্র এবং অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্যতা হ্রাস করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- সচেতনতা, উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা যাতে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারে এবং
- ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণ।

## ১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- সমিতি গঠন - ২৭৮৪টি;
- সদস্য অন্তর্ভুক্তি- ৭৬২৫০ জন;
- সঞ্চয়- ১৬১৪.০০ লক্ষ টাকা;
- প্রশিক্ষণ- ৬০,০০০ জন;
- ঋণ বিতরণ- ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা;
- ভবন নির্মাণ- ৫১টি।

## ১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি:

১.১ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (লক্ষ টাকায়)

| বিষয় | অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় | | | | বাস্তবায়ন কাল | মোট সময় মাস | অনুমোদনের তারিখ | পরিবর্তন (মূল প্রকল্পের তুলনায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | জিওবি | প্র:সা | অন্যান্য | | | | ব্যয় পরিমাণ (%) | সময় পরিমাণ (%) |
| মূল | ৭৪৫৪.৮৩ | ৭৪৫৪.৮৩ | - | - | জানুয়ারি-২০১২ থেকে জুন ২০১৬ | ৫৪ | ৩১.০১.২০১২ | - | - |
| সংশোধিত (১ম) | ১৩১৩৯.৮২ | ১৩১৩৯.৮২ | - | - | জানুয়ারি-২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ | ৬০ | - | ৭৬.২৫% বৃদ্ধি | ১১.১% বৃদ্ধি |
| সংশোধিত (২য়) | ১৫৭৩৪.০০ | ১৫৭৩৪.০০ | - | - | জানুয়ারি-২০১২ থেকে জুন ২০১৮ | ৭৮ | - | ১১১.০৬% বৃদ্ধি | ৪৪.৪৪% বৃদ্ধি |

**উৎসঃ আরডিপিপি ও পিসিআর**

প্রকল্পের মূল ডিপিপি জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে মোট ৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত (৬ মাস) মেয়াদ এবং মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৫৬৮৪.৯৯ (৭৬.২৫%) লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। পুনরায় প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে মূল প্রকল্পের তুলনায় ৪৪.৪৪% মেয়াদ এবং ৮২৭৯.১৭ (১১১.০৬%) লক্ষ টাকা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

## ১.৬ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি মোট ১৩১৩৯.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ১৯টি উপজেলা এবং খুলনা বিভাগের ৯টি জেলার ৪০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির আওতায় জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ২৭৮৪টি সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩২৯টি সমিতি গঠন, ৭৬২৫০ জন উপকারভোগী নির্বাচনের বিপরীতে ৫৫১৩৩ জন উপকারভোগী নির্বাচন, ১৬১৪.০০ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৯৭.২৫ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠন, ৫০০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিপরীতে ৪২৮৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪৫টি উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৪টি উপজেলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন ও ১টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৮০১.৯১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বিপরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬২৭.১৫ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বছর-ভিত্তিক বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের বছর-ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি (সমিতি গঠন, সদস্য ভর্তি, প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান ইত্যাদি) বরাদ্দ অনুযায়ী পুনঃনির্ধারণ করায় প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে (ডিসেম্বর/২০১৬) শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি অনুমোদনসহ জিও জারীর পর্যায়, জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ায় এবং আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস অর্থাৎ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশোধিত এ প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রকল্প, ব্যয়ের ৩৭.০১%। প্রকল্পের ২য় সংশোধনের অন্যান্য কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১.৬.১ জাতীয় নতুন বেতন স্কেল-২০১৫ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প জনবলের বেতন ভাতা আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্প জনবলের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য এ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন;

১.৬.১ প্রকল্পের আরডিপিপিতে মোট ৭৬২৫০ জন উপকারভোগী সদস্যর বিপরীতে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা ও তহবিলের সংস্থান আছে ৫৯০০.০০ লক্ষ টাকা। বিগত ১৯/১১/২০১৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বনিম্ন ঋণের পরিমাণ ২০০০০.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৭৫০০০.০০ টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। এতে সংস্থানকৃত অর্থে মাত্র ২৯৫০০ জন উপকারভোগী সদস্যকে অর্থাৎ মাত্র ৩৮.৭% সদস্যকে ঋণের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং ৬১.৩% সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পের সকল উপকারভোগী সদস্য হচ্ছে মহিলা। চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ঋণ সহায়তা প্রদান সম্ভব হলে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ঋণ না পাওয়ার কারণে প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতির সদস্যরা সমিতি ত্যাগ করার সম্ভাবনা থাকবে। যার ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের মূল লক্ষ্যে অর্জন ব্যাহত হবে। সংশোধিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের ৬০০০০ জন অর্থাৎ ৮০ ভাগ সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রকল্প হতে নির্বাহের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ সদস্যকে তাদের নিজস্ব পুঁজি (সঞ্চয়) হতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১.৬.৩ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচিত সদস্যদের বিভিন্ন আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা (ঋণ) প্রদান করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা কিন্তু আরডিপিপিতে মোট ৭৬২৫০ জন উপকারভোগী সদস্যের বিপরীতে মাত্র ৪৮৮৩০ জন সদস্যকে আইজিএ প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে অর্থাৎ ২৭৪২০ জন সদস্যকে কোনরূপ আইজিএ প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়নি। সংশোধিত আরডিপিপিতে নির্বাচিত উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সমিতির ম্যানেজারদের নিয়মিত মাসিক একদিনের প্রশিক্ষণের জন্য এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## ১.৭ প্রকল্পের অঙ্গ-ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন

প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন পিসিআর অনুসারে নিম্নের সারণি ১.২-এ দেয়া হলো।

সারণি-১.২: প্রকল্পের অঙ্গ-ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন (লক্ষ টাকায়)

| কাজের ধরন (পিপি অনুযায়ী) | ইউনিট | লক্ষ্য (ডিপিপি অনুযায়ী) | | প্রকৃত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| জেলার সংখ্যা | সংখ্যা | - | ১৫ | - | ১৫ |
| উপজেলার সংখ্যা | সংখ্যা | - | ৫৯ | - | ৫৯ |
| সমিতি গঠন | সংখ্যা | - | ২৭৮৪ | - | ২৮৮১ |
| সদস্য তালিকাভুক্তি | সংখ্যা | - | ৭৬২৫০ | - | ৭৮৪৪৪ |
| সঞ্চয় সংগ্রহ | | | ১৬১৪.০০ | | ২১০০.০০ |
| অফিসারের বেতন | সংখ্যা | ১৩৫৪.১৭ | ১৩৯ | ১৩৪৯.৩৯ | ১৩৯ |
| কর্মচারীদের বেতন | সংখ্যা | ২৮৪০.২৩ | ২৯০ | ২৮৩৬.৫৫ | ২৮৪ |
| **উপ-মোট** | | **৪১৯৪.৪০** | | **৪১৮৫.৯৪** | |

| কাজের ধরন (পিপি অনুযায়ী) | ইউনিট | লক্ষ্য (ডিপিপি অনুযায়ী) | | প্রকৃত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ) |
| চার্জ ভাতা | থোক | ৫২.২৮ | - | ৫২.২৮ | থোক |
| দৈনিক ভাতা | থোক | ৮১.২৬ | - | ৮১.২৫ | থোক |
| অন্যান্য ভাতা | থোক | ১.০০ | - | ০.৯৯ | থোক |
| **উপ-মোট** | - | **১৩৪.৫৪** | - | **১৩৪.৫২** | - |
| ভ্রমণ ভাতা | থোক | ১৮২.০০ | - | ১৮১.৯৩ | থোক |
| যাতায়াত বিল | থোক | ৩.০০ | - | ২.২৩ | থোক |
| ওভারটাইম | থোক | ১৬.০০ | - | ১৪.৮৬ | থোক |
| অফিস ভাড়া | মাসিক | ২০.০০ | - | ১৯.৯৯ | থোক |
| ডাক | থোক | ১.৫০ | - | ০.৬১ | থোক |
| টেলিফোন  সংযোগ এবং বিল | থোক | ৩.৫০ | - | ৩.৪৯ | থোক |
| ইন্টারনেট/ফেক্স সংযোগ এবং বিল | থোক | ৩৭.০০ | - | ৩২.৮৮ | থোক |
| নিবন্ধন | সংখ্যা | ২২.০০ | ৭৭ | ২০.১৭ | ৭৭ |
| বিদ্যুৎ | থোক | ২০.০০ | - | ১৯.৯৯ | থোক |
| গ্যাস এবং জ্বালানী | থোক | ১১৫.০০ | - | ১১৪.৮৯ | থোক |
| লুব্রিকেন্ট | থোক | ১০.০০ | - | ৯.৮৫ | থোক |
| বীমা | থোক | ৭.০০ | - | ৫.৭০ | থোক |
| মুদ্রণ এবং বাঁধাই | থোক | ৫.০০ | - | ৪.৯৯ | থোক |
| স্টেশনারি | থোক | ৫০.০০ | - | ৪৯.৯৯ | থোক |
| মধ্যেবর্তী মূল্যায়ন | থোক | ৭.০০ | - | ৭.০০ | থোক |
| বই এবং সাময়িকী | থোক | ২.৫০ | - | ২.২৮ | থোক |
| প্রচার এবং বিজ্ঞাপন | থোক | ১৫.০০ | - | ১৪.৯৯ | থোক |
| প্রশিক্ষণ ব্যয় | সংখ্যা | ১২৮২.০০ | ৬০০০০ | ১২৮১.৯৭ | ৬০০০০ |
| সেমিনার/সম্মেলন/সভা | থোক | ৫০.০০ | - | ৪৯.২৪ | থোক |
| আপ্যায়ন | থোক | ৩.০০ | - | ৩.০০ | থোক |
| পুরুষ্কার | থোক | ৫.০০ | - | ৫.০০ | থোক |
| শ্রমিক মজুরি | থোক | ৫.০০ | - | ৪.০০ | থোক |
| পরামর্শক (নির্মাণের জন্য) | থোক | ৩৫.০০ | - | ২০.৩৫ | থোক |
| সম্মানি | থোক | ২০.০০ | - | ১৯.৯৯ | থোক |
| সার্ভে | থোক | ১৫.০০ | - | ১৪.৯৬ | থোক |
| কম্পিউটার সামগ্রী | থোক | ৩০.০০ | - | ২৯.৯৮ | থোক |
| বিশেষ ব্যয় | থোক | ৪০.০০ | - | ৩৭.২২ | থোক |
| অন্যান্য | থোক | ৭.০০ | - | ৬.৯৯ | থোক |
| **উপমোট** | - | **২০০৮.৫০** | - | **১৯৭৮.৫৪** | - |
| মোটরযান | থোক | ৪০.০০ | - | ৪০.০০ | থোক |
| **কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম** | **থোক** | **২০.০০** | **-** | **১৯.৯৬** | **থোক** |
| অন্যান্য মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | ৪.০০ | - | ৩.৮৯ | থোক |
| **উপমোট** | | **৬৪.০০** | | **৬৩.৮৫** | |
| **ক. উপমোট রাজস্ব উপাদান** | | **৬৪০১.৪৪** | | **৬৩৬২.৮৫** | |
| মোটরযান | | | | | |

| কাজের ধরন (পিপি অনুযায়ী) | ইউনিট | লক্ষ্য (ডিপিপি অনুযায়ী) | | প্রকৃত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ) |
| জিপ (২৪৭৭ সিসি) | সংখ্যা | ১৫৩.০০ | ২ | ১৫৩.০০ | ২ |
| মাইক্রোবাস (২৭০০সিসি) | সংখ্যা | ৪৩.৫০ | ১ | ৪৩.৫০ | ১ |
| ডাবল কেবিন পিকআপ | সংখ্যা | ১৩৮.১২ | ৩ | ১৩৮.১১ | ৩ |
| মটর সাইকেল (১০০-১২০সিসি) | সংখ্যা | ১০২.৩৫ | ৭১ | ১০২.৩৫ | ৭১ |
| ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ২.১৯ | ৬ | ২.১৯ | ৬ |
| কম্পিউটার, আনুষাঙ্গিক এবং আইটি | সংখ্যা | ৪৮.০০ | ৭৪ | ৪৮.০০ | ৭৪ |
| প্রিন্টার | সংখ্যা | ১১.০০ | ৮০ | ১০.৯৬ | ৮০ |
| ল্যান সরঞ্জাম | থোক | ১.০০ | থোক | ০.৯৯ | থোক |
| মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ২.০০ | ২ | ১.৯৯ | ২ |
| সার্ভার | থোক | ১০.০০ | থোক | ৮.৭৫ | থোক |
| কম্পিউটার সফটওয়্যার | থোক | ১৪.৭৫ | থোক | ১৪.৭৫ | থোক |
| অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার) | সংখ্যা | ৮.০০ | ৩ | ৭.৯৮ | ৩ |
| আসবাবপত্র | | | | | |
| ক) টেবিল<br>খ) আলমারি<br>গ) File Cabinet<br>ঘ) চেয়ার<br>ঙ) কম্পিউটার টেবিল<br>চ) কম্পিউটার চেয়ার<br>ছ) অন্যান্য আসবাবপত্র | থোক | ৮০.৬৫ | থোক | ৮০.৬৪ | থোক |
| জ) টেলিকমিউনিকেশন সরঞ্জাম | থোক | ১.০০ | থোক | ১.০০ | থোক |
| ঝ) অন্যান্য (IPS, Finger Print and other) | থোক | ৮.০০ | থোক | ৬.২৯ | থোক |
| Air Cooler | সংখ্যা | ২.০০ | ২ | ২.০০ | ২ |
| উপমোট | থোক | ৬২৫.৫৬ | থোক | ৬২২.৫০ | থোক |
| অফিস ভবন | সংখ্যা | ১৪০০.০ | ৫১ | ১৩৯৬.০৬ | ৫১ |
| অন্যান্য বিনিয়োগ | সংখ্যা | ১৩০.০ | ৩ | ১৩০.০০ | ৩ |
| আমানত | সংখ্যা | ৭১৭৭.০০ | ৫৩২৫৩ | ৭১৭৭.০০ | ৫৩২৫৩ |
| খ) উপমোট-মূলধন উপাদান | | ৯৩৩২.৫৬ | | ৯৩২৫.৫৬ | |
| **সর্বমোট** | | **১৫৭৩৪.০০** | | **১৫৬৮৮.৪১** | |

সূত্রঃ পিসিআর

পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসম্পূর্ণ নেই। প্রতিটি অঙ্গের শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমিতি নিবন্ধন, শ্রমিক মজুরি, পরামর্শক (নির্মাণের জন্য), সার্ভে, কম্পিউটার সামগ্রী ও সার্ভার ইত্যাদি অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা থেকে বাস্তবে কিছু কম ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবে ব্যয় করা হয় ১৫৬৮৮.৪১ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৪৫.৫৯ লক্ষ টাকা (০.২৯%) কম।

## ১.৮ প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

প্রকল্পের আরডিপিপিতে বছর-ভিত্তিক প্রতিটি অঙ্গের কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রধান কাজ ছিল ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান। এছাড়াও, উপকারভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠন, উপকারভোগী সদস্যদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বছর-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের সারণি ১.৩ এ দেয়া হয়েছে।

**সারণি: ১.৩ বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা**

| Budget head | Economic code/Sub code | Code/Sub code Description | Total Physical & Financial Target | | | | Year-1 (2011-12) | | | Year-2 (2012-13) | | | Year-3 (2013-14) | | | Year-4 (2014-15) | | | Year-5 (2015-16) | | | Year-6 (2016-17) | | | Year-7 (2017-18) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy. Qty /unit | Unit cost | Total Cost | Weight | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | |
| | | | | | | | | % of item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 |
| **A. Revenue Component** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | 4501 | Pay of Officer | 139 | 9.74 | 1354.17 | 8.61 | 4.98 | 4.32 | 0.37 | 91.00 | 98.56 | 8.48 | 146.45 | 100.0 | 8.61 | 163.92 | 100.00 | 8.61 | 256.74 | 100.00 | 8.61 | 345.54 | 100.00 | 8.61 | 345.54 | 100.00 | 8.61 |
| 4600 | 4601 | Pay of Staff | 290 | 9.79 | 2840.23 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.16 | 36.30 | 6.55 | 193.80 | 97.93 | 17.68 | 378.50 | 97.93 | 17.68 | 607.11 | 97.93 | 17.68 | 782.83 | 100.00 | 18.05 | 782.83 | 100.00 | 18.05 |
| **Sub-total** | | | | | **4194.40** | 26.66 | **4.98** | | | **186.16** | | | **340.25** | | | **542.42** | | | **863.85** | | | **1128.37** | | | **1128.37** | | |
| 4700 | **Allowances** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4737 | Charge Allowance | LS | | 52.28 | 0.33 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 12.74 | - | - | 12.90 | - | - | 13.32 | - | - | 13.32 | - | - |
| | 4753 | Daily Allowances | LS | | 81.26 | 0.52 | 0.06 | - | - | 7.01 | - | - | 12.90 | - | - | 17.20 | - | - | 15.00 | - | - | 14.55 | - | - | 14.55 | - | - |
| | 4795 | Other Allowances | LS | | 1.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.75 | - | - | 0.18 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - |
| | | **Sub-total** | | | **134.54** | 0.86 | **0.06** | | | **7.76** | | | **13.08** | | | **29.94** | | | **27.90** | | | **27.90** | | | **27.90** | | |
| 4800 | **Supplies and services** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4801 | Travel allowances | L.S. | | 182.00 | 1.16 | 0.35 | - | - | 5.41 | - | - | 8.50 | - | - | 28.86 | - | - | 45.00 | - | - | 46.94 | - | - | 46.94 | - | - |
| | 4802 | Transfer bill | L.S. | | 3.00 | 0.02 | 0.36 | - | - | 0.31 | - | - | 0.50 | - | - | 0.30 | - | - | 0.28 | - | - | 0.63 | - | - | 0.63 | - | - |
| | 4805 | Overtime | L.S. | | 16.00 | 0.10 | 0.04 | - | - | 1.06 | - | - | 1.00 | - | - | 1.08 | - | - | 2.12 | - | - | 5.35 | - | - | 5.35 | - | - |
| | 4806 | Office Rent | 78 | 0.26 | 20.00 | 0.13 | 0.00 | - | - | 5.00 | 33.33 | 0.04 | 0.00 | - | - | 3.00 | 20.00 | 0.03 | 3.30 | 20.00 | 0.03 | 4.35 | 6.67 | 0.01 | 4.35 | 6.67 | 0.01 |
| | 4815 | Postage | L.S. | | 1.50 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.03 | - | - | 0.33 | - | - | 0.57 | - | - | 0.57 | - | - |
| | 4816 | Telephone connection & Bill | L.S. | | 3.50 | 0.02 | 0.04 | - | - | 0.08 | - | - | 0.40 | - | - | 0.57 | - | - | 0.72 | - | - | 0.85 | - | - | 0.85 | - | - |
| | 4817 | Internet/Fax connection & Bill | L.S. | | 37.00 | 0.24 | 0.00 | - | - | 0.19 | - | - | 3.22 | - | - | 3.21 | - | - | 3.30 | - | - | 13.54 | - | - | 13.54 | - | - |
| | 4818 | Registration | 77 | 0.29 | 22.00 | 0.14 | 0.00 | - | - | 10.00 | 55.84 | 0.08 | 4.74 | 12.99 | 0.02 | 4.04 | 31.17 | 0.04 | 0.45 | - | - | 1.39 | - | - | 1.39 | - | - |
| | 4821 | Electricity | L.S. | | 20.00 | 0.13 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 1.77 | - | - | 3.54 | - | - | 7.35 | - | - | 7.35 | - | - |
| | 4822 | Gas and fuel | L.S. | | 115.00 | 0.73 | 0.24 | - | - | 11.44 | - | - | 12.70 | - | - | 17.00 | - | - | 24.34 | - | - | 24.64 | - | - | 24.64 | - | - |
| | 4823 | Lubricant | L.S. | | 10.00 | 0.06 | 0.06 | - | - | 0.80 | - | - | 1.75 | - | - | 0.81 | - | - | 2.13 | - | - | 2.23 | - | - | 2.23 | - | - |
| | 4824 | Insurance | L.S. | | 7.00 | 0.04 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 2.10 | - | - | 1.49 | - | - | 1.71 | - | - | 1.71 | - | - |
| | 4827 | Printing & Binding | L.S. | | 5.00 | 0.03 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.70 | - | - | 0.41 | - | - | 3.00 | - | - | 0.89 | - | - |
| | 4828 | Stationary | L.S. | | 50.00 | 0.32 | 0.39 | - | - | 4.49 | - | - | 4.00 | - | - | 8.87 | - | - | 7.65 | - | - | 12.30 | - | - | 12.30 | - | - |
| | 4829 | Midterm Evaluation | L.S. | | 7.00 | 0.04 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 7.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 4831 | Books & Periodicals | L.S. | | 2.50 | 0.02 | 0.10 | - | - | 0.73 | - | - | 0.20 | - | - | 0.25 | - | - | 0.30 | - | - | 0.46 | - | - | 0.46 | - | - |
| | 4833 | Publicity & Advertisement | L.S. | | 15.00 | 0.10 | 1.00 | - | - | 0.66 | - | - | 3.50 | - | - | 2.63 | - | - | 0.95 | - | - | 4.00 | - | - | 2.26 | - | - |

| Budget head | Economic code/Sub code | Code/Sub code Description | Total Physical & Financial Target | | | | Year-1 (2011-12) | | | Year-2 (2012-13) | | | Year-3 (2013-14) | | | Year-4 (2014-15) | | | Year-5 (2015-16) | | | Year-6 (2016-17) | | | Year-7 (2017-18) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy. Qty /unit | Unit cost | Total Cost | Weight | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | |
| | | | | | | | | % of item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 |
| | 4840 | Training Expenses | 60000 | 0.021 | 1282.00 | 8.15 | 15.00 | 2.10 | 0.17 | 181.15 | 28.56 | 2.33 | 162.23 | 13.88 | 1.13 | 321.57 | 22.49 | 1.83 | 274.99 | 14.15 | 1.15 | 200.00 | 16.67 | 1.36 | 127.06 | 8.53 | 0.69 |
| | 4842 | Seminar/ Conference/ meeting | L.S. | | 50.00 | 0.32 | 2.00 | - | - | 9.50 | - | - | 2.50 | - | - | 5.49 | - | - | 7.96 | - | - | 15.00 | - | - | 7.55 | - | - |
| | 4845 | Entertainment Expenses | L.S. | | 3.00 | 0.02 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.96 | - | - | 0.67 | - | - | 1.00 | - | - | 0.37 | - | - |
| | 4847 | Awards and rewards | L.S. | | 5.00 | 0.03 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 3.00 | - | - | 2.00 | - | - |
| | 4851 | Lobour charge | L.S. | | 5.00 | 0.03 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.23 | - | - | 0.20 | - | - | 2.00 | - | - | 2.57 | - | - |
| | 4874 | Consultancy | L.S. | | 35.00 | 0.22 | 0.00 | - | - | 3.50 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 3.40 | - | - | 12.00 | - | - | 16.10 | - | - |
| | 4883 | Honorarium | L.S. | | 20.00 | 0.13 | 0.30 | - | - | 3.60 | - | - | 2.09 | - | - | 3.23 | - | - | 3.63 | - | - | 3.00 | - | - | 4.15 | - | - |
| | 4886 | Survey | L.S. | | 15.00 | 0.10 | 7.99 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 2.95 | - | - | 0.00 | - | - | 4.06 | - | - |
| | 4888 | Computer consumables | L.S. | | 30.00 | 0.19 | 0.00 | - | - | 0.98 | - | - | 2.50 | - | - | 3.92 | - | - | 6.00 | - | - | 8.30 | - | - | 8.30 | - | - |
| | 4898 | Special Expenditure (Outsourcing) | L.S. | | 40.00 | 0.25 | 0.00 | - | - | 1.60 | - | - | 5.12 | - | - | 4.99 | - | - | 7.46 | - | - | 10.42 | - | - | 10.42 | - | - |
| | 4899 | Others | L.S. | | 7.00 | 0.04 | 0.09 | - | - | 1.41 | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | 1.50 | - | - | 1.00 | - | - |
| | | **Sub-total** | | | **2008.50** | 12.77 | **27.96** | | | **241.91** | | | **215.95** | | | 416.61 | | | 411.57 | | | **385.50** | | | **309.01** | | |
| 4900 | **Repairs maintenance and Rehabilitation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4901 | Motor vehicle | L.S. | | 40.00 | 0.25 | 0.00 | - | - | 2.20 | - | - | 3.75 | - | - | 6.20 | - | - | 8.43 | - | - | 9.71 | - | - | 9.71 | - | - |
| | 4911 | Computer and office equipment | L.S. | | 20.00 | 0.13 | 0.00 | - | - | 0.50 | - | - | 1.49 | - | - | 3.59 | - | - | 3.00 | - | - | 5.71 | - | - | 5.71 | - | - |
| | 4991 | Other repair & maintenance | L.S. | | 4.00 | 0.03 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.25 | - | - | 0.34 | - | - | 1.00 | - | - | 1.21 | - | - | 1.21 | - | - |
| | | **Sub-total** | | | **64.00** | 0.41 | **0.00** | | | **2.70** | | | **5.49** | | | 10.13 | | | 12.43 | | | **16.63** | | | 16.63 | - | - |
| 5900 | | **Grants & aid** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | 5930 | Machinery Grant | | | 0.00 | | **0.00** | - | - | **0.00** | - | - | **0.00** | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | - | - |
| | | **Sub-total Revenue component** | | | **6401.44** | 40.69 | **33.00** | | | **438.53** | | | **574.77** | | | 999.10 | | | 1315.75 | | | **1558.39** | | | **1481.90** | | |
| **B. Capital Component** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6800 | **Acquisition of assets** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6807 | Motor vehicle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jeep (2477 cc) | 2 | 76.50 | 153.00 | 0.97 | 153.00 | 100.00 | 0.97 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | Microbus (2700 cc) | 1 | 43.50 | 43.50 | 0.28 | 43.50 | 100.00 | 0.28 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | Double cabin Pickup | 3 | 46.04 | 138.12 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 138.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | Motor cycle (100-125 cc) | 71 | 1.44 | 102.35 | 0.65 | 87.50 | 83.10 | 0.54 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 14.85 | 16.90 | 14.04 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | By-Cycle | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 6812 | Digital camera | 6 | 0.37 | 2.19 | 0.01 | 2.19 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 6815 | Computer, accessories & IT | 74 | 0.65 | 48.00 | 0.31 | 4.97 | 10.81 | 0.03 | 40.42 | 83.78 | 0.26 | 0.00 | 5.41 | 0.02 | 1.71 | - | - | 0.00 | - | - | 0.90 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | Printer | 80 | 0.13 | 11.00 | 0.07 | 0.00 | - | - | 8.54 | 84.29 | 0.06 | 0.10 | 1.43 | 0.00 | 0.20 | 2.86 | 0.00 | 0.30 | 4.29 | 0.00 | 1.00 | 7.50 | 0.01 | 0.86 | 5.00 | 0.00 |
| | | Lan equipment's | L.S. | | 1.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.48 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.26 | - | - | 0.26 | - | - |
| | | Multimedia Projector | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.01 | 1.29 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.70 | 33.33 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.01 | - | - |

| Budget head | Economic code/Sub code | Code/Sub code Description | Total Physical & Financial Target | | | | Year-1 (2011-12) | | | Year-2 (2012-13) | | | Year-3 (2013-14) | | | Year-4 (2014-15) | | | Year-5 (2015-16) | | | Year-6 (2016-17) | | | Year-7 (2017-18) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy. Qty /unit | Unit cost | Total Cost | Weight | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | | Financial | Physical | |
| | | | | | | | | % of item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project | | % of Item | % of Project |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 |
| | | Server | L.S. | | 10.00 | 0.06 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 10.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 6817 | Computer softwares | L.S. | | 14.75 | 0.09 | 0.00 | - | - | 1.55 | - | - | 0.00 | - | - | 8.40 | - | - | 4.80 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 6819 | Office equipment (Photocopier) | 3 | 2.67 | 8.00 | 0.05 | 1.35 | 33.33 | 0.02 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 1.93 | 33.33 | 0.02 | 0.00 | - | - | 4.72 | 33.33 | 0.02 | 0.00 | - | - |
| | 6821 | Furniture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) Table | L.S. | | 80.65 | 0.05 | 5.00 | - | - | 25.00 | - | - | 0.00 | - | - | 24.19 | - | - | 17.00 | - | - | 5.00 | - | - | 4.46 | - | - |
| | | b) Almirah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) File Cabinate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) Chair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) Computer Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) Computer Chair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g) Others furniture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6823 | Telecommunication equipment | L.S. | | 1.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.75 | - | - | 0.25 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 6851 | Others (IPS & other) | L.S. | | 8.00 | 0.05 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 1.24 | - | - | 0.50 | - | - | 0.00 | - | - | 6.26 | - | - | 0.00 | - | - |
| | 6869 | Air Cooler | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 1.07 | 50.00 | 0.01 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.93 | 50.00 | 0.01 | 0.00 | 50.00 | 0.01 |
| | | **Sub-total** | | | **625.56** | 3.98 | **298.80** | | | **75.99** | | | **2.41** | | | **191.34** | | | **22.35** | | | **29.08** | | | **5.60** | | |
| 7000 | **Construction & works** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7006 | Office building | 51 | 27.45 | 1400.00 | 8.90 | 0.00 | - | - | 104.00 | 9.80 | 0.87 | 340.00 | 9.80 | 0.87 | 500.00 | 39.22 | 3.49 | 230.00 | 27.45 | 2.44 | 150.00 | 7.84 | 0.70 | 76.00 | 3.92 | 0.35 |
| | 7141 | Other investment (Display centre) | 3 | 43.33 | 130.00 | 0.83 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 0.83 | 0.00 | - | - | 30.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | **Sub-total** | | | **1530.00** | 9.72 | **0.00** | | | **104.00** | | | **340.00** | | | **600.00** | | | **230.00** | | | **180.00** | | | **76.00** | | |
| 7300 | **Credit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 7339 | Credit | 53000 | 0.14 | 7177.00 | 45.61 | 0.00 | - | - | 380.00 | 4.77 | 2.18 | 1082.60 | 13.58 | 6.20 | 1408.66 | 17.55 | 8.00 | 1530.65 | 19.25 | 8.78 | 2000.00 | 22.64 | 10.33 | 775.09 | 8.24 | 3.76 |
| **Sub-total** | | | | | **7177.00** | 45.61 | **0.00** | | | **380.00** | | | **1082.60** | | | **1408.66** | | | **1530.65** | | | **2000.00** | | | **775.09** | | |
| **Sub-total Capital component** | | | | | **9332.56** | 59.31 | **298.80** | | | **559.99** | | | **1425.01** | | | **2200.00** | | | **1783.00** | | | **2209.08** | | | **856.69** | | |
| **Total (A+B)** | | | | | **15734.00** | 100.00 | **331.80** | | | **998.52** | | | **1999.78** | | | **3199.10** | | | **3098.75** | | | **3767.47** | | | **2338.59** | | |
| **C. Plus (+) Price Contingency(3%)** | | | | | 0.00 | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **D. Physical Contingency (2%)** | | | | | 0.00 | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **Grand total (A+B+C+D)** | | | | | **15734.00** | | **331.80** | | | **998.52** | | | **1999.78** | | | **3199.10** | | | **3098.75** | | | **3767.47** | | | **2338.59** | | |

## ১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছিল কি-না তার উদ্দেশ্য সমীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত দলিল/কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্য কোন ধরনের পরিবর্তন থাকলে তা কারণসহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেকলিস্টের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১.৩)। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত ক্রয়-পরিকল্পনা নিম্নের সারণি-১.৪, ১.৫, ১.৬ এ দেয়া হয়েছে।

**সারণি-১.৪ পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা**

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তির সমাপ্তি |
| পণ্য-১ | জিপ গাড়ি | সংখ্যা | ০২ | ডিপিএম | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | জিওবি | ১৫৩.০০ | ১৫৩.০০ | ০৫/০৬/২০১২ | ৫/৬/২০১২ | ১৭/০৬/১২ |
| পণ্য-২ | মাইক্রোবাস | সংখ্যা | ০১ | ডিপিএম | | জিওবি | ৪৩.৫০ | ৪৩.৫০ | ০৫/০৬/২০১২ | ৫/৬/২০১২ | ১২/০৬/১২ |
| পণ্য-৩ | ডাবল কেবিন পিক-আপ | সংখ্যা | ০৩ | ডিপিএম | | জিওবি | ১৩৮.১১ | ১৩৮.১২ | ২০/১০/২০১৪ | ২০/১০/২০১৪ | ৩০/১২/১৪ |
| পণ্য-৪ | মটর সাইকেল | সংখ্যা | ৫৯ | ডিপিএম | | জিওবি | ৮৭.৫০ | ৮৭.৫০ | ০৫/০৬/২০১২ | ৫/৬/২০১২ | ১২/০৬/১২ |
| পণ্য-৫ | মটর সাইকেল (স্কুটিসহ) | সংখ্যা | ১২ | ডিপিএম | | জিওবি | ১৪.৮৫ | ১৪.৮৫ | ২১/০১/২০১৫ | ২১/০১/২০১৫ | ১৩/০৪/১৫ |
| **উপ-মোট** | | | | | | | **৪৩৬.৯৬** | **৪৩৬.৯৬** | - | - | - |
| পণ্য-৬ | ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ৬ | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ২.১৯ | ২.১৯ | ১৪/০৬/২০১২ | ১৪/০৬/২০১২ | ১৮/০৬/২০১২ |
| পণ্য-৭ | কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং আইটি | সংখ্যা | ৭৪ | ডিপিএম/ আরএফকিউ | মহাপরিচালক | জিওবি | ৪৮.০০ | ৪৮.০০ | ২৭/০১/২০১৩ | ২৭/০১/২০১৩ | ১১/০৩/২০১৩ |
| পণ্য-৮ | প্রিন্টার | সংখ্যা | ৮০ | ডিপিএম/ আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ১১.০০ | ১০.৯৬ | ২৭/০১/২০১৩ | ২৭/০১/২০১৩ | ১১/০৩/২০১৩ |
| পণ্য-৯ | ল্যান যন্ত্রপাতি | থোক | | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ১.০০ | ০.৯৯ | ২৫/০২/২০১৮ | ২৫/০২/২০১৮ | ০৫/০৩/২০১৮ |
| পণ্য-১০ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ২ | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ২.০০ | ১.৯৯ | ১৪/০৬/২০১২ | ১৪/০৬/২০১২ | ১৭/০৬/২০১২ |
| পণ্য-১১ | সার্ভার | থোক | | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ১০.০০ | ৮.৭৫ | ১৪/০১/২০১৮ | ১৪/০১/২০১৮ | ২১/০১/২০১৮ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-১২ | কম্পিউটার সফটওয়্যার | থোক | | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ১৪.৭৫ | ১৪.৭৫ | ২৪/০২/২০১৫ | ২৪/০২/২০১৫ | ৩০/০৬/২০১৮ |
| পণ্য-১৩ | ফটোকপিয়ার মেশিন | | ৩ | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ৮.০০ | ৭.৯৮ | ২৮/১১/২০১৪ | ২৮/১১/২০১৪ | ১০/১২/২০১৪ |
| পণ্য-১৪ | টেবিল, আলমিরা, ফাইলৈ কেবিনেট, চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য | থোক | | ডিপিএম/ আরএফকিউ | মহাপরিচালক | জিওবি | ৮০.৬৫ | ৮০.৬৪ | ২৭/০১/২০১৩ | ২৭/০১/২০১৩ | ১১/০৩/২০১৩ |
| পণ্য-১৫ | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম | থোক | | ডিসিপি | পিডি | জিওবি | ১.০০ | ১.০০ | ১৫/০৬/২০১৫ | ১৫/০৬/২০১৫ | ২৫/০৬/২০১৫ |
| পণ্য-১৬ | অন্যান্য (আইপিএস, ফিঙ্গার প্রিন্ট, অন্যান্য) | থোক | | ডিপিএম/ আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ৮.০০ | ৬.২৯ | ১৮/০৮/২০১৩ | ১৮/০৮/২০১৩ | ২৯/০৮/২০১৩ |
| পণ্য-১৭ | শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র | সংখ্যা | ২ | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ২.০০ | ২.০ | ২০/০৪/২০১৪ | ২০/০৪/২০১৪ | ২১/০৪/২০১৪ |
| **উপ-মোট** | | | | | **-** | **-** | **১৮৮.৫৯** | **১৮৫.৫৪** | - | - | - |
| **মোট মূল্য** | | | | | **-** | **-** | **৬২৫.৫৫** | **৬২৫.৫০** | - | - | - |

**সারণি-১.৫ কার্য ক্রয় পরিকল্পনা:**

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/ আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ |
| WC-০১ | খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | সংখ্যা | ০১ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৫৯.৪৬ | ৫৩.৭৪ | ৩/২/২০১৩ | ২৩/০৪/২০১৩ | ১৬/০১/২০১৪ |
| WC-০২ | খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | সংখ্যা | ০১ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৭৮.৬৪ | ৭৩.৬৩ | ৩/২/২০১৩ | ২৩/০৪/২০১৩ | ২০/০১/২০১৪ |
| WC-০৩ | খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | সংখ্যা | ০১ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৮০.৭৯ | ৭২.৮৪ | ৩/২/২০১৩ | ২৩/০৪/২০১৩ | ২০/০১/২০১৪ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/ আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ |
| WC-০৪ | বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | সংখ্যা | ০১ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৭৭.০২ | ৭২.১৭ | ৩/২/২০১৩ | ২৩/০৪/২০১৩ | ২০/০১/২০১৪ |
| WC-০৫ | পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | সংখ্যা | ০১ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৭৮.৯৩ | ৭০.৮১ | ৩/২/২০১৩ | ২৩/০৪/২০১৩ | ১২/০৩/২০১৪ |
| WC-০৬ | চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-০৭ | মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-০৮ | মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-০৯ | যশোর জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১০ | যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৩২ | ১২.৬৫৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১১ | যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১২ | ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৩২ | ১২.৫৬৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১৩ | ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৩২ | ১২.৫৬৬ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১৪ | খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৪.৩২ | ১৩.৬০ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১৫ | বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৪.৩২ | ১৩.৬০ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/ আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ |
| WC-১৬ | বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১৭ | বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১৮ | সাতক্ষীরার জেলার কলারোয়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-১৯ | নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২০ | নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২১ | মাগুরা জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২২ | ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২৩ | পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২৪ | পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২৫ | পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২৬ | বরগানা জেলার আমতলী উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২৭ | ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC-২৮ | পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/ আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ |
| WC-২৯ | ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ৪০.৪২ | ৩৮.৪০২ | ০৮/০৪/২০১৪ | ১০/০৬/২০১৪ | ৭/১২/২০১৮ |
| WC- ৩০ | খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২৩ | ২৭/১১/২০১৪ | ০২/০৩/২০১৭ | ২১/০৯/২০১৭ |
| WC- ৩১ | বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩২ | যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৩ | যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১২.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৪ | যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৫ | যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৬ | ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৭ | ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৮ | মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৩৯ | মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৪০ | বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৪১ | সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/ আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ |
| WC- ৪২ | সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৪৩ | বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৭.৬৭৮ | ২৬.২৯ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৪৪ | বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৪৫ | ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC- ৪৬ | পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ২৭/১১/২০১৪ | ১৮/০৩/২০১৫ | ১৪/০৯/২০১৫ |
| WC-৪৭ | বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২১.৬৪ | ২০.৫৫৮ | ০৯/০২/২০১৭ | ১৮/০৪/২০১৭ | ১৫/১০/২০১৭ |
| WC-৪৮ | বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৩.১২ | ২১.৯৬৪ | ০৯/০২/২০১৭ | ১৮/০৪/২০১৭ | ১৫/১০/২০১৭ |
| WC-৪৯ | পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৩.৯৬ | ২২.৭৬২ | ০৯/০২/২০১৭ | ১৮/০৪/২০১৭ | ১৫/১০/২০১৭ |
| WC-৫০ | সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ২৪.০০ | ২২.৮০ | ০৯/০২/২০১৭ | ১৮/০৪/২০১৭ | ১৫/১০/২০১৭ |
| WC-৫১ | ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ০১ | আরটিএম | পিডি | জিওবি | ১৬.৪১ | ১৫.৫৯ | ০৯/০২/২০১৭ | ১৮/০৪/২০১৭ | ১৫/১০/২০১৭ |

**সারণি-১.৬ সেবা ক্রয় পরিকল্পনা:**

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | সংখ্যা/ পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি/ আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ |
| SD-1 | Consultancy (for design & construction) | এলএস | - | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৩৫.০০ | ৩.৫০ | ২৫/০৬/২০১২ | ২৬/০১/২০১৪ | ৩০/০৬/২০১৪ |
| SD-3 | Monitoring & evaluation specialist (individual consultant) | এলএস | - | ওটিএম | পিডি | জিওবি | | ১৬.৮৫ | ১৮/০২/২০১৫ | ৩০/০৬/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৮ |
| SD-5 | Outsourcing | এলএস | - | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৪০.০০ | ৩৭.২২ | ০৭/১১/২০১২ | ৩০/০৬/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৮ |

## ১.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী লগ-ফ্রেম

| বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary) | উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicator) | যাচাইয়ের উপায়সমূহ (Means of Verification) | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions) |
|---|---|---|---|
| **লক্ষ্য:**<br>দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীদের একটি শক্তিশালী, সংগঠিত এবং পরিবর্তিত জীবিকার সাথে উন্নয়নের কার্যকর শক্তি হিসাবে তৈরি করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। | • সংগঠিত প্রশিক্ষিত ও সচেতন নারী জনশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে<br>• স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং PCI পরিবর্তিত<br>• দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস<br>• নিজস্ব মূলধনের ব্যবহার বর্ধিত | • পিসিআর<br>• প্রকল্পের প্রভাব সমীক্ষা | • সব কর্ণার থেকে সমর্থন অবিরত এবং সময় থাকে।<br>• আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ অনুকূল<br>• অনুকূল সরকারের সিদ্ধান্ত এবং নীতি। |
| **উদ্দেশ্য:**<br>• দুস্থ, দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীদের সংগঠিত করে তাদের জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।<br>• প্রশিক্ষিত নারী জনশক্তি এবং ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি।<br>• সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ।<br>• সঞ্চিত সম্পদের ব্যবহার এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা, নারীর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি | ১. ২৫% লক্ষ্যযুক্ত উপকারভোগী স্নাতক।<br>২. ৯০% সংগঠিত WS সচেতন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য অনুপ্রাণিত<br>৩. বিভিন্ন আইজিএ ট্রেড/ব্যবসায়ীক প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত মোট সঞ্চিত নিজস্ব সম্পদ<br>৪. ৯০% লক্ষ্যমাত্রা গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা সংগঠিত<br>৫. ৯০% লক্ষ্যবস্তু নারী ঋণ সহ নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে<br>৬. ৬০% উপকারভোগী জ্ঞান অর্জিত | ১. অর্জন প্রতিবেদন<br>২. বার্ষিক প্রতিবেদন<br>৩. মূল্যায়ন প্রতিবেদন<br>৪. ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি প্রতিবেদন<br>৫. মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন<br>৬. মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন | • তহবিল প্রবাহ সহযোগিতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সম্ভাবনা ক্রমাগত নিয়মিত এবং সময়ে<br>• কোন অর্থনৈতিক মন্দা ঘটেনি |
| **আউটপুট:**<br>• স্ব-পরিচালিত নিজস্ব সংস্থা গড়ে তোলা<br>• ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের আয়োজন<br>• নিজস্ব মূলধন গঠিত<br>• ঋণ সহায়তা পরিষেবা প্রদান এবং নিশ্চিত করা হয়েছে<br>• আত্ম ও সামাজিক সচেতনতা, চেতনা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি<br>• TG কার্যক্রম তদারকি করা<br>• জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দেওয়া<br>• স্থানীয় সম্পদ ব্যবহৃত এবং সঞ্চিত<br>• মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি<br>• কার্যক্রম মূল্যায়ন করা<br>• মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ | ১. ২৭৮৪ টি স্ব-সংগঠন/ WS build up<br>২. ২০০৭ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সংগঠিত<br>৩. ৩৫৮ জন দক্ষ জনবল নিয়োগ করা এবং ৭১ জন অতিরিক্ত চার্জে<br>৪. ৫৮২৭৫ জন গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা প্রশিক্ষিত ও দক্ষ<br>৫. ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা পোস্ট ট্রেনিং সাপোর্ট হিসাবে<br>৬. ১৬১৪.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব মূলধন সঞ্চয় হিসাবে সঞ্চিত<br>৭. ৭৬২৫০ জন মহিলা সমিতির সদস্য/উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত | ১. MIS<br>২. ঋণ অর্জন, বিতরণ<br>৩. অডিট রিপোর্ট<br>৪. প্রশিক্ষণের সময়সূচী, উপস্থিতি রেজিস্টার প্রোগ্রাম। ফটোগ্রাফ, বিশেষ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন<br>৫. রেজিস্টার/খাতা<br>৬. সদস্য তালিকাভুক্তি নিবন্ধন<br>৭. মাঠ পরিদর্শন রিপোর্ট<br>৮. সমীক্ষা রিপোর্ট শীট<br>৯. প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বই ও রেকর্ড | • প্রাসঙ্গিক কারণ স্থির থাকে<br>• সময়মত সহযোগিতা উদ্বেগ কর্তৃপক্ষ<br>• কোন অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় না<br>• কোন রাজনৈতিক বা বাহ্যিক চাপ নেই<br>• কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই। |

| বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary) | উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicator) | যাচাইয়ের উপায়সমূহ (Means of Verification) | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions) |
|---|---|---|---|
| **ইনপুট:**<br>● জরিপ এবং এলাকা নির্বাচিত<br>● টার্গেট উপকারভোগী চিহ্নিত এবং Target Group (TG) অনুপ্রাণিত<br>● Working Society (WS) সংগঠিত এবং গঠিত<br>● কার্যকর জনবল নিয়োগ করা<br>● যানবাহন/সরঞ্জাম/সামগ্রী সংগ্রহ করা<br>● কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা<br>- ওরিয়েন্টেশন এবং রিফ্রেশার;<br>- দক্ষ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;<br>- প্রয়োজন ভিত্তিক;<br>-অনুপ্রেরণা এবং সচেতনতা তৈরি;<br>- এইচআরডি প্রশিক্ষণ।<br>● ক্রেডিট সহায়তা প্রদান করা (মূলধন সহায়তা হিসাবে)<br>● বিপণন সুবিধা প্রতিষ্ঠিত<br>● নিজস্ব পুঁজি সঞ্চয়িত অর্থ জমা/সঞ্চয়ের মাধ্যমে<br>● উন্নত পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি<br>● উপকারভোগী কার্যক্রম তত্ত্বাবধান<br>● আইসিটি এবং অটোমেশন সুবিধা উন্নত ও নির্মিত<br>● স্থানীয় সম্পদ একত্রিত করা হয়েছে<br>● শিক্ষা সফর (অনুভূমিক শিক্ষা)<br>● উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সহায়তা পরিষেবার সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন,<br>● কর্মশালা সেমিনার এবং সভা অনুষ্ঠিত<br>● তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বীমাকৃত | ১. প্রশিক্ষণ - ১২৮২.০০<br>২. পোস্ট ট্রেনিং সাপোর্ট - ৭১৭৭.০০<br>৩. বেতন ও ভাতা - ৪৩২৮.৯৪<br>৪. সম্পদ অধিগ্রহণ - ৬২৫.৫৬<br>৫. নির্মাণ কাজ - ১৪০০.০০<br>৬. মেশিনারী-<br>৭. বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও উপজেলা - ১৩০.০০<br>৮. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ - ৬৪.০০<br>৯. সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস - ৭২৬.৫০<br>১০. প্রাইজ কন্টিনজেন্সি (৩%)<br>১১. ভৌত কন্টিনজেন্সি (২%)<br>**মোট-১৫৭৩৪.০০** | ● প্রকল্পের নথি সময়মতো অনুমোদিত<br>● সময়মত তহবিল প্রকাশ।<br>● সময়মত দক্ষ জনবল নিয়োগ। |

**উৎসঃ আরডিপিপি**

## ১.১১ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে সুবিস্যস্তভাবে নেই। প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা ৫.১৩ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)

## ২.১ সূচনা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের "নিবিড় পরিবীক্ষণ" এবং সমাপ্ত প্রকল্পের "প্রভাব মূল্যায়ন" করে থাকে। অন্যান্য বৎসরের ন্যয় চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে আইএমইডি নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করার জন্য চলমান ও সমাপ্ত উভয় ধরনের প্রকল্প নির্বাচন করেছে। এ প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস কে নির্বাচন করেছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিপত্র অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

## ২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের নারীর ক্ষমতায়ন, সুষম ও টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ডিপিপি (Development Project Proposal) প্রণয়ন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একনেক সভায় ডিপিপি অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়ন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান সমস্যা ও সাফল্য চিহ্নিত করা, প্রকল্পের অর্জনকে টেকসই করার পদক্ষেপসমূহ যাচাই ও ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্পের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ উত্তরণের উপায় নির্ধারণ এবং সরকার ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান যাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগসমূহ যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে। এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি, সেক্টর-৮ এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস'কে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত ও নিয়োজিত করেছে। উপরোক্ত পটভূমির আলোকে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

## ২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য

২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ০২টি বিভাগের ১৫টি জেলা এবং ৫৯টি উপজেলায় ২৭৮৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৭৬২৫০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিবিড়ভাবে যাচাইপূর্বক উপস্থাপনই হচ্ছে প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রকল্পটির নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

ক) অনুমোদিত DPP/RDPP অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল কি না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা;
খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহীত কার্যাবলী কার্যকর ছিল কি না তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;
গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতটুকু প্রভাব পড়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;
ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য সুপারিশ প্রদান করা এবং
ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম কতটুকু টেকসই হয়েছে তা যাচাইকরণ।

## ২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি (ToR)

২.৪.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

২.৪.১ প্রকল্পের অর্থবছর-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা। এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলনের যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

২.৪.৩ ডিপিপি ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট, আউটকাম ও ইমফেক্ট পর্যায়ে অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয়; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-ক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন)

২.৪.৫ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২.৪.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা;

২.৪.৭ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা;

২.৪.৮ প্রকল্পের ২৭৮৪টি সমিতির মধ্যে কতটি সমিতি গঠন করা হয়েছে ও ডিপিপির রূপরেখা অনুযায়ী সমিতি গঠন করা হয়েছে কিনা এবং ৭৬২৫০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিপরীতে কত জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে গঠিত সমিতিসমূহের কার্যকারিতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব পর্যালোচনা;

২.৪.৯ ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত ঋণের কত শতাংশ আদায় হয়েছে। অনাদায়ী ঋণের ভবিষ্যৎ কি তা সবিস্তারে বিশ্লেষণ এবং উপকারভোগীদের ঋণ প্রাপ্তির ফলে কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা বেইজলাইন/কন্ট্রোল গ্রুপের মাধ্যমে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

২.৪.১০ ডিপিপির ১৬১৪.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ের বিপরীতে এর ব্যবহারের হার ও প্রভাব পর্যালোচনা;

২.৪.১১ ৬০,০০০ জনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কি কি দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের প্রভাব পর্যালোচনা;

২.৪.১২ প্রকল্পটি সংশোধনের ফলে BCR ও IRR পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

২.৪.১৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.১৪ প্রকল্পের আওতায় ৫১টি ভবন নির্মাণ/ডিজাইনের কোন সীমাবদ্ধতা ছিলো কিনা? বর্তমান অফিস ভবন/সেলস সেন্টার কি অবস্থায় রয়েছে তার বিস্তারিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.১৫ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT বিশ্লেষণ;

২.৪.১৬ যেসব FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হবে তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

২.৪.১৭ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্তি তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্তি মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে; এবং

২.৪.১৮ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

## ২.৫ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের নমুনা সংগ্রহের ধারণাগত কাঠামো

"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলার ৭৬২৫০টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয় বস্তু হচ্ছে-

৭৬২৫০টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

পল্লী এলাকার উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পর্যালোচনা;

বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭৬২৫০টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পর্যালোচনা;

গ্রাম্য এলাকায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদারকরণ পর্যালোচনা এবং

গ্রামীণ মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা পালন বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

উপর্যুক্ত প্রধান বিষয়বস্তু ব্যতীত প্রকল্পটি প্রণয়নের পটভূমি, বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধন, অর্থায়ন, বাস্তবায়নকাল, বছর ভিত্তিক অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়, অর্থছাড়ে বিলম্ব, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করত চূড়ান্ত প্রতিবেদন সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। এছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।

প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়িত কাজের কার্যকারিতা, উপকারিতা, সফলতা (Success story) এবং এ সকল কাজ টেকসই করার পথনির্দেশনা চিহ্নিত করাসহ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ অন্যতম প্রধান কাজ। উপরোক্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রাপ্ত দলিলাদি সহযোগে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালায় উপস্থাপন করত: কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ সহযোগে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। উপরিউক্ত কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিধির (ToR) বিন্যাস অনুসরণে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উৎস নিম্নের ছকে দেয়া হলো।

| ক্রমিক নং | কাজের নাম | তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি | তথ্যের উৎস |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধন, প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ। | প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা। | প্রকল্প পরিচালক ও আইএমইডি। |
| ২ | অর্থবছর অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থ বরাদ্দ, ব্যয়, প্রকল্পের বাস্তব ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং টেবিল ও চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন। | প্রকল্প দলিল, সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ। | প্রকল্প পরিচালক ও আইএমইডি। |
| ৩ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা এবং অসমাপ্ত কাজের কারণ পর্যালোচনা | প্রকল্প দলিল, সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ। | প্রকল্প পরিচালক ও আইএমইডি। |
| ৪ | প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামাল, যন্ত্রপাতি, সেবা ইত্যাদি ক্রয় এবং জনবল নিয়োগে আর্থিক বিধি বিধান ও সরকারি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা এবং মালামালের গুণগত মান ও পরিমাণ/সংখ্যা ক্রয় চুক্তি অনুসারে করা হয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের গুণগত মান সম্পর্কে মতামত প্রদান। | ক্রয় প্রক্রিয়া, দরপত্রের চুক্তি পত্র, সরকারের আর্থিক বিধিমালা, নিয়োগ নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন কাজ সরেজমিনে পরীক্ষা ও পরিদর্শন। পণ্যের ক্ষেত্রে Acceptance letter যাচাই। কার্যের Gurantte period যাচাই করা এবং Inventory পর্যালোচনা করা | প্রকল্প পরিচালক, আইএমইডি, PCR, প্রকল্পের কাজ এবং এলাকা পরিদর্শন |
| ৫ | প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ঝুঁকি, যেমন অর্থায়ন ও মালামাল ক্রয়ে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি। | প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা | প্রকল্প পরিচালক, আইএমইডি, PCR, প্রকল্পের কাজ এবং এলাকা পরিদর্শন FGD ও KII |
| ৬ | প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের কার্যকারিতা এবং উপকারিতা বিশ্লেষণ, বিশেষ সফলতার উপর আলোকপাত এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কার্যক্রম টেকসই করার বিষয়ে মতামত প্রদান। | মাঠ-পর্যায় হতে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল কাজের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সনাক্তকরণ ও বিশেষ সফলতার তথ্য সংগ্রহ। | উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ, FGD এবং KII |
| ৭ | প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT)। | প্রকল্প দলিল, সমাপ্ত প্রতিবেদন, অর্থ ছাড়, ব্যয়, জনবল নিয়োগ, প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, স্থানীয় লোকজনের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে SWOT matrix অনুসরণে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। | প্রকল্প দলিল, অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য এবং FGD ও KII ও সেকেন্ডারী উৎসের তথ্য |
| ৮ | Exit Plan যাচাই ও বিশ্লেষণ | প্রকল্পের অধীনে সমাপ্ত এবং অসমাপ্ত কাজের তথ্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত যাচাই ও উপস্থাপন। | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত (KII) |
| ৯ | সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তির হালনাগাদ অবস্থা, সমিতিসমূহের কার্যকারিতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় | প্রকল্পের অধীনে সমাপ্ত এবং অসমাপ্ত কাজের তথ্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত যাচাই ও উপস্থাপন। | খানা জরিপ, কেআইআই ও এফজিডি |

## ২.৬ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা জরিপে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক (Primary) এবং মাধ্যমিক (Secondary) উভয় উৎস হতে সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো। নমুনায়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

## ২.৭ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিষ্ট

প্রকল্পের কার্যক্রম, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযোজনী ১-৭)।

- উপকারভোগী (Beneficiary) জরিপ প্রশ্নমালা (সংযোজনী -১)
- কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য প্রশ্নমালা (সংযোজনী -২)
- নিবিড় আলোচনা (KII) প্রশ্নমালা (সংযোজনী-৩)
- ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইডলাইন (সংযোজনী -৪)
- কেইস স্টাডি (Case Study) গাইডলাইন (সংযোজনী -৫)
- ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ ছক/চেকলিস্ট (সংযোজনী -৬)
- অবকাঠামো পরিবীক্ষণ ছক/চেকলিস্ট (সংযোজনী-৭)

প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষার কাজ তথ্য সংগ্রহকারী দ্বারা প্রশ্নমালা ও ছক পুরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নমালা ও ছকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও নিদের্শক অনুযায়ী বিভিন্ন অংশে বিন্যাস করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনার জন্য প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্পের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও নিদের্শক অনুসারে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

## ২.৮ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ:

### ২.৮.১ সংখ্যাগত সমীক্ষা জরিপ:

যেকোন সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত জরিপের মাধ্যমে অভিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ণয় করা হয়েছে।

### ২.৮.২ নমুনা এলাকা এবং নমুনার আকার নির্বাচন

নমুনা আকার নির্ধারণ করার জন্য কনফিডেন্স লেভেল ও প্রিসিশনের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জনসংখ্যার সাংখ্যিক মানের পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যার বৈচিত্র্য, কনফিডেন্স লেভেল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম (Godden, 2004)। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু চলমান বা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়েছে তা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণের কৌশল হচ্ছে বাস্তব পরিদর্শন ও উপকারভোগীদেরকে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা। প্রকল্পটি দেশের ২টি বিভাগ, ১৫টি জেলা এবং ৫৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় ৭৬২৫০টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। বহুধাপী স্তরিত নমুনায়ন (Multi-stage stratified sampling) পদ্ধতিতে এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথমত: প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পভুক্ত দুটি বিভাগ খুলনা ও বরিশাল দুটি বিভাগই নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খুলনা বিভাগের ৯টি জেলা থেকে ৬টি জেলা ও বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা থেকে ৪টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত: প্রতিটি জেলা থেকে ২টি করে মোট ২০টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি উপজেলা, জেলা সদরের কাছে এবং অন্যটি জেলা সদর থেকে দূরে নেয়া হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধিভুক্ত ৭৬২৫০টি গ্রামীণ পরিবার (উপকারভোগী) সুবিধা পেয়েছে। যেহেতু উপকারভোগী সংখ্যা নির্ধারিত, সেজন্য Known Population এর ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত ফর্মুলাটি ব্যবহার করে

নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা নির্ধারিত জনগোষ্ঠী হওয়ায় তাদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বিধায় $p$ এর মান ৯০% ধরা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2 pqN}{Ne^2 + z^2 pq}$$

$$n = \frac{(1.96)^2 x 0.9\ x\ 0.1\ x\ 76250}{76250\ x\ (0.017)^2 + (1.96)^2 x\ 0.9\ x\ 0.1}$$

Assumptions, Where,
N = 76250
p = 0.9, Proportion/probability of success
q = 1-p=1-0.9=0.1
e = precision level 0.017, 95% confidence level
z = 1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level)
Therefore, using this formula the sample size (n) has been calculated
n = 1177.86 ≈ 1200

সুতরাং, উক্ত সূত্রটি ব্যবহার করে নমুনার আকার (n) গণনা করা হয়েছে, $n$ = ১২০০ জন, যা এই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক। সংখ্যাগত জরিপে, প্রকল্প অফিস থেকে উত্তরদাতা উপকারভোগীদের তালিকা সংগ্রহ করে সরল দৈব নমুনা চয়নের (SRS) মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নমুনা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই তথ্য সংগ্রহকারীর সাথে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করে নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান করছেন। মোট নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা ১২০০ জন এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে যারা প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকার পেয়েছেন। প্রকল্পের উপকাভোগী নয় অর্থাৎ কন্ট্রোল-গ্রুপ থেকে সমপর্যায়ের ৪০০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা থেকে ৬০জন উপকারভোগী এবং ২০ জন উপকারভোগী নয় অর্থাৎ, সমপর্যায়ের কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় এমন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত তথ্য সারণি ২.১ এ বিস্তারিত দেয়া হলোঃ

সারণি ২.১: নমুনা সংগ্রহের জেলা, উপজেলা এবং মোট উত্তরদাতার সংখ্যা

| বিভাগ | জেলা | উপজেলার নাম | মোট উত্তরদাতার সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | উপকারভোগী | উপকারভোগী নয় | মোট (n) |
| খুলনা | ১. বাগেরহাট | ১. কচুয়া | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ২. রামপাল | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ২. ঝিনাইদহ | ৩. ঝিনাইদহ সদর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ৪. কালিগঞ্জ | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ৩. চুয়াডাঙ্গা | ৫. চুয়াডাঙ্গা সদর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ৬. জীবননগর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ৪. মেহেরপুর | ৭. মেহেরপুর সদর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ৮. গাংনী | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ৫. যশোর | ৯. যশোর সদর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ১০. ঝিকরগাছা | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ৬. মাগুড়া | ১১. মাগুড়া সদর | ৬০ | ২০ | ৮০ |

| বিভাগ | জেলা | উপজেলার নাম | মোট উত্তরদাতার সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | উপকারভোগী | উপকারভোগী নয় | মোট (n) |
| | | ১২. মোহাম্মদপুর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| বরিশাল | ৭. বরিশাল | ১৩. আগৈলঝড়া | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ১৪. মুলাদি | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ৮. ভোলা | ১৫. চরফেশান | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ১৬. মনপুরা | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ৯. পটুয়াখালী | ১৭. বাউফল | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ১৮. দশমিনা | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | ১০. পিরোজপুর | ১৯. পিরোজপুর সদর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| | | ২০. নাজিরপুর | ৬০ | ২০ | ৮০ |
| মোট | | | ১২০০ | ৪০০ | ১৬০০ |

### ২.৮.৩ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিসমূহ:

গুণগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে Key Informant Interview (KII), Focus Group Discussion (FGD), সরেজমিনে পরিদর্শন, সফলতার কাহিনি (Case study) এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

### ক) মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview)

নিবিড় গুণগত মান অনুসন্ধানের অন্যতম পন্থা হলো মুখ্য তথ্য-দাতার সাক্ষাৎকার (KII)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কিত মতামত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান ও প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় প্রশিক্ষণের প্রভাব, SWOT ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। কেআইআই দাতাগণের মতামত গ্রহণের জন্যে Semi-Structured Questionnaire (সংযুক্তি-৩) ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষা সময়ের সীমাবদ্ধতা, প্রকল্পের বিস্তৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রকল্প এলাকার প্রায় প্রতি উপজেলা থেকে ৫ জন করে মোট ১০০ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় চেয়ারম্যান/মহিলা মেম্বার, মহিলা উদ্যোক্তা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে কেআইআই করা হয়। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII) চেকলিস্ট সংযুক্তি-৩ এ প্রদান করা হয়েছে।

### খ) দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion)

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীরা কতটুকু উপকৃত হয়েছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত কতটুকু হয়েছে, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা উপকারভোগীদের সচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিয়মিতভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণ বিতরণের মাধ্যমে উপকারভোগীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি নিরূপণ করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ২টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগে ৪টি করে সর্বমোট ৮টি FGD পরিচালনা করা হয়েছে। এফজিডিতে উপকারভোগী রা ছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষকসহ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি'তে ১২-১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি'র চেকলিস্ট সংযুক্তি-৪ এ প্রদান করা হয়েছে।

### গ) সফলতার কাহিনী (Case Study)

প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কার্যক্রম, উপকারভোগী সদস্যদেরকে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প এলাকায় ৭টি সফলতার কাহিনী (Case study) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সফলতার কাহিনীর (Case study) গাইডলাইন-সংযুক্তি-৫ এ দেয়া হয়েছে।

### ঘ) সরেজমিনে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা যাচাই এর জন্য মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ/যাচাইকরণ/পরিবীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা, নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা টেকসই কিনা, ভবন নির্মাণের সময় কংক্রিট এর বিভিন্ন ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সরেজমিনে অবকাঠামো পরিদর্শনের গাইডলাইন-সংযুক্তি-৭ এ দেয়া হয়েছে।

### ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব, আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাব, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় গত ১১/০৪/২০২৩ তারিখে ১টি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আইএমইডির প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী নারী সদস্য, নারী উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ন্যূনতম ৫০ জন (পুরুষ/মহিলা) সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

### ২.৮.৪ প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস:

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস নিম্নের সারণি-৩.৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩.৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস

| ক্রমিক নং | নমুনার ধরণ | নমুনার সংখ্যা | উত্তরদাতা ও তথ্য-সংগ্রাহক | তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম |
|---|---|---|---|---|
| **সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ** | | | | |
| ১. | উপকারভোগীদের জরিপ | ১২০০ জন | উপকারভোগী | প্রশ্নমালা সংযুক্তি-১ |
| | কন্ট্রোলগ্রুপ | ৪০০ জন | উপকারভোগী নয় এমন | প্রশ্নমালা সংযুক্তি-২ |
| | **উপমোট:** | **১৬০০ জন** | | |
| **গুণগত তথ্য সংগ্রহ** | | | | |
| ২. | প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (KII) | ১০০টি | প্রকল্প পরিচালক, বিআরডিবির প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ | সংযুক্তি-৩ |

| ক্রমিক নং | নমুনার ধরণ | নমুনার সংখ্যা | উত্তরদাতা ও তথ্য-সংগ্রাহক | তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম |
|---|---|---|---|---|
| **সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ** | | | | |
| ৩. | দলীয় আলোচনা (FGD) | ৮টি এফজিডি ৮*১২ =৯৬ জন | উপকারভোগী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য | সংযুক্তি-৪ |
| ৪. | কেইস স্টাডি (Case Study) | ৪টি | প্রকল্পের উপকারভোগী | সংযুক্তি-৫ |
| ৫. | সরেজমিনে পরিদর্শন | ১০টি জেলা | বিআরডিবির কর্মকর্তা এবং প্রভাব মূল্যায়নের বিশেষজ্ঞগণ, এবং তথ্য সংগ্রহকারী | - |
| ৬. | স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা | ১টি (৫০ জন) | আইএমইডি প্রতিনিধি, আরডিসিডি প্রতিনিধি, প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্প পরিচালক এবং স্থানীয় অন্যান্য স্টেকহোল্ডার | - |
| সর্বমোট নমুনার সংখ্যা = | | **১,৮৬০** | | |

## ২.৯ সেকেন্ডারি উৎসের তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্যে প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যালোচনার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনা করা ছাড়াও প্রকল্পের কার্যকারিতা ত্রুটি-বিচ্যুতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি, পিসিআর, সম্ভাব্যতা জরিপ প্রতিবেদন (যদি থাকে), আইএমইডির ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ রিপোর্ট ইত্যাদি সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের নতুন প্রকল্পের গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা, করণীয় ও সুপারিশসমূহ প্রভাব মূল্যায়নের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার জনগণের আয় ব্যয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিআরডিবি এর এর বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি Website হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

## ২.১০ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (Project Management)

বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলনের যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা, প্রকল্পটি প্রণয়নের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় ইত্যাদি কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালক এর সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনা করে নির্ণয় করা হয়েছে। একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন, পণ্য ও সেবা ক্রয়ে বিলম্ব এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধিসহ প্রকল্প ব্যবস্থায় থাকলে তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা-পূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রতিফলিত করা হয়েছে।

## ২.১১ প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) নির্দেশক

মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনায় যে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে, সে সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করে ভবিষ্যতে এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিস্তারিতভাবে চতুর্থ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

### ২.১২ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ টেকসই করার প্রধান উপায় হচ্ছে প্রকল্পের অর্জনসমূহ মূল বিভাগ/সংস্থায় আত্মীকরণ। প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপিতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ নেই। এ পর্যায়ে প্রকল্পের অর্জন ও সফলতা বিশ্লেষণ করে টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

### ২.১৩ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

#### ২.১৩.১ জরিপ কার্যক্রম

কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী জরিপ কাজটি সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৬০০ নমুনা খানার জরিপ ১৬০০ জন (উপকারভোগী-১২০০ জন, উপকারভোগী নয় এমন-৪০০), ৮টি এফজিডি, কেইস স্ট্যাডি (৭টি), ১০০টি কেআইআই এবং অঞ্চভিত্তিক উন্নয়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

#### ২.১৩.২ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

সমীক্ষায় কাজে কমপক্ষে স্নাতক বা মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এবং তথ্য সংগ্রহ কাজে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১০ জন তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীকে সমীক্ষা কাজে নিযুক্ত করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জরিপের উদ্দেশ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস কর্তৃক ২দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**চিত্র: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারিবৃন্দ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা**

পরামর্শক দল বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহার করে মাঠ পর্যায় থেকে কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়, কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার নিতে হয় এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেন। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডি এবং প্রকল্প দপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

#### ২.১৩.৩ তথ্য-সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কাজ পরিবীক্ষণ:

সংখ্যাগত সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা/নির্দেশনা/চেকলিস্ট সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রকল্পের আওতায় উপাকারভোগী এবং উপাকারভোগী নয় মোট ১৬০০ জন এবং গুণগত তথ্যর জন্য ১০০টি কেআইআই, ৮টি এফজিডি, ৭টি কেস স্টাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১০ জন তথ্য সংগ্রাহক এবং ২ জন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। একজন তথ্য সংগ্রকারী ৮-১০টি প্রশ্নপত্র পূরণ করেছেন। টীম লিডার ও পরামর্শকবৃন্দ সমীক্ষা এলাকা পরিদর্শন করে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন এবং সংগৃহীত উপাত্তের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন নিশ্চিত করা হয়েছে। সারণি-২.৪এ উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

সারণি-২.৪: উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমসমূহ

| | |
|---|---|
| ১. নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পর্যায় | • অভিজ্ঞ ও দক্ষ তথ্য-সংগ্রহকারী নিয়োগ প্রদান<br>• তথ্য-সংগ্রহকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান<br>• মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন |
| ২. তথ্য সংগ্রহ পর্যায় | • সমীক্ষা টীমের উপস্থিতি মনিটর করা<br>• সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ<br>• সংগৃহীত অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পূনঃ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।<br>• তথ্য বাদ যাওয়া (missing) নিয়ন্ত্রণ করা |
| ৩. উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পর্যায় | • অশোধিত তথ্য-উপাত্ত (raw data) পরবর্তীতে সম্পাদনা (editing) করা<br>• উপাত্ত পরিমার্জন ও সংশোধন<br>• কম্পিউটারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে ক্রস-চেকিং করা |

### ২.১৩.৪ তথ্য সংগ্রহ

আইএমইডি কর্তৃক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সকল মাঠ কর্মীকে তাদের নিজ নিজ কাজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিতকরণ করা হয় এবং তথ্য সংগ্রহের কর্ম পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। এই কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নমুনা এলাকা হতে সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের ৫টি টিমে ভাগ করা হয়। প্রতি টিমে ১ জন সুপারভাইজার ও ১ জন তথ্য সংগ্রহকারী ছিলেন। উপকারভোগী মহিলাদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার সাধারণত তথ্য সংগ্রহকারীগণ নিয়েছেন। ফিল্ড সুপারভাইজার দলের কাজ তদারকির পাশাপাশি FGD এবং নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। মোট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে: উপকারভোগী- ১২০০ জন, উপকারভোগী নয় এমন-৪০০ জনসহ মোট ১৬০০ জনের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও গুণগত তথ্যর জন্য ১০০টি কেআইআই, ৮টি এফজিডি, ৭টি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করেন। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্পের স্থির চিত্র সংগ্রহ, ভিডিও ও নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট চেকলিস্ট/গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে।

### ২.১৩.৫ সংগ্রহীতব্য তথ্য-উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)

তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যের গুণগত মানের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে টিমের সুপারভাইজার তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ সুপারভিশন এবং মনিটরিং করেছেন। সুপারভাইজার তথ্য সংগ্রহকারীদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্র চেক করেছেন এবং চেকিং এর সময় কোন অসামঞ্জস্য বা ভুল পাওয়া গেলে তা মাঠ পর্যায়ে তাৎক্ষণিক-ভাবে সংশোধন করেছেন। প্রশ্নপত্র তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা ক্রস চেক করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ যাতে সময়মত মানসম্মত কাজ শেষ করতে পারেন সে বিষয়ে সুপারভাইজার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এছাড়া, এই সমীক্ষার দলনেতা, সমীক্ষা টিমের অন্যান্য পরামর্শকগণ, সমীক্ষা সমন্বয়কারী এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য সংগ্রহকারী দলের কাজ স্পট পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটর করে গৃহীত তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করেছেন।

### ২.১৩.৬ তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

মাঠ থেকে সংগৃহীত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর পরিমাণগত প্রশ্নপ্রত্র কোডিং ও তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত (এন্ট্রি) করার পূর্বে এডিটর দ্বারা তথ্য এডিট করা হয়েছে, যাতে তথ্যের গুণগতমান বজায় থাকে এবং তথ্য ত্রুটিহীন হয়। তারপর তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করার জন্য কম্পিউটার সফটওয়ার প্রোগ্রাম MS Access ব্যবহার করা হয়েছে এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যের ক্ষেত্রে তথ্য একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণে পর্যায়ক্রমিকভাবে যে কাজগুলো করা হয়েছে তা

হল: প্রশ্নাবলী এডিটিং, কোডিং, কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি, ডাটা যাচাইকরণ, ডাটা প্রসেসিং এবং পরিশেষে ডাটা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় আউটপুট তৈরি। অনুরূপভাবে গুণগত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদিও একত্রীকরণ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে সারণী/টেবিল (ট্যাবুলেশন), গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিমাণ ও গুণগত উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্যাদির শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে পরিমাণগত (উপকারভোগী মাঠ জরিপ) ও গুণগত উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি (দলীয় আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাৎকার, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, পর্যবেক্ষণ) থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলাফল বিশ্লেষণ করে সমষ্টিগত ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি সারণি/লেখচিত্রের (পাই চার্ট/গ্রাফের) মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

### ২.১৪ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

প্রতিবেদন তৈরিতে মানসম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল সহজেই প্রকল্পের বর্তমান সূচক ও পূর্বের সূচকের সাথে তুলনা করা যায়। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ-পূর্বক পূর্বের এবং বর্তমান সূচক গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি থেকে প্রাপ্ত কমেনন্টস বা পরামর্শ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

#### ২.১৪.১ তথ্য সম্পাদনা ও কোডিং

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদনা করে Excel এ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

#### ২.১৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য SPSS সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### ২.১৫ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন

#### ২.১৫ .১ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের বিবরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট, নমুনার আকার এবং কার্য এলাকা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ১২ কপি দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ১২ কপি সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভার জন্য দাখিল করা হয়। সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন অনুমোদন ক্রমে মাঠ-পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

#### ১ম খসড়া প্রতিবেদন

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ১২ কপি দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত । টেকনিক্যার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ২০ (বিশ) কপি সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভার জন্য দাখিল করা হয়েছে।

#### ২য় খসড়া প্রতিবেদন

সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন সাপেক্ষে ২য় খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

**খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন**

জাতীয় কর্মশালার সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে টেকনিক্যাল কমিটি মিটিং এ ১২ কপি দাখিল করা হয়।

**চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ**

চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মতামত ও নির্দেশনা অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (বাংলা-৪০ ও ইংরেজীতে-২০) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, আইএমইডি বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

## ২.১৬ কর্ম-পরিকল্পনা (Work Plan)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে সময়-ভিত্তিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিম্নের গ্যান্ট-চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো।

| | কার্যক্রম (Activity) | সপ্তাহভিত্তিক কর্মসূচি (বার-চার্টে) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ফেব্রুয়ারি-২০২৩ | | | | মার্চ-২০২৩ | | | | এপ্রিল-২০২৩ | | | | মে-২০২৩ | | | | **জুন**-২০২৩ | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| | | ১ম | | ২য় | | ৩য় | | ৪র্থ | | ১ম | | ২য় | | ৩য় | | ৪র্থ | | ১ম | ২য় |
| ১ | প্রকল্পের ডকুমেন্ট সমূহ সংগ্রহ করা, প্রশ্নমালাসহ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন করতঃ সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটিতে উপস্থাপন এবং অনুমোদন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | মাঠ পর্যায়ে সংখ্যাগত খানা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ (KII, FGD, Infrastructure observation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | সংগৃহীত ডাটা কোডিং, কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও সমীক্ষা তত্ত্বাবধান সভায় উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১০ | সমীক্ষা তত্ত্বাবধান সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | জাতীয় পর্যায় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | কর্মশালার নির্দেশনা অনুযায়ী চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল (বাংলা ও ইংরেজিতে) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

চিত্র-২.২: গ্যান্ট-চার্টে কর্ম-পরিকল্পনা

# তৃতীয় অধ্যায়
## ফলাফল পর্যালোচনা

### ৩.১ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপিতে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড়, প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের অনুকূলে বছরভিত্তিক প্রকল্পের আওতায় অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণী নিম্নের সারণি ৩.১ এ দেয়া হলো-

সারণি: ৩.১- প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

| অর্থ বছর | ডিপিপি/আরডিপিপি/ টিপিপি সংস্থান | এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ ছাড় | প্রকৃত ব্যয় (বরাদ্দের %) | প্রকৃত ব্যয় (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ২০১১-১২ | ৩৩১.৮০ | ৩৩২.০০ | ৩৩২.০০ | ৩৩১.৮০ | ২.১১ |
| ২০১২-১৩ | ৯৯৮.৫২ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯৮.৫৩ | ৬.৩৬ |
| ২০১৩-১৪ | ১৯৯৯.৭৮ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৯৯৯.৭৮ | ১২.৭৫ |
| ২০১৪-১৫ | ৩১৯৯.১০ | ৩২০০.০০ | ৩২০০.০০ | ৩১৯৯.০৯ | ২০.৩৯ |
| ২০১৫-১৬ | ৩০৯৮.৭৫ | ৩১০০.০০ | ৩১০০.০০ | ৩০৯৮.৭৫ | ১৯.৭৫ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৭৬৭.৪৭ | ৩২৯৯.০০ | ৩২৯৯.০০ | ৩২৯৭.৯৬ | ২১.০২ |
| ২০১৭-১৮ | ২৩৩৮.৫৯ | ২৭৬৮.০০ | ২৭৬৮.০০ | ২৭৬২.৫০ | ১৭.৬১ |
| মোট | **১৫৭৩৪.০০** | **১৫৬৯৯.০০** | **১৫৬৯৯.০০** | **১৫৬৮৮.৪১** | **৯৯.৯৯** |

উৎসঃ পিসিআর

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় অর্থ-বছরগুলোতে অর্থ-বরাদ্দ ও অর্থ-ছাড়ে কোন বিলম্ব হয়নি। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা, এডিপি/আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল ১৫৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে ১৫৬৮৮.৪১ লক্ষ টাকা বা ৯৯.৯৯%। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়ে কোন সমস্যা হয়নি।

### ৩. ২ প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রম এবং প্রকৃত অর্জন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের মূল কাজ ছিল ২টি বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় ২৭৮৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৭৬২৫০টি পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুঁজি গঠন এবং আইজিএ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে প্রকল্পের অর্জন নিম্নে দেয়া হলো-

### ক) প্রধান প্রধান কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিম্নরুপ:

সারণি: ৩.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

| ক্রমিক নং | প্রধান কার্যক্রম | একক | ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ০১ | বিভাগ | সংখ্যা | ০২ | ০২ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে |
| ০২ | জেলা অর্ন্তভুক্তি | সংখ্যা | ১৫ | ১৫ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে |
| ০৩ | উপজেলা অর্ন্তভুক্তি | সংখ্যা | ৫৯ | ৫৯ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে |
| ০৪ | সমিতি গঠন | সংখ্যা | ২৭৮৪ | ২৮৮১ | লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৯৭টি সমিতি গঠন বেশি অর্জন করা হয়েছে |
| ০৫ | উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি | জন | ৭৬২৫০ | ৭৮৪৪৪ | লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ২১৯৪ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি পেয়েছে |
| ০৬ | পুঁজি/আমানত গঠন | লক্ষ টাকা | ১৬১৪.০০ | ২১০০.০০ | প্রকল্প শেষে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৩০.১১% বেশি আমানত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। |
| ০৭ | প্রশিক্ষণ | জন | ৬০০০০ | ৬০০০০ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে |
| ০৮ | ঋণ বিতরণ | লক্ষ টাকা | ৭১৭৭.০০ | ৭১৭৭.০০ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে ডিপিপি মূলে চাহিদার চেয়ে ৫৭টি বেশি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, উপকারভোগীর ক্ষেত্রে ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা থেকে ২১৯৪ জন বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরও দেখা যায় যে, প্রকল্প শেষে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৩০.১১% বেশি আমানত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা থেকে শতভাগ অর্জিত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও বেশি অর্জিত হয়েছে।

### খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিম্নরুপ:

সারণি: ৩.৩ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কার্যক্রম

| **ক্রমিক নং** | **মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ সেমিনার** | **ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা** | | **প্রকৃত অর্জন** | | **মন্তব্য** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **সংখ্যা** | **দিন** | **সংখ্যা** | **দিন** | |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** |
| **(ক) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ** | | | | | | |
| **১.** | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | ১৭ জন | - | ১৭ জন | - | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে। |
| **(খ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ** | | | | | | |
| **১.** | স্টাফ প্রশিক্ষণ | ১২৫৮ জন | ৩ | ১২৫৮ জন | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে। |
| **২.** | উপকারভোগী প্রশিক্ষণ: নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব | ৭২৯০ জন | ২ | ৭২৯০ জন | ২ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে। |

| ক্রমিক নং | মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ সেমিনার | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত অর্জন | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | দিন | সংখ্যা | দিন | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | বিকাশ | | | | | |
| ৩. | উপকারভোগী প্রশিক্ষণ: আয়বর্ধকমূলক দক্ষতা উন্নয়ন | ৫১৪৩৫ জন | ৩ দিন, ৫ দিন, ১৫ দিন ও ৩০ দিন | ৫১৪৩৫ জন | ৩ দিন, ৫ দিন, ১৫ দিন ও ৩০ দিন | |
| **(গ) কর্মশালা/সেমিনার** | | | | | | |
| ১. | কর্মশালা/সেমিনার | ৭৩টি | - | ৭৩টি | - | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে। |

**উৎসঃ প্রকল্প অফিস ও পিসিআর**

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৩, ৫, ১৫ ও ৩০ দিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় ১৭ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ১২৫৮ জন বিআরডিবি ও প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকল্পে আওতায় উপকারভোগীদের বর্ণিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ মডিউল পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, উপজেলা পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা'র উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাসহ উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার রিসোর্স পারসন এর সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদান করা হয়েছে। আরও দেখা যায় যে, বাস্তবে আয় বর্ধকমূলক সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপজেলায় না হয়ে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ অনসাইটে সম্পন্ন হলে উপকারভোগী আরও উপকৃত হতো মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

### গ) সমিতি গঠন ও ঋণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা

নিম্নে সমিতি গঠন, ঋণী সদস্য, ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের হার

১. সমিতি গঠনের তারিখ : প্রকল্প শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত
২. মোট সদস্য : ৭৮৪৪৪ জন
৩. ঋণী সদস্য : ৫৩২৫৩ জন
৪. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ : ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা
৫. ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ : ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকা
৬. মাঠে পাওনা স্থিতি : ৮৬৪৯.৭৯ লক্ষ টাকা
৭. সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি : ২১০০.০০ লক্ষ টাকা
৮. উল্লেখযোগ্য আইজিএ : সেলাই ও এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস মুরগি পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি।
৯. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা : ৫৮৭২৫ জন
১০. ঋণ আদায়ের হার (%) : ৯৮.৮১% (ক্রমপুঞ্জিত), যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় গঠিত সকল সমিতি ইনফরমাল সমিতি। সমিতি গঠনের সময় এলাকা নির্বাচন, উপকারভোগী সদস্য জরিপ কার্য পরিচালনা, উপকারভোগী/সদস্য নির্বাচন এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (Operation Mannual) অনুসরণ করা হয়েছে। দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭৮৪টি এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন করা হয় ২৮৮১টি। অর্থাৎ, ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৯৭টি সমিতি বেশি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। সমিতির মোট ঋণী সদস্য ছিল ৭৮৪৪৪ জন। ঋণী সদস্যদের মাঝে

ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয় ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, বাস্তবে ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮.৮১% (ক্রমপুঞ্জিত), যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (Operation Mannual) অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (Operation Mannual) নিম্নরূপ-

### অভিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন

- প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র, বিধবা, অসহায় ও সুবিধা-বঞ্চিত মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা।
- গ্রামীণ দরিদ্র অসহায় ও সুবিধা-বঞ্চিত মহিলারাই এই প্রকল্পের মূল উপকারভোগী।
- উপজেলায় গঠিত প্রাথমিক সমিতি সমূহের সকল সদস্য/উপকারভোগী নতুন প্রকল্পের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকবেন।

### এলাকা নির্বাচন:

- সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে চারটি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- ইউনিয়নের যে সকল গ্রাম অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ, শিক্ষার অপ্রতুলতা রয়েছে, নিয়মিত কাজের অভাব বা জীবিকার অনিশ্চয়তা রয়েছে, জলাবদ্ধতা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ত বা অঞ্চল ভিত্তিতে বিশেষ কাজ/কারণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য উপযুক্ত সে সকল গ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- প্রতি গ্রামে ন্যূনতম একটি করে মহিলা সমিতি গঠিত হবে। তবে গ্রামের আয়তন বড় হলে সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক মহিলা সমিতি গঠন করা যাবে।

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে এলাকা নির্বাচন কমিটি নিম্নরূপ:

| | | |
|---|---|---|
| ১. উপজেলা চেয়ারম্যান | : | উপদেষ্টা |
| ২. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা | : | সভাপতি |
| ৩. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৪. উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৫. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৬. উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৭. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৮. সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (প্রকল্প) | : | সদস্য সচিব |

### কমিটির কর্ম পরিধি:

- মহিলা সমিতি সংগঠনের জন্য ইউনিয়ন নির্বাচন;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি ও সহযোগিতা প্রদান;
- নির্বাচিত এলাকায় সমিতি সংগঠনের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি।

### জরিপ কার্যক্রমঃ

নতুন সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদিত ছক অনুসারে গ্রামে খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পুরাতন সমিতির সদস্যদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের (প্রভাব নির্ণয়) জন্যও পৃথকভাবে জরিপ পরিচালনা করতে হয়।

**(ক) জরিপ এর উদ্দেশ্যেঃ**

- সরেজমিনে পরিদর্শন করে নির্দিষ্ট গ্রামের মহিলা বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ;
- প্রকল্পের অভিষ্ট জনগোষ্ঠী বা উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ (সনাক্তকরণ);
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে আগ্রহ যাচাই;
- মনোভাব যাচাইকরণ ও
- সমিতি গঠনের আগ্রহ যাচাই।

**(খ) অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী (TG) সনাক্তকরণ ও সদস্য নির্বাচন:**

- প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মাঠ সংগঠক (দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠক) জরিপ কাজ পরিচালনা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পরামর্শে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার এর সার্বিক সহায়তায় মাঠ সংগঠক জরিপ কাজ সম্পন্ন করবেন;
- সংগৃহীত তথ্যাবলী বিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট মাঠ সংগঠক সুপারিশসহ প্রকল্পের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করবেন;
- সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করে সদস্য নির্বাচন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন;
- কমিটি জরিপ কাজের যথার্থতা নিশ্চিত করবেন এবং অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (সদস্য) নির্বাচন চূড়ান্ত করবেন;
- অনুমোদিত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে মহিলা সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- প্রকল্পের কর্মকান্ডের উপকারভোগী হবে সংগঠিত মহিলা সমিতির সদস্য। প্রতিটি মহিলা সমিতিতে ২০ - ৩০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

**উপকারভোগী/সদস্য নির্বাচন মাপকাঠি:**

১. খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত মহিলা;
২. সাংগঠনিক মনোভাব সম্পন্ন;
৩. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগ্রহী;
৪. প্রশিক্ষণসহ ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী;
৫. বয়স ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে;
৬. প্রকল্প এলাকার (গ্রাম বা মহল্লার) স্থায়ী বাসিন্দা;
৭. বসতবাড়িসহ নিজের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৫০ শতাংশের বেশি নয়;
৮. আংশিক বা পুরোপুরি মূলধনের অভাব সম্পন্ন কিন্তু আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার মত যোগ্যতা ও শারীরিক সক্ষমতা বা পারদর্শিতা থাকতে হবে;
৯. অন্য কোন ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কাছে তিনি অথবা তার পরিবারের কোন সদস্য দায়গ্রস্ত নয়;
১০. সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন হতে হবে;
১১. বিধবা, বিপত্নীক, স্বামী পরিত্যক্তা, দুঃস্থ মহিলাকে অগ্রাধিকার নিতে হবে:
১২. মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের দরিদ্র মহিলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সদস্য হবে:
১৩. বিআরডিবিভুক্ত অন্য কোন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সদস্য এ প্রকল্পে সদস্য হতে পারবে না।
১৪. মানসিক ভারসাম্যহীন, মাদকাসক্ত, জুয়াড়ি, মামলাবাজ অথবা দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হতে পারবে না।

**সদস্য নির্বাচন কমিটি:**

উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে সদস্য (অভিষ্ট জনগোষ্ঠী) নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে।

| | | |
|---|---|---|
| ১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা | : | উপদেষ্টা |
| ২. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | : | সভাপতি |
| ৩. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৪. উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৫. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ৬. সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (প্রকল্প) | : | সদস্য সচিব |

**কমিটির কর্ম পরিধি:**

১. জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে সদস্য (অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী) নির্বাচন;

২. মহিলা সমিতি সংগঠনের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি;

৩. মহিলা সমিতি সংগঠনে সহায়তা প্রদান।

**সলিডারিটি গ্রুপ (সংহতি দল) গঠন:**

সমিতির অভ্যন্তরে সমপেশা ও সমমনা সদস্য নিয়ে গঠিত উপদলকে সংহতি দল (সলিডারিটি প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের সকল আর্থিক এবং সামাজিক সেবা কার্যক্রম সমিতির অভ্যন্তরে গঠিত সংহতি পরিচালিত হবে। সংহতি দল সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। পেশাগত ভিন্নতার কারণে সমিতির সদস্যদের সমবেতভাবে একই ধরণের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা করা সম্ভব হয়না। এ ক্ষেত্রে সদস্যগণ পেশাগত ও অবস্থানগত সুবিধা বিবেচনা করে নিজেরা সংহতি দলে বিভক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করলে তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি সহজ হয়। প্রকল্পের ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় সংহতি দল ঋণের সমবেত জামানত হিসেবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের ধারক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সমিতির সংহতি দল নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে:

১) প্রকল্পের নিয়ম ও নীতিমালা মেনে চলতে সম্মত এমন সমমনা ও সমপেশাভুক্ত ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) নিয়ে পৃথক পৃথক সংহতি দল গঠন করা যাবে;

২) সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সলিডারিটি গ্রুপ (সংহতি দল) গঠনপূর্বক রেজুলেশনের কপিসহ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার কর্তৃক যাচাইপূর্বক সলিডারিটি গ্রুপ (সংহতি দল) অনুমোদন দিবেন। এ ক্ষেত্রে সংহতি দলের তথ্য উপজেলা দপ্তরে স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে এবং সর্বদা হালনাগাদ রাখতে হবে প্রয়োজনে প্রত্যেক সংহতি দলের পৃথক পরিচিতি সংখ্যা অথবা নাম ব্যবহার করা যাবে;

৩) প্রত্যেক সংহতি দলে একজন আহ্বায়ক (দলনেতা) থাকবে। তিনি দলের পক্ষে সংশ্লিষ্টদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪) আগ্রহী সদস্যগণ নিজেরাই তাদের দলের সংহতি সদস্য নির্বাচন করবেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে সদস্য হন তাহলে, ভুল তথ্য অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই মাঠ সংগঠক তার সদস্যপদ স্থগিতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এবং উক্ত সদস্যের দায়দেনার ব্যাপারে সংহতি দল দায়ী থাকবে। তবে সম্পূর্ণ দায়দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সদস্য পদ বাতিল করা যাবে না:

৫) সংহতি দলের সদস্যগণ অবশ্যই পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দা হতে হবে;

৬) পূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর সদস্যদের সম্মতিতে সমিতির সংহতি দল পুনর্গঠন করা যাবে;

৭) অন্যান্য যোগ্যতা বর্তমান থাকলে কোন সংহতি দল গৃহীত ঋণ সেবামূল্যসহ ১০০% পরিশোধ করলেই পুনরায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে;

৮) সংহতি দলের কোন সদস্য যদি সমিতি হতে বিতাড়িত বা বহিষ্কার করা হয়, কোন সদস্য যদি স্বেচ্ছায় সদস্যপদ প্রত্যাহার করে, কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করে, দেউলিয়া হয়, স্থায়ী ভাবে দেশত্যাগ করে বা অন্য যে কোন কারণে সংহতি দলের এক বা একাধিক সদস্যপদ শূন্য হয় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব নতুন সদস্য ভর্তি করে সংহতি দল পূর্ণাঙ্গ করতে হবে বা বিদ্যমান সদস্যকে অন্য সংহতি দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৯) ঋণ বকেয়া থাকা অবস্থায় মৃত্যু, দেউলিয়া, স্থায়ী দেশত্যাগের কারণে সংহতি দলের সদস্যপদ শূন্য হলে আইনানুগ ওয়ারিশ/জামিনদারের নিকট হতে বকেয়া ঋণ আদায় করতে হবে। বকেয়া ঋণ আদায় করা সম্ভব না হলে নিয়মানুযায়ী কু-ঋণ তহবিল হতে বকেয়া ঋণ সমন্বয়/অবলোপন করতে হবে (প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে)।

১০) কু-ঋণ তহবিল হতে সংহতি দলের কোন সদস্যের বকেয়া ঋণ সমন্বয়/অবলোপন করা সম্ভব না হলে প্রকল্পের সদর দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সলিডারিটি গ্রুপে (সংহতি দল) পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে।

**সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি**

সমিতির প্রথম সাংগঠনিক সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সৎ স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, যোগ্য, কর্মোদ্যমী এবং আগ্রহী সদস্যদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ ০৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন কাঠামো:

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | - | ১ জন |
| সহ-সভাপতি | - | ১ জন |
| ম্যানেজার | - | ১ জন |
| সদস্য | - | ৩ জন |
| | মোট | = ৬ জন |

**সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা:**

মহিলা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হতে হলে -

১) সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য হতে হবে;

২) বয়স কমপক্ষে ২১ (একুশ) বছর হতে হবে;

৩) সৎ, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, যোগ্য, কর্মউদ্যমী এবং আগ্রহী হতে হবে;

৪) প্রকল্প হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি খেলাপি বা মেয়াদ খেলাপি নন এমন হতে হবে;

৫) প্রকল্পের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলার মানসিকতা থাকতে হবে;

৬) নৈতিকতাভ্রষ্ট নন, মামলায় অভিযুক্ত নন ।

**ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি:**

সমিতির কমিটি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে অর্থাৎ ০২(দুই) বছর মেয়াদের মধ্যে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনের জন্য নিম্নরূপ ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাবে।

**(ক) নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও নোটিশ:**

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা করে মেয়াদ শেষ হবার ৪৫ দিন পূর্বে কমপক্ষে ৩০ দিন হাতে রেখে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করবেন। নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে সমিতির ম্যানেজার নির্বাচনের নোটিশ জারী করবেন এবং সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। নোটিশ জারীর দিন পর্যন্ত সমিতিতে বিদ্যমান সকল সদস্য ভোটার হতে পারবেন।

**খ) নির্বাচন কমিটি গঠন ও নির্বাচন:**

নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের ২০ দিন পূর্বে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট মাঠ সংগঠক ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। এরুপ ০১জন সদস্য সমন্বয়ে ০২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন। নির্বাচন কমিটি নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী তফসিল যথা- প্রার্থী মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রত্যাহারের তারিখ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নোটিশ করবেন। গঠিত কমিটি নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন পরিচালনা করবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে প্রার্থী পাওয়া না গেলে নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখেই সকল সদস্যের পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত পদে মনোনয়ন দেয়া যাবে। নির্বাচন ফলাফলের ০৩ দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ম সভা করবে এবং পূর্বের কমিটি উক্ত সভায় সমিতির দায় দায়িত্ব নতুন কমিটিকে বুঝিয়ে দিবে।

**গ) ঋণ কার্যক্রম:**

প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম নিম্নরুপ:

সারণি: ৩.৪ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম বিশ্লেষণ

| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | প্রকল্পের মোট লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়) | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) (কোটি টাকায়) | মন্তব্য (কম/বেশি) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্ষুদ্র ঋণ | ৩০০.০০ | ৩৯৪.১৩ | ৩১.৩৭% বেশি |
| ২ | উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ | ৩০০.০০ | ৩১১.৩৩ | ৩.৭৭% বেশি |
| **মোট ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ** | | **৬০০.০০** | **৭০৫.৪৬** | **১৭.৫৭% বেশি** |
| ৩ | মাঠে পাওনা ঋণ | ৮০.০০ | ৮৬.৫০ | ৮.১২% বেশি |
| ৪ | মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ | ০.০০ | ৩.৭০ | |
| ৫ | ঋণ আদায়ের হার (%) | ১০০% | ৯৮.৮১% | ১.১৯% কম |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি মূলে প্রকল্পকালীন সময়ে মোট ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৬০০.০০ কোটি টাকা। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণ হয়েছে ৭০৫.৪৬ কোটি টাকা যা ১৭.৫৭% বেশি। বাস্তব ভিত্তিতে মাঠে পাওনা (Loan Outstanding) ৮০.০০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ৮৬.৫০ কোটি টাকা, যা ৮.১২% বেশি। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পকালীন সময়ে ৩.৭০ কোটি টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে যা মোট মাঠে পাওনা ঋণের ৪.২৭% বেশি। উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে গ্রুপ/ক্রাশ প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কিস্তি খেলাপি ঋণ পর্যায়ক্রমে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ পরিণত না হয় সে জন্য মাঠ পর্যায়ে নিবিড় তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

## ৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

ক্রয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল ডিপিপিতে ২০টি অফিস ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য ১০০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পরবর্তীতে ১ম সংশোধনীতে ৪৫টি ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য সংস্থান ছিল ১৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ২য় সংশোধনীতে ৬টি অফিস ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ২টি প্যাকেজে (WD-1 ও WR-1) একত্রে মোট বরাদ্দ ছিল ২২৬.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে WD-1 ও WR-1 প্যাকেজের মধ্যে কোনটির জন্য কত টাকা বরাদ্দ তা উল্লেখ নেই যেখানে আরডিপিপির কার্য ক্রয় পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। একইভাবে দেখা যায় যে, মূল ডিপিপিতে পণ্য ক্রয়ের মোট প্যাকেজ ১২টি, ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্যাকেজের সংখ্যা ১৬টি পরবর্তীতে ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজের সংখ্যা ৮টি। উল্লেখ্য, কার্য ক্রয়ের প্যাকেজের মতো পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরডিপিপির উক্ত পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

### পণ্য ক্রয় পর্যালোচনা:

পণ্য ক্রয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান ক্রয় ছিল জিপগাড়ি-০২টি, মাইক্রোবাস-০১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ-০৩টি, মোটরসাইকেল-৭১টি (১২টি স্কুটিসহ), ফটোকপিয়ার-০৩টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-০৫টি, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ও আইটি-৮০টি, প্রিন্টার-৮০টি, সার্ভার, ল্যান যন্ত্রপাতি, মাল্টিমিডিয়া-০২টি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র-০২টি অফিস আসবাবপত্র, ইত্যাদি। প্রকল্পের প্রতিটি ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক সম্পন্ন করেছেন। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের প্রধান প্রধান প্যাকেজগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

### ৩.৩.১ জিপ, মাইক্রোবাস, ডাবল কেবিন পিকআপ ও মোটরসাইকেল ক্রয়:

প্রকল্পের অধীন ডিপিপি, আরডিপিপি-১ এবং আরডিপিপি-২ অনুযায়ী জিপ-০২টি ক্রয় বাবদ ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা, মাইক্রোবাস-০১টি ক্রয় বাবদ ৪৩.৫০ লক্ষ টাকা, ডাবল কেবিন পিকআপ-০৩টি ক্রয় বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা, মোটরসাইকেল-৭১টি (১২টি স্কুটিসহ) ক্রয় বাবদ ১০৫.৪৩ লক্ষ টাকার সংস্থান উল্লেখ রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি ৩.৫: জিপ, মাইক্রোবাস, ডাবল কেবিন পিকআপ ও মোটরসাইকেল ক্রয়ের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ক্রয় পদ্ধতি | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-১ | জিপ গাড়ি | ০২ | ১৫৩.০০ | ১৫৩.০০ | ডিপিএম | ০৫/০৬/২০১২ | ১৭/০৬/১২ | ১০০% |
| পণ্য-২ | মাইক্রোবাস | ০১ | ৪৩.৫০ | ৪৩.৫০ | ডিপিএম | ০৫/০৬/২০১২ | ১২/০৬/১২ | ১০০% |
| পণ্য-৩ | ডাবল কেবিন পিক-আপ | ০৩ | ১৩৮.১১ | ১৩৮.১২ | ডিপিএম | ২০/১০/১৪ | ৩০/১২/১৪ | ১০০% |
| পণ্য-৪ | মোটরসাইকেল | ৫৯ | ৮৭.৫০ | ৮৭.৫০ | ডিপিএম | ০৫/০৬/২০১২ | ১২/০৬/১২ | ১০০% |
| পণ্য-৫ | মোটরসাইকেল (স্কুটিসহ) | ১২ | ১৪.৮৫ | ১৪.৮৫ | ডিপিএম | ২১/০১/২০১৫ | ১৩/০৪/১৫ | ১০০% |
| **মোট** | | **৭৭** | **৪৩৬.৯৬** | **৪৩৬.৯৬** | - | - | - | - |

### পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

**জিপ গাড়ি, মাইক্রোবাস ও ডাবল কেবিন পিক-আপ:**

বর্ণিত ০২টি জিপ গাড়ি এবং ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বিগত ১৭/০৫/২০১২ খ্রি. তারিখে অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় স্মারক নং- ৪৭.০৩৪.০১৪.০০.০০.০০৪.২০১২ (অংশ-১)-১৭০; তারিখ: ০৫/০৬/২০১২খ্রি. মূলে জিপ ও মাইক্রোবাস ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে যানবাহন ক্রয়ের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লি: বরাবর জিপ ও মাইক্রোবাস সরবরাহের জন্য বিস্তারিত স্পেসিফিকেশনসহ দরপত্র দাখিলের জন্য গত ১৯/০৪/২০১২ তারিখে একটি পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড হতে প্রকল্পের অনুকূলে ২৪৭৭ সিসির ৫ দরজা ও ৭ আসন বিশিষ্ট ০২টি মিতসুবিশি পাজেরো স্পোর্টস মডেলের জিপগাড়ি ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লি: হতে ২৬৯৩সিসির ৪ দরজা ও ১৫ আসন বিশিষ্ট ০১টি মাইক্রোবাস-সরবরাহের জন্য যথাক্রমে ২৩/০৪/২০১২ ও ০৮/০৫/২০১২ তারিখে কোটেশন প্রদান করেন। সে আলোকে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-কে ০২টি মিতসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট মডেলের জিপগাড়ি ১৫৩.০০ লক্ষ টাকায় ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লি: হতে ০১টি মাইক্রোবাস ৪৩.৫০ লক্ষ টাকায় সরবরাহের জন্য বিগত ০৫/০৬/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৭/০৬/২০১২ তারিখে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড হতে ০২টি মিতসুবিশি

পাজেরো স্পোর্ট মডেলের জিপগাড়ি এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লি: হতে বিগত ১২/০৬/২০১২খ্রি. তারিখে ০১টি মাইক্রোবাস বুঝে নেয়া হয়।

প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন, তদারকি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জিপ. মাইক্রোবাসসমূহ ক্রয় করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে এ সকল গাড়ি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর ধারা ১০ এর উপধারা ৪ অনুযায়ী বিআরডিবির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত গাড়িগুলো বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন চলমান ইরেসপো-২য় পর্যায় প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**মোটরসাইকেল ক্রয়:**

মোটরসাইকেল ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১৭/০৫/২০১২ খ্রি. ও ১৩/১১/২০১৪ তারিখে যথাক্রমে ৫৯টি ও ১২টি মোটরসাইকেল ক্রয়ের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং- ৪৭.০৩৪.০১৪.০০.০০.০০৪.২০১২ (অংশ-১)-১৭০, তারিখ: ০৫/০৬/২০১২ মূলে ৫৯টি মোটরসাইকেল এবং স্মারক নং- ৪৭.০৩৪.০১৪.০০.০০.০৩২.২০১৪-৩৪২, তারিখ: ০১/১২/২০১৪ মূলে ১২টি মোটরসাইকেল ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। সে আলোকে বিগত ০৫/০৬/২০১২ তারিখে ১২৫ সিসি'র ৫৯টি মোটরসাইকেল বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লি: হতে ক্রয় বাবদ ৮৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ২১/০১/২০১৫ তারিখে ১০০ সিসি'র ১২টি মোটরসাইকেল (স্কুটি) এটলাস বাংলাদেশ লি: হতে ক্রয় বাবদ ১৪.৮৫ লক্ষ টাকা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি চুক্তির আওতায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৬/০৬/২০১২ তারিখে ৫৯টি মোটরসাইকেল এর Delivery Order হয় এবং একই তারিখে Gate Pass হয় এবং পরবর্তীতে একইভাবে এটলাস বাংলাদেশ লি: হতে ১০০ সিসি'র ১২টি মোটরসাইকেল (স্কুটি) ১৪.৮৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে মাঠ সংগঠক কর্তৃক দাপ্তরিক কাজে এ সকল মোটরসাইকেল ব্যবহার হচ্ছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ মোটরসাইকেল ২০১২ সনে ক্রয় করায় বর্তমানে এ সকল মোটরসাইকেল মেরামত করা প্রয়োজন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত গাড়িসমূহ ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর আইন/বিধি এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

### ৩.৩.২ কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং আইটি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সার্ভার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি ক্রয়:

প্রকল্পের অধীন আরডিপিপি অনুযায়ী ফটোকপিয়ার-০৩টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-০৫টি, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ও আটি-৮০টি, প্রিন্টার-৮০টি, সার্ভার, ল্যান যন্ত্রপাতি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-০২টি, এয়ারকন্ডিশনার-০২টি, অফিস আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ১৮৮.৫৯ লক্ষ টাকার সংস্থান উল্লেখ রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি ৩.৬ কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং আইটি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সার্ভার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি ক্রয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | কার্যক্রমের বিবরণ | সংখ্যা/ পরিমাণ | আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | ক্রয় পদ্ধতি | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-৬ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ৬ | ২.১৯ | ২.১৯ | আরএফকিউ | ১৪/০৬/২০১২ | ১৮/০৬/১২ | ১০০ |
| পণ্য-৭ | কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং আইটি | ৭৪ | ৪৮.০০ | ৪৮.০০ | ডিপিএম/ আরএফকিউ | ২৭/০১/১৩ | ১১/০৩/১৩ | ১০০ |
| পণ্য-৮ | প্রিন্টার | ৮০ | ১১.০০ | ১০.৯৬ | ডিপিএম/ আরএফকিউ | ২৭/০১/১৩ | ১১/০৩/১৩ | ৯৯.৬৩ |

| প্যাকেজ নং | কার্যক্রমের বিবরণ | সংখ্যা/ পরিমাণ | আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | ক্রয় পদ্ধতি | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-৯ | ল্যান যন্ত্রপাতি | থোক | ১.০০ | ০.৯৯ | আরএফকিউ | ২৫/০২/১৮ | ০৫/০৩/১৮ | ৯৯ |
| পণ্য-১০ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ২ | ২.০০ | ১.৯৯ | আরএফকিউ | ১৪/০৬/২০১২ | ১৭/০৬/১২ | ১০০ |
| পণ্য-১১ | সার্ভার | থোক | ১০.০০ | ৮.৭৫ | আরএফকিউ | ১৪/০১/১৮ | ২১/০১/১৮ | ৮৭.৫০ |
| পণ্য-১২ | কম্পিউটার সফটওয়্যার | থোক | ১৪.৭৫ | ১৪.৭৫ | ওটিএম | ২৪/০২/১৫ | ৩০/০৬/১৮ | ১০০ |
| পণ্য-১৩ | ফটোকপিয়ার মেশিন | ৩ | ৮.০০ | ৭.৯৮ | আরএফকিউ | ২৮/১১/১৪ | ১০/১২/১৪ | ৯৯.৭৫ |
| পণ্য-১৪ | টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য | থোক | ৮০.৬৫ | ৮০.৬৪ | ডিপিএম/ আরএফকিউ | ২৭/০১/১৩ | ১১/০৩/১৩ | ১০০ |
| পণ্য-১৫ | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম | থোক | ১.০০ | ১.০০ | ডিসিপি | ১৫/০৬/১৫ | ২৫/০৬/১৫ | ১০০ |
| পণ্য-১৬ | অন্যান্য (আইপিএস, ফিঙ্গার প্রিন্ট, অন্যান্য) | থোক | ৮.০০ | ৬.২৯ | ডিপিএম/ আরএফকিউ | ১৮/০৮/১৩ | ২৯/০৮/১৩ | ৭৮.৬৩ |
| পণ্য-১৭ | শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র | ২ | ২.০০ | ২.০ | আরএফকিউ | ২০/০৪/১৪ | ২১/০৪/১৪ | ১০০ |
| **মোট মূল্য** | | | **১৮৮.৫৯** | **১৮৫.৫৪** | | | | |

### পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

ডিজিটাল ক্যামেরা-৬টি, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এবং আইটি-৭৪টি, প্রিন্টার-৮০টি, ল্যান যন্ত্রপাতি (থোক বরাদ্দ), মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-২টি, সার্ভার (থোক বরাদ্দ), কম্পিউটার সফটওয়্যার (থোক বরাদ্দ), ফটোকপিয়ার মেশিন-৩টি, টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য (থোক বরাদ্দ), টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (থোক বরাদ্দ), অন্যান্য (আইপিএস, ফিঙ্গার প্রিন্ট, অন্যান্য) (থোক বরাদ্দ) এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র-২টি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়- উল্লিখিত সকল ক্রয়ের তথ্য নেই। প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বর্ণিত সকল পণ্যই ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখিত কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং আইটি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সার্ভার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত মোট টাকার পরিমাণ ছিল ১৮৮.৫৯ লক্ষ টাকা। এ সকল পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ১৮৫.৫৪ লক্ষ টাকা (৯৮.৩৮%)। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত পণ্যসমূহ ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর আইন/বিধি এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

### পণ্য ক্রয়ের কেস-স্টাডি

**কেস-স্টাডি-১: ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়**

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | ডিপিএম পদ্ধতি |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | ডিপিএম পদ্ধতি |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)<br>(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম) | ১।পত্রিকার নামঃ প্রযোজ্য নয়<br>২।পত্রিকার নামঃ প্রযোজ্য নয়<br>৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট: প্রযোজ্য নয় |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | প্রযোজ্য নয় |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | প্রযোজ্য নয় |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | প্রযোজ্য নয় |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
| ১৬ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | প্রযোজ্য নয় |
| ১৭ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
| ১৮ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
| ১৯ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | ✓না |
| ২০ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
| ২১ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | প্রযোজ্য নয় |
| ২২ | কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ | ২০/১০/২০১৪ |
| ২৩ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ১,৩৮,১১,১০০ টাকা |
| ২৪ | চুক্তি মূল্য | ১,৩৮,১১,১০০ টাকা |
| ২৫ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড |
| ২৬ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ২০/১০/২০১৪ |
| ২৭ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০ জুন ২০১৪ |
| ২৮ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ২০/১০/২০১৪ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০/১২/২০১৪ |
| ৩০ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ৩০/১২/২০১৪ |
| ৩১ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?<br>হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি |
| ৩২ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা ? | ✓ হ্যাঁ |
| ৩৩ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না? | ✓ না |
| ৩৪ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | - |
| ৩৫ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | ✓হ্যাঁ |

পরবর্তীতে ডিপিপি/আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প হতে প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং-৪৭.০৩৪.০১৪.০০.০০.০৩২.২০১৪-২৮৬; তারিখ: ৩০/০৯/১৪খ্রি. মূলে ০৩টি ডবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হতে ২৪৮৮ সিসি, ৫ দরজা, ক্যারিবয়সহ ০৩টি ডাবল কেবিন পিকআপ ১৩৮.১২ লক্ষ টাকায় ক্রয় কাজ সম্পাদিত হয়। ক্রয়কৃত গাড়িসমূহ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে বুঝে নেয়া হয়েছে। সে আলোকে বিধি অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন, তদারকি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ডবল কেবিন পিকআপ গাড়িটি ক্রয় করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর ধারা ১০ এর উপধারা ৪ অনুযায়ী বিআরডিবির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডাবল কেবিন পিক-আপ'টি বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন চলমান ইরেসপো-২য় পর্যায় প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

### ৩.৩.৪ কার্য (Works) ক্রয় পর্যালোচনা:

কার্য ক্রয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি ৩.৭ প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ ও মেরামতের কার্য অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | কাজের নাম | প্যাকেজ নং | দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়) | | % নিম্ন/ উপরে | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | | | | | |
| ১ | খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | WC-০১ | ৫৯.৪৬ | ৫৩.৭৪ | ৯.৬২% নিম্ন | ৩/২/১৩ | ২৩/০৪/১৩ | ১৬/০১/১৪ | ৯০.৩৮ |
| ২ | খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | WC-০২ | ৭৮.৬৪ | ৭৩.৬৩ | ৬.৩৭% নিম্ন | ৩/২/১৩ | ২৩/০৪/১৩ | ২০/০১/১৪ | ৯৩.৬৩ |
| ৩ | খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | WC-০৩ | ৮০.৭৯ | ৭২.৮৪ | ৯.৮৪% নিম্ন | ৩/২/১৩ | ২৩/০৪/১৩ | ২০/০১/১৪ | ৯০.১৬ |
| ৪ | বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | WC-০৪ | ৭৭.০২ | ৭২.১৭ | ৬.২৯% নিম্ন | ৩/২/১৩ | ২৩/০৪/১৩ | ২০/০১/১৪ | ৯৩.৭০ |
| ৫ | পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলায় এক তলা (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) বিআরডিবি অফিস ভবন (পল্লী ভবন) নির্মাণ। | WC-০৫ | ৭৮.৯৩ | ৭০.৮১ | ১০.২৮% নিম্ন | ৩/২/১৩ | ২৩/০৪/১৩ | ১২/০৩/১৪ | ৮৯.৭১ |
| ৬ | চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০১ | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ৭ | মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০২ | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |

| ক্র. নং | কাজের নাম | প্যাকেজ নং | দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়) | | % নিম্ন/ উপরে | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | | | | | |
| ৮ | মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০৩ | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ৯ | যশোর জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০৫ | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ১০ | যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০৬ | ১৩.৩২ | ১২.৬৫৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০২ |
| ১১ | যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০৭ | ১২.২৯ | ১১.৬৭৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ১২ | ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০৮ | ১৩.৩২ | ১২.৫৬৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৪.৩৪ |
| ১৩ | ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-০৯ | ১৩.৩২ | ১২.৫৬৬ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৪.৩৪ |
| ১৪ | খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-১০ | ১৪.৩২ | ১৩.৬০ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৪.৯৭ |
| ১৫ | বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) | WC-১১ | ১৪.৩২ | ১৩.৬০ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৪.৯৭ |
| ১৬ | বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১২ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ১৭ | বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১৩ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ১৮ | সাতক্ষীরার জেলার কলারোয়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১৪ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ১৯ | নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১৫ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২০ | নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন | WC-১৬ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |

| ক্র. নং | কাজের নাম | প্যাকেজ নং | দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়) | | % নিম্ন/ উপরে | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | | | | | |
| | নির্মাণ কাজ | | | | | | | | |
| ২১ | মাগুরা জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১৭ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২২ | ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১৮ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৩ | পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-১৯ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৪ | পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-২০ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৫ | পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-২১ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৬ | বরগানা জেলার আমতলী উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-২২ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৭ | ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-২৩ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৮ | পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-২৪ | ২৬.২০২ | ২৪.৮৯২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০০ |
| ২৯ | ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-২৫ | ৪০.৪২ | ৩৮.৪০২ | ৫% নিম্ন | ০৮/০৪/১৪ | ১০/০৬/১৪ | ৭/১২/১৮ | ৯৫.০১ |
| ৩০ | খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪৮ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২৩ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ০২/০৩/১৭ | ২১/০৯/১৭ | ৯৫.০১ |
| ৩১ | বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪৯ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৩২ | যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৩১ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৩৩ | যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-৩২ | ১৩.৯৬ | ১২.২৬ | ১২.১২% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৮৭.৮২ |
| ৩৪ | যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৩৪ | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |

| ক্র. নং | কাজের নাম | প্যাকেজ নং | দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়) | | % নিম্ন/ উপরে | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | | | | | |
| ৩৫ | যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-৩৫ | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |
| ৩৬ | ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৩৭ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৩৭ | ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC-৩৮ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৩৮ | মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪১ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৩৯ | মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪২ | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |
| ৪০ | বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪৪ | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |
| ৪১ | সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪৬ | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |
| ৪২ | সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৪৭ | ১৩.৯৬ | ১৩.২৬ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |
| ৪৩ | বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৫২ | ২৭.৬৭৮ | ২৬.২৯ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৪.৯৯ |
| ৪৪ | বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৫৬ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৪৫ | ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৫৭ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৪৬ | পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | WC- ৫৯ | ২৬.৫৫৬ | ২৫.২২৮ | ৫% নিম্ন | ২৭/১১/১৪ | ১৮/০৩/১৫ | ১৪/০৯/১৫ | ৯৫.০০ |
| ৪৭ | বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | Wc ০১/১৭ | ২১.৬৪ | ২০.৫৫৮ | ৫% নিম্ন | ০৯/০২/১৭ | ১৮/০৪/১৭ | ১৫/১০/১৭ | ৯৫.০০ |
| ৪৮ | বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস | WC-০২/১৭ | ২৩.১২ | ২১.৯৬৪ | ৫% নিম্ন | ০৯/০২/১৭ | ১৮/০৪/১৭ | ১৫/১০/১৭ | ৯৫.০০ |

| ক্র. নং | কাজের নাম | প্যাকেজ নং | দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়) | | % নিম্ন/ উপরে | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | | | | | |
| | ভবন নির্মাণ | | | | | | | | |
| ৪৯ | পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | WC-০৩/১৭ | ২৩.৯৬ | ২২.৭৬২ | ৫% নিম্ন | ০৯/০২/১৭ | ১৮/০৪/১৭ | ১৫/১০/১৭ | ৯৫.০০ |
| ৫০ | সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | WC-০৪/১৭ | ২৪.০০ | ২২.৮০ | ৫% নিম্ন | ০৯/০২/১৭ | ১৮/০৪/১৭ | ১৫/১০/১৭ | ৯৫.০০ |
| ৫১ | ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সিঁড়ি উপজেলা পল্লী ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের মাধ্যমে ২য় তলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ | WC-০৫/১৭ | ১৬.৪১ | ১৫.৫৯ | ৫% নিম্ন | ০৯/০২/১৭ | ১৮/০৪/১৭ | ১৫/১০/১৭ | ৯৫.০০ |

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

**পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:**

ডিপিপি, আরডিপিপি-১ এবং আরডিপিপি-২ অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কার্য ক্রয়ের আওতায় সর্বমোট ৫১টি ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল। মূলত: প্রকল্পের আওতায় ৫৯টি উপজেলার মধ্যে ৫১টি উপজেলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ১৪০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র ও সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে কার্য ক্রয় করা হয়েছে এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১২৭৭.৩৯৪ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি মূল্য হতে ৪০.৫৩ (৮.৭৬%) লক্ষ টাকা কম। নিম্নে কার্য ক্রয়ের ২টি প্যাকেজের কেস স্টাডি নিম্নে দেয়া হলো-

## কার্য ক্রয়ের কেস-স্টাডি-১:

খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১তলা নির্মাণ):

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং | খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১তলা নির্মাণ)। |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট' এর নাম) | ১। পত্রিকার নাম: (বাংলা): দৈনিক সমকাল; তারিখ: ০৬/০২/২০১৩ খ্রি. ২। পত্রিকার নাম: (ইংরেজি): দি ডেইলী স্টার; তারিখ: ০৯/০২/২০১৩ খ্রি. ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ: প্রকাশ করা হয়নি |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরু ০৬/০২/২০১৩; শেষ ০৩/০৩/২০১৩; সময়: বিকাল-৫:০০ ঘটিকা |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ১৩টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ০৯টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১/০৪/২০১৩ খ্রি. |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ০৪/০৩/২০১৩ খ্রি., বেলা: ২:৩০ ঘটিকা |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৭ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | ১. হ্যাঁ |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ০১/০৪/২০১৩ খ্রি. |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৭ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ৪ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৭ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ৪ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | জামানত রাখা হয়েছিল |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ০৭ টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ১৭/০৮/২০২১ |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ০৮/০৪/২০১৩ খ্রি. |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ৭৮,৬৪,৩৫৮.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৫৩,৭৪,৪৬৪.৯০ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ এন্ড আবুল হোসেন (জেভি) |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ২৫/০৪/২০১৩ |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ২০/০৬/২০১৩ খ্রি. |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. |

**পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:**

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মহাপরিচালক, বিআরডিবির অনুমোদনক্রমে নির্মাণ কাজটির টেন্ডার উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে আহবান করা হয়। নির্মাণ কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৮,৬৪,৩৫৮.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। টেন্ডার রেফারেন্স নং-বিআরডিবি/ইরেসপো/১৭৬/২০১৩। নথি পর্যালোচনায় উক্ত কাজের টেন্ডার সংক্রান্ত সকল তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

কাজের বিপরীতে টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়ের মধ্যে বিআরডিবির নির্মাণ শাখা হতে ০৭টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় হয় এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে কোন টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় হয়নি। টেন্ডার দাখিলের সর্বশেষ সময়ের মধ্যে নির্মাণ শাখায় ০৯টি টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা পড়ে এবং ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে কোন টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা পড়েনি। টেন্ডার উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক ০৪/০৩/২০১৩ তারিখ বেলা: ২:৩০ ঘটিকায় টেন্ডারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টে চাহিত তথ্যের আলোকে দাখিলকৃত টেন্ডারের তথ্যসমূহ যাচাই করা হয় এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ইউনিট রেট এর আলোকে পিপিআর বিধি-৯৮(১১) মোতাবেক সকল প্রকার

গাণিতিক ভুলসমূহ সংশোধন করা হয়। এতে দেখা যায়, মেসার্স তানভীর ট্রেডার্স এবং মেসার্স রাইয়ান ট্রেডার্স ব্যতীত অপর ০৫টি প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দরে গাণিতিক ভুল ছিল। এ ছাড়া দাখিলকৃত সকল প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্যসমূহ যাচাই এ সঠিক থাকায় উক্ত কাজের বিপরীতে দাখিলকৃত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার Responsive হিসেবে গণ্য করা হয়। দাখিলকৃত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম | দাখিলকৃত প্রকৃত দর (টাকা) | প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে শতকরা কত বেশি/কম | অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ এন্ড আবুল হোসেন (জেভি) | ৫৩,৭৪,৪৬৪.৯০ | ৯.৬২% কম | ১ম |
| ০২ | দি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস লি: | ৫৪,৬৪,৬৪২.৭৫ | ৮.১০% কম | ২য় |
| ০৩ | মেসার্স মাইনুল এন্ড সন্স এন্ড মেসার্স মে মোনালিসা (জেভি) | ৫৫,১০,১৯৬.৯১ | ৭.৩৪% কম | ৩য় |
| ০৪ | মেসার্স পারভেজ ট্রেডিং করপোরেশন এন্ড মেসার্স রিলায়েন্স এন্টারপ্রাইজ (জেভি) | ৫৬,৪৯,৭৮৭.৪৮ | ৪.৯৯% কম | ৪র্থ |
| ০৫ | মেসার্স রাইয়ান ট্রেড়ার্স | ৫৬,৪৯,৮২৩.৪৪ | ৪.৯৯% কম | ৫ম |
| ০৬ | মেসার্স জিয়াউল ট্রেডার্স | ৫৮,৬২,৬২০.১০ | ১.৪১% কম | ৬ষ্ঠ |
| ০৭ | মেসার্স তানভীর ট্রেডার্স | ৬৪,০৭,৮৭৬.১৮ | ৭.৭৬% বেশি | ৭ম |

টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১/০৪/২০১৩ তারিখে ১ম সর্বনিম্ন দাখিলকৃত দর দাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ এন্ড আবুল হোসেন (জেভি)-কে সর্বমোট ৫৩,৭৪,৪৬৪.৯০ টাকায় টেন্ডারটি গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করে। উক্ত সুপারিশ মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং Notification of Award (NOA) জারি হয়। পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মূল্যের ১০% অর্থ বাবদ ৫,৩৭,৪৪৭.০০ টাকার কার্য সম্পাদন জামানত ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে দাখিল করায় বিগত ২৩/০৪/২০১৩ তারিখে সর্বমোট ৫৩,৭৪,৪৬৪.৯০ টাকায় চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি সম্পাদনের নির্ধারিত ১৬/০১/২০১৪ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। কাজটি সম্পন্ন করতে ০৪ বার চলতি বিল ও সর্বশেষ বিগত ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ, ক্রয় পদ্ধতি ইত্যাদি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

## কার্য ক্রয়ের কেস-স্টাডি-২:

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং | খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| | হয়েছিল কিনা? | |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট' এর নাম) | ১। পত্রিকার নাম: (বাংলা):<br>দৈনিক সমকাল; তারিখ: ১২/০৪/২০১৪ খ্রি.<br>২। পত্রিকার নাম: (ইংরেজি):<br>দি ডেইলী স্টার; তারিখ: ১৩/০৪/২০১৪ খ্রি.<br>৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ:<br>প্রকাশ করা হয়নি |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরু ১২/০৪/২০১৪;<br>শেষ ০৬/০৫/২০১৪; সময়: বিকাল-৫:০০ ঘটিকা |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ১১টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ১১টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ১৮/০৫/২০১৪ খ্রি. |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ০৬/০৫/২০১৪ খ্রি., বেলা: ২:০০ ঘটিকা |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৭ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১০/০৫/২০১৪ খ্রি. |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | মোট ৭ জন, বহি:সদস্য সংখ্যা ৪ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | মোট ৭ জন, বহি: সদস্য সংখ্যা ৪ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | জামানত রাখা হয়েছিল |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ১১টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ২৯/০৫/২০১৪ খ্রি. |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ২৯/০৫/২০১৪ খ্রি. |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ১৪,৩১,৯৪৬.০০ টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ১৫,৬০,৬৫৫.৫০ টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | মেসার্স অনিক এন্টারপ্রাইজ |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ১০/০৬/২০১৪ খ্রি. |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ২০/০৩/২০১৪ খ্রি. |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ২৪/১০/২০১৪ খ্রি. |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ০৮/১০/২০১৪ খ্রি. |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ০৮/১০/২০১৪ খ্রি. |

**পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:**

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মহাপরিচালক, বিআরডিবির অনুমোদনক্রমে নির্মাণ কাজটির টেন্ডার সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে আহবান করা হয়। নির্মাণ কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪,৩১,৯৪৬.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। টেন্ডার রেফারেন্স নং- ৪৭.৬২.০০০০. ৯৬১.০০.৪৩৮.১৪। বিগত ১২/০৪/২০১৪ খি. তারিখে দৈনিক সমকাল এবং ১৩/০৪/২০১৪ খ্রি. তারিখে দি ডেইলী স্টার পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়: ০৫/০৫/২০১৪ খ্রি. বেলা:

৫:০০ ঘটিকা, টেন্ডার দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ও সময়: ০৬/০৫/২০১৪ খ্রি., বেলা: ১:০০ ঘটিকা এবং টেন্ডার উম্মুক্তকরণের তারিখ ও সময়: ০৬/০৫/২০১৪ খ্রি., বেলা: ২:০০ ঘটিকা। ডিপিপির ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তবেও সীমিত দরপত্র (LTM) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ১১টি এবং প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ছিল ১১টি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত প্রতিটি টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রাক্কলিত মূল্যের ৫% কমে দাখিল করায় সমদর হওয়ায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দরদাতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং ১১টি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার Responsive হিসেবে গণ্য করা হয়। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বর্ণিত কাজের বিপরীতে দাখিলকৃত ১১টি প্রতিষ্ঠানের দর সমদর হওয়ায় পিপিআর এর বিধি ৯৮(ক) মোতাবেক বিগত ১৮/০৫/২০১৪ খ্রি: তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় লটারী ড্র এর আয়োজন করে। লটারী ড্র এর মাধ্যমে ০৩টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করা হয়। গত ০৮/০৪/২০১৪ খ্রি.তারিখে মেসার্স অনিক এন্টারপ্রাইজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয় এবং ২৯/০৫/২০১৪খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৪,৩১,৯৪৬.০০ টাকা এবং বাস্তবে চুক্তি মূল্য ১৫,৬০,৬৫৫.৫০ টাকা যা প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ১০.৯৪% বেশি। সংশোধিত কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি সম্পাদনের নির্ধারিত ২৪/১০/২০১৪ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ায় কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের ১৬দিন আগে ০৮/১০/২০১৪ সমাপ্ত হয়েছে। দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ, ক্রয় পদ্ধতি ইত্যাদি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

### ৩.৩.৫ সেবা (Services) ক্রয় পর্যালোচনা:

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সেবা ক্রয়ের ০৩টি প্যাকেজ ছিল। মূলত: প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ড্রয়িং, ডিজাইন ও সুপারভিশন কাজের জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজের একজন ব্যক্তি পরামর্শক এর বিপরীতে পরামর্শক ফি খাতে সর্বমোট বরাদ্দ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও আউটসোর্সিং এর বিপরীতে ৪০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সকল সেবা ক্রয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৬ সেবা ক্রয় অফিস ভবন নির্মাণের ড্রয়িং, ডিজাইন, ব্যাক্তি পরামর্শক ও আউটসোর্সিং জনবল

| প্যাকেজ নং | প্যাকেজ নম্বর ও বিবরণ | পরিমাণ | আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা) | আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য থেকে চুক্তি মূল্য কম/বেশি (%) | দরপত্র আহবান | চুক্তির কাজ সম্পন্ন | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| SD-1 | Consultancy (for design & construction) | LS | ৩৫.০০ | OTM | মহাপরিচালক, বিআরডিবি | ৩.৫০ | ৪১.৮৫% কম | ২৫/৬/১২ | ২৬/১/১৪ | ৫৮.১৪ |
| SD-2 | Monitoring & evaluation specialist (individual consultant) | LS | | | | ১৬.৮৫ | | ১৮/২/১৫ | ৩০/৬/১৮ | |
| SD-3 | Outsourcing | LS | ৪০.০০ | OTM | মহাপরিচালক, বিআরডিবি | ৩৭.২২ | ৬.৯৫% কম | ৭/১১/১২ | ৩০/৬/১৮ | ৯৩.০৫ |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

## পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

### পরামর্শক (consultant)

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতায় ১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ০১ জন ব্যক্তি পরামর্শক পরামর্শ পরিসেবা প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, নির্মাণ কাজের ড্রয়িং, ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য ০১ টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ (Monitoring and evaluation specialist) এর জন্য ০১ জন পরামর্শক (individual consultant) এর জন্য মোট ৩০ জনমাস (১০০%) সময়ের জন্য পরামর্শ পরিসেবা প্রদান করেছিলেন। পরামর্শকদের খরচ বাবদ ধার্য্যকৃত ৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০.৩৫ লক্ষ টাকা (৫৮.১৪%)। বাস্তবে এসকল সেবা ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি/আইন এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

### আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী সরবরাহ:

আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা ক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ১০/১১/২০১২ তারিখে Fixed Budget System( FBS) ক্রয় পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয় । দরপত্র বাংলা (দৈনিক সমকাল-১০/১১/২০১২) ও ইংরেজি (The Daily Independent- ১০/১১/২০১২) পত্রিকার প্রকাশ করা হয়। দরপত্র বিক্রির সংখ্যা এবং প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ছিল ০৮টি। ২৬/১১/২০১২ তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ০৬টি। ০৯/০১/২০১৩ তারিখে দরপত্র প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়। এরপর ৩০/০১/২০১৩ কৃষ্ণা সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেডকে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, NOA প্রদানের ১০দিন পর ১০/০২/২০১৩ খ্রি. তারিখে জনবলের বেতন-ভাতার বিপরীতে ভ্যাট ব্যতীত ২% হারে সার্ভিস চার্জসহ ০৪জন কর্মচারীর বিপরীতে মাসিক ৩৬,৩৬৩.০০ টাকা হারে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ৩০/০৬/২০১৮ তারিখে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়। বাস্তবে এসকল সেবা ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি/আইন এর ব্যত্যয় ঘটেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

### সেবা ক্রয়ের কেস স্টাডি

কাজের নাম: আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০৪জন অফিস সহায়ক সরবরাহের মাধ্যমে সেবা ক্রয়।

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং | আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০৪ জন অফিস সহায়ক সরবরাহ |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট' এর নাম) | ১। পত্রিকার নাম: (বাংলা): দৈনিক সমকাল; তারিখ: ১০/১১/২০১২ খ্রি.<br>২। পত্রিকার নাম: (ইংরেজি): The Daily Independent; তারিখ: ১০/১১/২০১২ খ্রি.<br>৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ: প্রকাশ করা হয়নি |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরু ১০/১১/২০১২<br>শেষ ২৬/১১/২০১২ খ্রি., দুপুর: ১:০০ ঘটিকা |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ০৮টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ০৬টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | ০৯/০১/২০১৩ খ্রি. |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ২৬/০৬/২০১২ তারিখ বেলা: ২:০০ |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ০৬ জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | হ্যাঁ |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | ১০/০৫/২০১৪ খ্রি. |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ৭ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ৪ জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ৬ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ৩ জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | জামানত রাখা হয়েছিল |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ০৬টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | ৩০/০১/২০১৩ খ্রি. |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ৩০/০১/২০১৩ খ্রি. |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ২০.৮৩ লক্ষ |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ৩৬৩৬৩.০০ টাকা মাসিক (প্রকল্প সময়কাল পর্যন্ত) |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | কৃষ্ণা সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিঃ |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ১৩/০২/২০১৪ খ্রি. |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ৩০/০৬/২০১৮ |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | ০১/০৩/২০১৮ খ্রি. |
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. |

**পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:**

ডিপিপিতে দরপত্র আহবানের তারিখ ছিল এপ্রিল/২০১২ তারিখ কিন্তু বাস্তবে দরপত্র আহবান করা হয়েছে ১০/১১/২০১২ তারিখে অর্থাৎ ডিপিপির নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় ৭ মাস পর দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্রটি বিগত ১০/১১/২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল (বাংলা পত্রিকা) ও The Daily Independent (ইংরেজি পত্রিকা) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে। ডিপিপির ক্রয় পদ্ধতি ছিল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) বাস্তবে OTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ০৮টি এবং প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ছিল ০৬টি এর মধ্যে রেসপনসিভ হয় ১টি। গত ০৯/০১/২০১৩ তারিখে কৃষ্ণা সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিঃ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয় এবং ৩০/০১/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ২০.৮৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবে চুক্তি মূল্য ৩৬৩৬৩.০০ টাকা (প্রকল্প সময়কাল পর্যন্ত)। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ ৩০/০৬/২০১৮। বাস্তবে ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত ০৮/১০/২০১৮ সেবা প্রদান করেছে। দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ, ক্রয় পদ্ধতি ইত্যাদি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

## ৩.৪ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন ও প্রভাব পর্যালোচনা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী কি প্রভাব পড়েছে তা সমীক্ষাকালীন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে। সারণি ৩.৪ এ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন ও প্রভাব সম্পর্কিত ফলাফল দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৪ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন এবং প্রভাব

| বিবরণ | | প্রকল্পের অর্জন | প্রকল্পের প্রভাব |
|---|---|---|---|
| **প্রকল্পের লক্ষ্য** | | | |
| ১ | দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীদের একটি শক্তিশালী, সংগঠিত এবং পরিবর্তিত জীবিকার সাথে উন্নয়নের কার্যকর শক্তি হিসাবে তৈরি করা এবং দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করা। | প্রকল্পটি ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে শুরু হয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগীর দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে উপকারভোগী সদস্যের মধ্যে ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ (ক্রমপুঞ্জিত) টাকা ঋণ এবং ৬০০০০ জন উপকারভোগী কে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ক্ষুদ্র এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ সহায়তা মাধ্যমে ৪৩,৪৬০ জনের সরাসরি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। | প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসারে ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগীর সকলেই নারী। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী গণ ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবারের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পরিবারে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা, সামাজিকভাবে নারীদের মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের সমিতিসমূহের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। |
| ২ | স্থানীয় সম্প্রদায়ের ৬০০০০ জন উপকারভোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি | প্রকল্পের আওতায় ৬০০০০ জন উপকারভোগী সদস্যকে সেলাই ও এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | উপকারভোগীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই নারী সদস্য। প্রায় সকল উপকারভোগী নারী হওয়ায় নারীর আর্থিক ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। |
| **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | | | |
| (১) | দু:স্থ, দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীদের সংগঠিত করে তাদের জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। | এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২৭৮৪টি সমিটি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল কিন্তু প্রকৃত বাস্তবায়ন হয় ২৮৮১টি এবং ৭৬২৫০ জন উপকারভোগীর মধ্যে বাস্তবে মোট ৭৮৪৪৪টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ২,১৯৪ জন সুফলভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৭৮৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। এতে প্রত্যেক সদস্য গড়ে ২৬৭৭.০০ টাকা করে নিজস্ব | প্রকল্প এলাকায় মোট ২৭৮৪টি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে মোট ৭৮৪৪৪টি উপকারভোগী সদস্যের মধ্যে ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ (ক্রমপুঞ্জিত) টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮.৮১% (ক্রমপুঞ্জিত), যা সন্তোষজনক। উপকারভোগী দেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান হয়েছে। |

| বিবরণ | | প্রকল্পের অর্জন | প্রকল্পের প্রভাব |
|---|---|---|---|
| | | পুঁজি/সঞ্চয় গঠন করে তাদের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় ৬০,০০০ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (সেলাই ও এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি) ও সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৮৮.৮২% উপকারভোগীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। | |
| (২) | প্রশিক্ষিত নারী জনশক্তি এবং ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি। | প্রকল্পের আওতায় ৫১৪৩৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (সেলাই ও এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস মুরগি পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি)) ও ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পে থেকে ৮৮.৭০% উপকারভোগীর চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, ৭২.৫০% উপকারভোগীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ৬৮.৩০% উপকারভোগীর ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি, ৫৬.৭০% উপকারভোগীর আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি, ৩৪.৩০% উপকারভোগীর খাদ্য নিরাপত্তা, ১৭.৯০% উপকারভোগীর বাসগৃহের উন্নতিসহ ৬৫.৭০% উপকারভোগীর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। | ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কৃষি, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য ও আয়বৃদ্ধিমূলক ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প মেয়াদে গড়ে ৪/৫ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন। |
| (৩) | সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ। | প্রকল্পের আওতায় ৫১৪৩৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (সেলাই ও এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস মুরগি পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি)) ও ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগী দের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণই স্থানীয় পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এবং গুণগতমান আরও উন্নত করার আবশ্যকতা ছিল। |
| (৪) | সঞ্চিত সম্পদের ব্যবহার এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা, নারীর অংশগ্রহণ ও | প্রকল্পের আওতায় প্রায় সকল উপকারভোগী নারী। প্রকল্পের মাধ্যমে ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও | প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য শতভাগ নারী সদস্য। সকল উপকারভোগী নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক |

| বিবরণ | | প্রকল্পের অর্জন | প্রকল্পের প্রভাব |
|---|---|---|---|
| | সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি | নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। |
| **প্রকল্পের আউটপুট** | | | |
| (১) | স্ব-পরিচালিত নিজস্ব সংস্থা গড়ে তোলা<br><br>ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের আয়োজন<br><br>নিজস্ব মূলধন গঠিত ঋণ সহায়তা পরিষেবা প্রদান এবং নিশ্চিত করা হয়েছে প্রকল্পে মোট ৩৫৮ জন জনবল নিয়োগ করা এবং ৭১ জন অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান<br><br>প্রকল্পের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সক্ষমতা ও দক্ষতাতা বৃদ্ধর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান | এ প্রকল্পের আওতায় ২৮৮১টি সমিতির মাধ্যমে মোট ৭৬২৫০ জন উপকারভোগী র মধ্যে ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ প্রদান করা হয়েছে।<br>প্রকল্পের মাধ্যমে ৫১৪৩৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।<br>প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ২১০০.০০ লক্ষ টাকা উপকারভোগী সদস্যদের আমানত/পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে।<br>ইরেসপো প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫৮ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ করা এবং বিআরডিবি থেকে মোট ৭১ জন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।<br>প্রকল্পের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সক্ষমতা ও দক্ষতাতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী দের ঋণ সহায়তা এবং সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগী দের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। |

## পর্যালোচনা ও মতামত

প্রকল্পটি দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীদের একটি শক্তিশালী, সংগঠিত এবং পরিবর্তিত জীবিকার সাথে উন্নয়নের কার্যকর শক্তি হিসাবে তৈরি করা এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস করার যে উদ্দেশ্যে ছিল তা অনেকাংশে সফল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটি ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে শুরু হয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগীর দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে উপকারভোগী সদস্যের মধ্যে ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ (ক্রমপুঞ্জিত) টাকা ঋণ এবং ৬০০০০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ক্ষুদ্র এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ সহায়তা মাধ্যমে ৪৩,৪৬০ জনের সরাসরি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিসমূহ এখও কার্যকর রয়েছে। লগ-ফ্রেমের আউটপুট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় ২৮৮১টি সমিতির মাধ্যমে মোট ৭৬২৫০ জন উপকারভোগীকে ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ প্রদান, ৫১৪৩৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ২১০০.০০ লক্ষ টাকা উপকারভোগী সদস্যদের আমানত/পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫৮ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ এবং বিআরডিবি থেকে মোট ৭১ জন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

## ৩.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফলাফল অর্জন (Outcomes) পর্যালোচনা:

(১) সমিতি গঠন: আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭৮৪টি, প্রকৃত বাস্তবায়ন ২৮৮১টি। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৯৭টি সমিতি গঠন বেশি করা হয়েছে। আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি সমিতিতে ২০-২৫ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তি হিসেবে মোট ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগীর দারিদ্র্যতা দূরীকরণই ছিল মূল লক্ষ্য। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৩১৪টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে মোট ৭৮৪৪৪টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ২১৯৪ জন উপাকারভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) উপকারভোগীদের মূলধন/পুঁজি গঠন: প্রকল্পের আওতায় ২৮৮১টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। এতে প্রত্যেক সদস্য গড়ে ১৫,২২২/- টাকা নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। উপকারভোগী সদস্য প্রতি গড়ে ঋণের পরিমাণ-১,৫৫,০৭০/- টাকা (প্রকল্পের আওতায় একজন উপকারভোগী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। (সারণি ৩.২০ দৃঃ) ।

(৩) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৮৬.৬০% উত্তরদাতার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য ঘাটতি ছিল এবং বছরে খাদ্য ঘাটতি নেই এমন পরিবারের ছিল মাত্র ১৩.৫০%। অপরদিকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী পরিবারের কোন সময় খাদ্য ঘাটতি নেই বরং ৫৬.৬০% উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়েছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৩৪.১০% উপকারভোগী সদস্য মাটির তৈরী গর্ত এবং ৬৫.৮০% উত্তরদাতা স্যানেটারী পায়খানা ব্যবহার করতো। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী সদস্য স্যানেটারী পায়খানা ও পাকা পায়খানা ব্যবহারে করেন। সমিতিতে যোগদানের ফলে ১০০% উপকারভোগী সদস্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৮১.৭০% উপকারভোগী সদস্য নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় সৃজনে আগ্রহী হয়েছেন এবং ৫৬.৩০% উপকারভোগী সদস্যের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। (সারণি- ৩.১৭, ৩.১৮, ৩.২১ )

(৪) প্রশিক্ষণের প্রভাব: প্রকল্পের আওতায় ৫১৪৩৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (সেলাই ও এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, মাশরুম চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, কাঁকড়া চাষ, হস্ত শিল্প, হাঁস মুরগি পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি।) ও ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইরেসপো প্রকল্পের সমিতি থেকে উপকারভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড যেমন- গরু মোটাতাজাকরণ কাজে-৩১.৭০%, দুগ্ধবতী গাভীপালন কাজে-৩১.৭০%, মৎস চাষের (১৪.০০%) সাথে জড়িত। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৫৬.৭০% উপকারভোগীর আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি এবং ৭২.৫০% উপকারভোগীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। (সারণি- ৩.২৪)

(৫) আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৫৩২৫৩ জন জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি (৯৩.৩%) উপকারভোগী সদস্য প্রকল্পের আওতাধীন সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ২-৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের আয়-বর্ধন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৯০.১০% উপকারভোগী সদস্যদের মাসিক ১৫০০০.০০ টাকার মধ্যে সীমিত ছিল। প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে ১৫০০১.০০ থেকে ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়কৃত উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯.৯০% এবং প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর তা বেড়ে ৮৭.০০% এ দাঁড়িয়েছে (সারণি ৩.২৫)।

(৬) নারীর ক্ষমতায়ন: প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের সকলেই ছিল নারী সদস্য। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীদের যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারী ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর তেমন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে ৮৩.০০% উপকারভোগী সদস্যই যৌথভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রায় সকল

উপকারভোগী নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে (সারণি ৩.২৬)।

(৭) বিআরডিবির এর সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিআরডিবির এর ১৫টি জেলায় ৫৯টি উপজেলা অফিস স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, বিআরডিবির এর প্রকল্পভুক্ত ১২৫৮ জন জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে বিআরডিবির দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিআরডিবি বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছে। উক্ত অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রকল্পতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে আসবে। (অনুচ্ছেদ ৩.২ (খ) দ্রষ্টব্য)

## ৩.৬ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:

এ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি প্রণয়নের সময় আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। সমীক্ষাকালীন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা নিম্নে দেয়া হলো-

### ৩.৬.১. আর্থিক বিশ্লেষণ:

| Year | Cost | | | | Benefit | DF (12%) | SCF | Dsicounted Economic Cost | Dsicounted Economic Benefit | Economic Cost | Economic Benefit | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Invstment | O&M | Depriation | Total | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮=৪*৬ | ৯=৫*৬ | ১০=৪*৭ | ১১=৫*৭ | ১২=১১-১০ |
| ১ | ৩৩২.০০০ | - | - | ৩৩২.০০০ | ২৩৫.৪২০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ৩৩২.০০০ | ২৩৫.৪২০ | ৩৩২.০০০ | ২৩৫.৪২০ | -৯৬.৫৮০ |
| ২ | ১০০০.০০০ | - | - | ১০০০.০০০ | ৩১৭.৩৯০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১০০০.০০০ | ৩১৭.৩৯০ | ১০০০.০০০ | ৩১৭.৩৯০ | -৬৮২.৬১০ |
| ৩ | ২০০০.০০০ | - | - | ২০০০.০০০ | ৩৬৭.৬০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ২০০০.০০০ | ৩৬৭.৬০০ | ২০০০.০০০ | ৩৬৭.৬০০ | -১৬৩২.৪০০ |
| ৪ | ৩২০০.০০০ | - | - | ৩২০০.০০০ | ৩৫০.৪৪০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ৩২০০.০০০ | ৩৫০.৪৪০ | ৩২০০.০০০ | ৩৫০.৪৪০ | -২৮৪৯.৫৬০ |
| ৫ | ৩১০০.০০০ | - | - | ৩১০০.০০০ | ৩৯৮.৪৭০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ৩১০০.০০০ | ৩৯৮.৪৭০ | ৩১০০.০০০ | ৩৯৮.৪৭০ | -২৭০১.৫৩০ |
| ৬ | ৩২৯৯.০০০ | - | - | ৩২৯৯.০০০ | ৭৫০.৪৫০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ৩২৯৯.০০০ | ৭৫০.৪৫০ | ৩২৯৯.০০০ | ৭৫০.৪৫০ | -২৫৪৮.৫৫০ |
| ৭ | ২৭৬৮.০০০ | ১২.০০০ | - | ২৭৮০.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ২৭৮০.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ২৭৮০.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | -২০১৩.১০০ |
| ৮ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫৪.৯০০ |
| ৯ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫৪.৯০০ |
| ১০ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫৪.৯০০ |
| ১১ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫৪.৯০০ |
| ১২ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫৪.৯০০ |
| ১৩ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ১২.০০০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫৪.৯০০ |
| ১৪ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ১৫ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ১৬ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ১৭ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ১৮ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ১৯ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ২০ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ২১ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |
| ২২ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১.০০০০ | ১.০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ১৫.৩২০ | ৭৬৬.৯০০ | ৭৫১.৫৮০ |

**Present value of Cost= 15920.88**
**Present value of Benefit = 14690.17**
**FNPV=-1230.71**
**FBCR= 0.92**
**FIRR= -1.01%**

### ৩.৬.২. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:

*Figures in Lac Taka)*

| Year | Cost | | | | Benefit | DF (12%) | SCF | Dsicounted Economic Cost | Dsicounted Economic Benefit | Economic Cost | Economic Benefit | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Invstment | O&M | Depriation | Total | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮=৪*৬ | ৯=৫*৬ | ১০=৪*৭ | ১১=৫*৭ | ১২=১১-১০ |
| ১ | ৩৩২.০০০ | - | - | ৩৩২.০০০ | ৪৭৩০১.৮২ | ১.০০০০ | ০.৯২ | ৩০৫.৪৪০ | ৪৩৫১৭.৬৭৪ | ৩০৫.৪৪০ | ৪৩৫১৭.৬৭৪ | ৪৩২১২.২৩ |
| ২ | ১০০০.০০০ | - | - | ১০০০.০০০ | ৪৭৩৮৩.৭৯ | ০.৭৯৭২ | ০.৯২ | ৭৩৩.৪১৮ | ৩৪৭৫২.১৪২ | ৯২০.০০০ | ৪৩৫৯৩.০৮৭ | ৪২৬৭৩.০৯ |
| ৩ | ২০০০.০০০ | - | - | ২০০০.০০০ | ৪৭৪৩৪.০০ | ০.৭১১৮ | ০.৯২ | ১৩০৯.৬৭৬ | ৩১০৬১.৫৭৮ | ১৮৪০.০০০ | ৪৩৬৩৯.২৮০ | ৪১৭৯৯.২৮ |
| ৪ | ৩২০০.০০০ | - | - | ৩২০০.০০০ | ৪৭৪১৬.৮৪ | ০.৬৩৫৫ | ০.৯২ | ১৮৭০.৯৬৫ | ২৭৭২৩.৫১৮ | ২৯৪৪.০০০ | ৪৩৬২৩.৪৯৩ | ৪০৬৭৯.৪৯ |
| ৫ | ৩১০০.০০০ | - | - | ৩১০০.০০০ | ৪৭৪৬৪.৮৭ | ০.৫৬৭৪ | ০.৯২ | ১৬১৮.৩০১ | ২৪৭৭৮.২১৫ | ২৮৫২.০০০ | ৪৩৬৬৭.৬৮০ | ৪০৮১৫.৬৮ |
| ৬ | ৩২৯৯.০০০ | - | - | ৩২৯৯.০০০ | ৪৭৮১৬.৮৫ | ০.৫০৬৬ | ০.৯২ | ১৫৩৭.৬৬৬ | ২২২৮৭.৪৬৪ | ৩০৩৫.০৮০ | ৪৩৯৯১.৫০২ | ৪০৯৫৬.৪২ |
| ৭ | ২৭৬৮.০০০ | ১২.০০০ | - | ২৭৮০.০০০ | ৪৭৮৩৩.৩০ | ০.৪৫২৩ | ০.৯২ | ১১৫৬.৯২৮ | ১৯৯০৬.৩৬৭ | ২৫৫৭.৬০০ | ৪৪০০৬.৬৩৬ | ৪১৪৪৯.০৪ |
| ৮ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৫০২৫৩.০৭ | ০.৪০৩৯ | ০.৯২ | ৪.৪৫৯ | ১৮৬৭২.৬৬২ | ১১.০৪০ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২২১.৭৮ |
| ৯ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.৩৬০৬ | ০.৯২ | ৩.৯৮১ | ১৬৬৭২.০২০ | ১১.০৪০ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২২১.৭৮ |
| ১০ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.৩২২০ | ০.৯২ | ৩.৫৫৫ | ১৪৮৮৫.৭৩২ | ১১.০৪০ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২২১.৭৮ |
| ১১ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.২৮৭৫ | ০.৯২ | ৩.১৭৪ | ১৩২৯০.৮৩২ | ১১.০৪০ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২২১.৭৮ |
| ১২ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.২৫৬৭ | ০.৯২ | ২.৮৩৪ | ১১৮৬৬.৮১৪ | ১১.০৪০ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২২১.৭৮ |
| ১৩ | - | ১২.০০০ | - | ১২.০০০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.২২৯২ | ০.৯২ | ২.৫৩০ | ১০৫৯৫.৩৭০ | ১১.০৪০ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২২১.৭৮ |
| ১৪ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.২০৪৬ | ০.৯২ | ২.৮৮৪ | ৯৪৬০.১৫২ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ১৫ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.১৮২৭ | ০.৯২ | ২.৫৭৫ | ৮৪৪৬.৫৬৪ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ১৬ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.১৬৩১ | ০.৯২ | ২.২৯৯ | ৭৫৪১.৫৭৫ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ১৭ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.১৪৫৬ | ০.৯২ | ২.০৫৩ | ৬৭৩৩.৫৪৯ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ১৮ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.১৩০০ | ০.৯২ | ১.৮৩৩ | ৬০১২.০৯৮ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ১৯ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.১১৬১ | ০.৯২ | ১.৬৩৬ | ৫৩৬৭.৯৪৪ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ২০ | - | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.১০৩৭ | ০.৯২ | ১.৪৬১ | ৪৭৯২.৮০৭ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ২১ | | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.০৯২৬ | ০.৯২ | ১.৩০৫ | ৪২৭৯.২৯২ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |
| ২২ | | ১৫.৩২০ | - | ১৫.৩২০ | ৫০২৫৩.০৭০ | ০.০৮২৬ | ০.৯২ | ১.১৬৫ | ৩৮২০.৭৯৭ | ১৪.০৯৪ | ৪৬২৩২.৮২৪ | ৪৬২১৮.৭৩ |

**Present value of Cost= 8570.14**
**Present value of Benefit= 346465.17**
**ENPV= 337895.03**
**EBCR= 40.43**
**EIRR= 42.513%**

### অনুমিত শর্তসমূহ (Assumptions):

প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিম্ন বর্ণিত অনুমিত শর্তসমূহের উপরে ভিত্তি করে সারণি আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. প্রকল্পের life time ২২ বছর ধরা হয়েছে তন্মধ্য ৭ বছর বাস্তবায়নকাল বিবেচনা করা হয়েছে;
২. প্রকল্পের discounting rate ১২% ধরা হয়েছে;
৩. প্রকল্পের সম্পূর্ণ সুবিধাসমূহ ৮ বছর হতে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;
৪. প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয় নির্ণয়ের সময় কনভারশন ফ্যাক্টর বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;
৫. প্রকল্পের প্রত্যক্ষ আয় হিসাবে উপকারভোগী সদস্যদের ঋণের সার্ভিস চার্জ থেকে অর্জিত আয় বিবেচনা করা হয়েছে;
৬. উপকারভোগী সদস্যদের অপ্রত্যক্ষ আয় (Indirect income) গড় ৫০০০/- টাকা করে মোট উপকারভোগী সদস্যের আয় বিবেচনা করা হয়েছে;

৭. প্রকল্পের মোট উপকারভোগী সদস্যের মধ্যে ৭০% উপকারভোগীর indirect Income এর ক্ষেত্রে বিচেনায় নেয়া হয়েছে (মেয়াদ খেলাপি বা মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ সদস্য বিবেচনা করা হয়নি);

৮. প্রকল্পের পূর্ত কাজের প্রাক্কলন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য এলজিইডি কর্তৃক ২০২২ এর অনুমোদিত Rate Schedule বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;

৯. আন্তর্জাতিক বাজার দরের সাথে মিল রাখার জন্য অ-বাণিজ্যের পণ্যর ক্ষেত্রে Standard Conversion Factor (SCF) ০.৯০২ ধরা হয়েছে;

১০. Shadow Conversion Factor (SCF) ০.৯০২ এবং ০.৭৫০ যথাক্রমে দক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি গণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এটি বেকারত্ব এবং অদক্ষতার মাধ্যমে শ্রমবাজারে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে।

১১. গ্রামীণ ও শহরে অবকাঠামোর উন্নয়ন থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বর্তমান বাজার মূল্যে (২০২৩) গণনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, Financial Ineternal Rate of Return (FIRR) ছিল (-) ১.০১% এবং Economic Ineternal Rate of Return (EIRR) ৪২.১৩% অর্থাৎ, প্রকল্পটি আর্থিকভাবে কার্যকরী (Viable) না হলেও অর্থনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা সঠিক ছিল।

## ৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ক পরিপত্র, ২০১৬ মোতাবেক ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিযোগ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রকল্পের মূল ডিপিপি জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে বিগত ৩১/০১/২০১২ খ্রি. তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বাধ্যবাধকতা না থাকায় বেইজলাইন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলো-

### ৩.৭.১ ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনাঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাকালীন ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১ম ও ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। একই পণ্য একাধিক ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে যেমন-OTM/RTM অথবা RFQ/DCP। এছাড়া, ৮০.০০ লাখ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ DPM/RFQ/DCP পদ্ধতি রাখা হয়েছে যা সঠিক নয়। আরও দেখা যায় যে, অন্যান্য বিনিয়োগ (সেলস্ সেন্টার) বাবদ ১৩০.০০ লাখ টাকা প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়নি। সংশোধিত ডিপিপি'টি যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়নি।

### ৩.৭.২ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পটি ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে অনুমোদন হয় এবং ১৬/০৪/২০১২ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৪ মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে বাস্তবায়নকাল পর্যন্ত ০১ জন প্রকল্প পরিচালকই পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেন এবং একাধিক প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন না। যা প্রকল্পের ভাল দিক বলে বিবেচিত হয়েছে। সারণি ৩.৮ এ প্রকল্প পরিচালকের বিস্তারিত তথ্যাদি দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৮ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি

| ক্রঃ নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | মূল দপ্তর ও পদবি | দায়িত্বের প্রকৃতি (পূর্ণকালীন/ অতিরিক্ত) | দায়িত্বকাল | | একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল কিনা? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | হইতে | পর্যন্ত | |
| ০১ | প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাশেদুল আলম | উপ-পরিচালক | পূর্ণকালীন | ১৬-০৪-২০১২ | ৩০-০৬-২০২৮ | না |

উৎসঃ পিসিআর

### ৩.৭.৩ প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা:

প্রকল্পটি সারা দেশের ০২টি বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কাজ তদারকির জন্য শতভাগ জনবল ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সারণি: ৩.৯ প্রকল্পের জনবল

| ক্র. নং | পদের নাম | নিয়োগের ধরন | সংখ্যা (ডিপিপি অনুযায়ী) | প্রকৃত জনবল নিয়োগ | ঘাটতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| সদর দপ্তর | | | | | |
| ০১ | প্রকল্প পরিচালক | প্রেষণে | ০১ | ০১ | ০ |
| ০২ | উপ প্রকল্প পরিচালক | প্রেষণে | ০২ | ০১ | ০ |
| ০৩ | প্রোগ্রামার | সরাসরি | ০১ | ০১ | ০ |
| ০৪ | সহকারী পরিচালক | প্রেষণে | ০৪ | ০৪ | ০ |
| ০৫ | সহকারী প্রোগ্রামার | সরাসরি | ০১ | ০১ | ০ |
| ০৬ | হিসাব রক্ষক | সরাসরি | ০১ | ০১ | ০ |
| ০৭ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/কম্পিউটার অপারেটর | সরাসরি | ০৪ | ০৪ | ০ |
| ০৮ | গাড়িচালক | সরাসরি | ০৩ | ০৩ | ০ |
| ০৯ | এমএলএসএস | আউটসোর্সিং | ০৪ | ০৪ | ০ |
| জেলা পর্যায় | | | | | |
| ০১ | উপপরিচালক | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ১২ | ১২ | ০ |
| ০২ | কৃষি প্রশিক্ষন সমন্বয়ক (এটিসি) | সরাসরি | ১২ | ১২ | ০ |
| ০৩ | সেলস ম্যানেজার (বিক্রয় কেন্দ্র) | সরাসরি | ৩ | ৩ | ০ |
| ০৪ | বিক্রয় সহকারী (বিক্রয় কেন্দ্র) | সরাসরি | ৪ | ৪ | ০ |
| ০৫ | হিসাব রক্ষক | সরাসরি | ২ | ২ | ০ |
| ০৬ | গাড়িচালক | সরাসরি | ৩ | ৩ | ০ |
| ০৭ | এমএলএসএস | সরাসরি | ১৫ | ১৫ | ০ |
| ০৮ | নাইট গার্ড(বিক্রয় কেন্দ্র) | সরাসরি | ৩ | ৩ | ০ |
| উপজেলা পর্যায় | | | | | |
| ০১ | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৫৯ | ৫৯ | ০ |
| ০২ | সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | সরাসরি | ৫৯ | ৫৯ | ০ |
| ০৩ | মাঠ সংগঠক | সরাসরি | ১৭৭ | ১৭৭ | ০ |
| ০৪ | হিসাব সহকারী | সরাসরি | ৫৯ | ৫৯ | ০ |
| | **মোট** | | **৪২৯** | **৪২৯** | **০** |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

### ৩.৭.৪ প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত পর্যালোচনা

সমীক্ষাকালে প্রকল্পের আওতায় পিআইসি ও পিএসসি সভার তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পিআইসি ও পিএসসি সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্প সময়ে ৩টি পিআইসি সভা এবং ৪টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

সারণি ৩.১০ পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত

| সভার নাম | লক্ষ্যমাত্রা | | সময়ের ধরন | | প্রকৃত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|
| | পরিপত্র অনুযায়ী | ডিপিপি অনুযায়ী | পরিপত্র অনুযায়ী | ডিপিপি অনুযায়ী | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| পিআইসি সভা | ১৮ | ১২ | ৩ মাস পর পর | ৬ মাস পরপর | ৩ |
| পিএসসি সভা | ১৮ | ৬ | ৩ মাস পর পর | প্রতি বছরে ১টি করে | ৪ |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

সারণি: ৩.১০ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও সভার সিদ্ধান্ত

| সভার তারিখ | পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত | সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপসমূহ |
|---|---|---|
| ১৩/০৯/২০১৭ | ১. সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।<br>২.১ প্রকল্পের নির্ধারিত সময় জুন/২০১৮ এর মধ্যে আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।<br>২.২ সমিতি গঠন, সদস্য ভর্তি, পুঁজি গঠন, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।<br>৩. সভায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Work plan) অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪.১ অটোমেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিবিড়ভাবে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৪.২ অটোমেশনের মাধ্যমে অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>৫.১ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেন অধিকতর ফলপ্রসু হয় সে বিষয়ে নিবিড় তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৫.২ সুফলভোগী সদস্যদের চাহিদা ও ব্যবহারের সক্ষমতা অনুযায়ী দ্রুততর সময়ে ঋণ সুবিধা প্রদান ও আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৬.১ প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ পূর্বক ২য় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে।<br>৬.২ প্রকল্প সমাপ্তির ০৬ (ছয়) মাস পূর্বেই বাংলায় ২য় পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>৭.১ প্রকল্পের নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৭.২ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>৮. প্রকল্পের সেলস্ সেন্টারসমূহ টেকসই ও লাভজনক করার জন্য আর্থিক বিষয়সহ এর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন কার্যক্রম বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কারুপল্লীর নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।<br>৯.১ অনুমোদিত পুরস্কার নীতিমালার আলোকে পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।<br>৯.২ উপরোল্লোখিত বিষয়ে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। | প্রকল্পের নির্ধারিত সময় জুন/২০১৮ এর মধ্যে আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিতসহ ক্রমিক নং ২-৯ এর সিদ্ধান্তসশূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

### ৩.৭.৫ অডিট পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ০৩বার অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো-

সারণি: ৩.১১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত

| অডিট কর্তৃপক্ষ | অর্থ-বছর | আপত্তির সংখ্যা | আপত্তির শিরোনাম | আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত কার্যাবলী | আপত্তি নিষ্পত্তির পর্যায় |
|---|---|---|---|---|---|
| স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর | ২০১১-২০১৫ | ০৬ টি | ১। প্রকল্পের টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ ১১,৪২,০০০.০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ২। সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর বাবদ কর্তনকৃত ১৮,৪৯, ৪১৭.০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৩। সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত ১৬,২৯,৮৯৫.০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৪। প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজে প্রাক্কলিত/চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত ৭,৩৫,১৫২.০০ টাকা ঠিকাদারকে প্রদান। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৫। প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ৫৬,০০,০০০.০০ টাকার সমন্বয় ভাউচার পাওয়া যায়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৬। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ এবং ঋণ আদায় বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের মেয়াদোত্তীর্ণ ১৬,৭৭,৪৫২.০০ টাকা অনাদায় প্রসঙ্গে। | স্মারক নং-৩২৩৬, তারিখ:১১/১১/২০১৫ খ্রি: মূলে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। | নিষ্পত্তির জন্য জবাব দাখিল করা হয়েছে। |
| স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর | ২০১৫-২০১৬ | ০৫ টি | ১। সরকারের এজেন্ট হিসেবে পরিচালিত প্রকল্পের ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত ৫,৪৪,৫০০.০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ২। মাঠ পর্যায়ে বিতরনকৃত প্রশিক্ষনোত্তর ঋণ সহায়তার ৫২,৫২,৯৫১.০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপি ঋণ প্রসঙ্গে। | স্মারক নং-৩০৪, তারিখ: ০২/০৯/২০২০ খ্রি: মূলে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। | নিষ্পত্তির জন্য জবাব দাখিল করা হয়েছে। |
| | | | ৩। ভ্যাট বাবদ কম কর্তনকৃত এবং কর্তনকৃত ভ্যাট বাবদ ১,১৪,৪৫৬.০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৪। প্রাক্কলিত/চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে দরপত্র গ্রহণপূর্বক ঠিকাদারকে ৫,২৫,৪৬২.০০ টাকা অতিরিক্ত প্রদান। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৫। প্রকল্প তহবিল হতে বাপার্ড, কোটালীপাড়া কে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ প্রদানকৃত ৫৩,৪০,০০০.০০ টাকার সমন্বয় ভাউচার পাওয়া যায়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর | ২০১৬-২০১৮ | ০৬টি | ১। অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত না দেওয়ায় ৯,৮৪,৫৪৮.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ২। কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের ৪৯,৫২২.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৩। আয়কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারী | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |

| অডিট কর্তৃপক্ষ | অর্থ-বছর | আপত্তির সংখ্যা | আপত্তির শিরোনাম | আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত কার্যাবলী | আপত্তি নিষ্পত্তির পর্যায় |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের ১৬,১৯৬.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি। | | |
| | | | ৪। ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের ২০,৯৫২.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৫। প্রকল্প তহবিল হতে বাপার্ড কোটালীপাড়া কে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ প্রদানকৃত ১,১৫,৫৩,১৫০.০০ টাকার সমন্বয় ভাউচার পাওয়া যায়নি। | আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে | |
| | | | ৬। মাঠ পর্যায়ে বিতরনকৃত ঋণ সহায়তার ৭৫,৫৭,৩৮২.০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপি ঋণ প্রসঙ্গে। | স্মারক নং-৪০৬, তারিখ:১৭/০৯/২০১৯ খ্রি: মূলে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। | নিষ্পত্তির জন্য জবাব দাখিল করা হয়েছে। |

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

প্রকল্পের আওতায় ২০১১-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৮ অর্থ-বছরে তিনবার অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। ২০১১-২০১৫ অর্থ-বছরে ১টি অডিট আপত্তি, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ১টি অডিট আপত্তি এবং ২০১৬-২০১৮ অর্থ-বছরে ১টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট ৩টি অডিট আপত্তি রয়েছে, অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। যা এখনও নিস্পত্তি হয়নি। ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

### ৩.৭.৬ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে সারা দেশের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় ৭৮৪৪৪টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৪৫৪৭ জন উপকারভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প শেষে ২১.০০ কোটি আমানত সংগ্রহ, চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তব পর্যায়ে ৩৯৪১৩.৫১ (ক্রমপুঞ্জিত) লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সংগ্রহ ছিল সন্তোষজনক (৯৮.০২%)। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প সমিতিসমূহ বর্তমানে কতটা কার্যকর থাকার ফলে উপকারভোগী প্রকল্পের ধারা অনেক উপকৃত হয়েছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, পিসিআর এ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি, প্রধান প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশিত নেই। পিসিআর প্রণয়নে ত্রুটি/দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

### ৩.৭.৭ আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা:

আইএমইডি কর্তৃক গত ০২/১২/২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি সর্বশেষ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সমীক্ষাকালীন উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ এবং প্রকল্প অফিস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

| আইএমইডির সুপারিশসমূহ | প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ |
|---|---|
| ১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এলাকার চাহিদা নিরুপণ করে স্থানীয় পর্যায়ে Need Based প্রশিক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মানসম্মত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | ১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানসম্মত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২. পরবর্তীতে এধরনের প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রশিক্ষণের বিষয় হিসেবে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স যেমন, টেইলারিং, বিউটিফিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন, মোবাইল সার্ভিসিং, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, ব্লক-বুটিক, নকশি কাঁথা, ভার্মি কম্পোস্ট ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো। | ২. টেইলারিং, বিউটিফিকেশন, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক-বুটিক, নকশি কাঁথা, ভার্মি কম্পোস্ট ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |
| ৩. প্রকল্পের আবর্তক ঋণ (RLF) এর মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে সেবা দেয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মানসম্পন্ন ও কার্যকর প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণের মধ্যে যথাযথ লিংক স্থাপন করতে হবে। | ৩. পর্যায়ক্রমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানসম্পন্ন ও কার্যকর প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণের মধ্যে যথাযথ লিংক স্থাপন করা হয়েছে। |
| ৪. সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট" তৈরী করে তাঁদের মাধ্যমে অন্যান্য সুফলভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যেতে পারে। সুফলভোগী সদস্য ও ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তার সামর্থ্য ও অর্থের যোগান বিবেচনা করে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে; | ৪. ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্যারাটেক ও প্যারাভেট" প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত নেই বিধায় উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি। |
| ৫. স্বল্পমেয়াদি কর্মকান্ড যেমন নার্সারি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, ফেরীওয়ালার ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে সমিতির সদস্যদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। তত্ত্বীয়ভাবে (Theoretical) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রদর্শনীমূলক/অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; | ৫. নার্সারি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্যর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হলেও অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। |
| ৬. সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন ও মার্কেট লিংকেইজ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। | ৬. ভ্যালু চেইন ও মার্কেট লিংকেইজ এর উদ্যোগ গ্রহণ করার কাজ চলমান। |

দেখা যায় যে, আইএমইডি পরিদর্শনের সুপারিশগুলোর প্রেক্ষিতে প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি যেমন- বাস্তবে প্যারাটেক ও প্যারাভেট" প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

## ৩.৮ প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় বিশ্লেষণ

কল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে প্রভাব পরেছে তা সংখ্যাগত জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যম প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১২০০ জন উপকারভোগী সদস্যের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হয়নি। তাই এই প্রকল্পের কোন সুযোগ-সুবিধা পায়নি এমন উত্তরদাতাকে কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতা হিসেবে ৪০০ জনের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত ফলাফলসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

### ৩.১ উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার বয়স বিভাজন সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পের উপকারভোগী উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সাথে যুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের গড় বয়স ৪১.২০ বছর। তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, ৪০ বছর পর্যন্ত বয়স প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য অর্ধেকেরও (৫২.৫০%) বেশি (১৮-২৫ বছর-০.৭০%, ২৬-৩০ বছর- ৫.৮০%, ৩১-৩৫ বছর- ১৮.০০% এবং ৩৬-৪০ বছর- ২৮.০০%)। অপর দিকে ৪০ বছরের উর্ধ্বে বয়স এমন উপকারভোগী সদস্য সংখ্যা অর্ধেকের (৪৭.৫০%) সামান্য কম এবং গড় বয়স ৪১.২০ বছর। কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪০ বছর পর্যন্ত বয়স কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা হলো তিন চতুর্থাংশের (৭৭.০০%) বেশি (১৮-২৫ বছর-২০.৭৫%, ২৬-৩০ বছর- ২৬.০০%, ৩১-৩৫ বছর- ১৭.৫০% এবং ৩৬-৪০ বছর- ১২.৭৫%)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, মধ্যম এবং অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নারী উপকারভোগীরাই ইরেসপো প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার বয়স বিভাজনের সারণি ৩.১২ এ দেয়া হল-

চিত্র-৩.১২ উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার বয়স বিভাজন

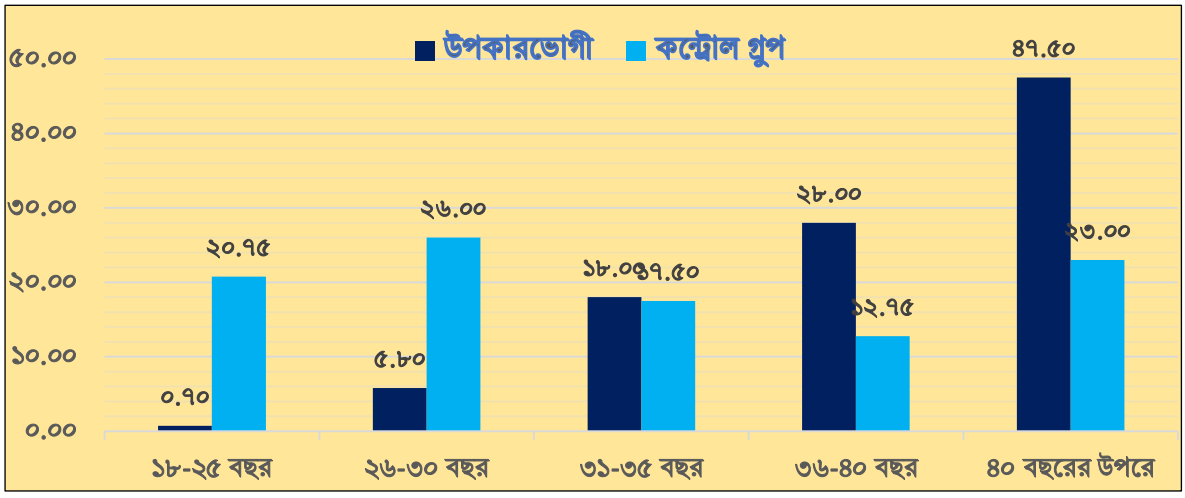


### ৩.২ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারণি ৩.২ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৭% উত্তরদাতা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, এছাড়াও ২৪% উত্তরদাতা ৫ম শ্রেণি, ৮% উত্তরদাতা ৯ম-১০ শ্রেণি, ১৩% উত্তরদাতা এসএসসি পর্যন্ত, প্রায় ৮% উত্তরদাতা এইচএসসি/সমমান পাশ, প্রায় ৬% উত্তরদাতা স্নাতক বা তার উপরে এবং সবচেয়ে কম ৩% উত্তরদাতা শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে পারেন। অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৪.৩% উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত, ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২৩%, এসএসসির পর্যন্ত প্রায় ১১%, এইচএসসি/সমমান পাশ প্রায় ৯% এবং কেবলমাত্র স্বাক্ষর করতে পারে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৪%। উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিস্তারিত সারণি ৩.১৩ এ দেয়া হল-

সারণি- ৩.১৩ উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | উপকারভোগী | | কন্ট্রোল গ্রুপ | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার |
| স্বাক্ষর করতে পারে | ৪৫ | ৩.৮ | ১৬ | ৪.০ |
| ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত | ২৮৮ | ২৪.০ | ৯১ | ২২.৮ |
| ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি | ৪৪০ | ৩৬.৭ | ১৩৭ | ৩৪.৩ |
| দশম শ্রেণির নিচে | ১০৩ | ৮.৬ | ৬৬ | ১৬.৫ |
| এসএসসি/দাখিল/সমমান | ১৫৪ | ১২.৮ | ৪৩ | ১০.৮ |
| এইচএসসি/সমমান পাশ | ৯৪ | ৭.৮ | ৩৬ | ৯.০ |
| স্নাতক বা তার উপরে | ৭৬ | ৬.৩ | ১১ | ২.৮ |
| **মোট** | ১২০০ | ১০০.০ | **৪০০** | **১০০.০** |

### ৩.৩ উপকারভোগীদের পেশা সম্পর্কিত তথ্যাদি

উপকারভোগীর পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে গ্রামের নারীদের কোন পেশা ছিল না বললেই চলে। শুধুমাত্র গৃহিণী (৯৬.৩০%) হিসাবে কাজ করতেন। এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে অর্ধেকের বেশি (৫৩.১০%) উপকারভোগী নারী সদস্য গরু মোটাতাজাকরণ (১৫.৬০%), হস্তশিল্প (১৫.১০%), নার্সারি (১৩.১০%) এবং মাছ চাষ (৯.৩০%) কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রেখে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইরেসপো প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত উপকারভোগী সদস্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড/পেশায় নিয়োজিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। উপকারভোগীর বর্তমান পেশার বিস্তারিত চিত্র-৩.১৪ প্রদান করা হল:

চিত্র-৩.১৪ উপকারভোগীর বর্তমান পেশা

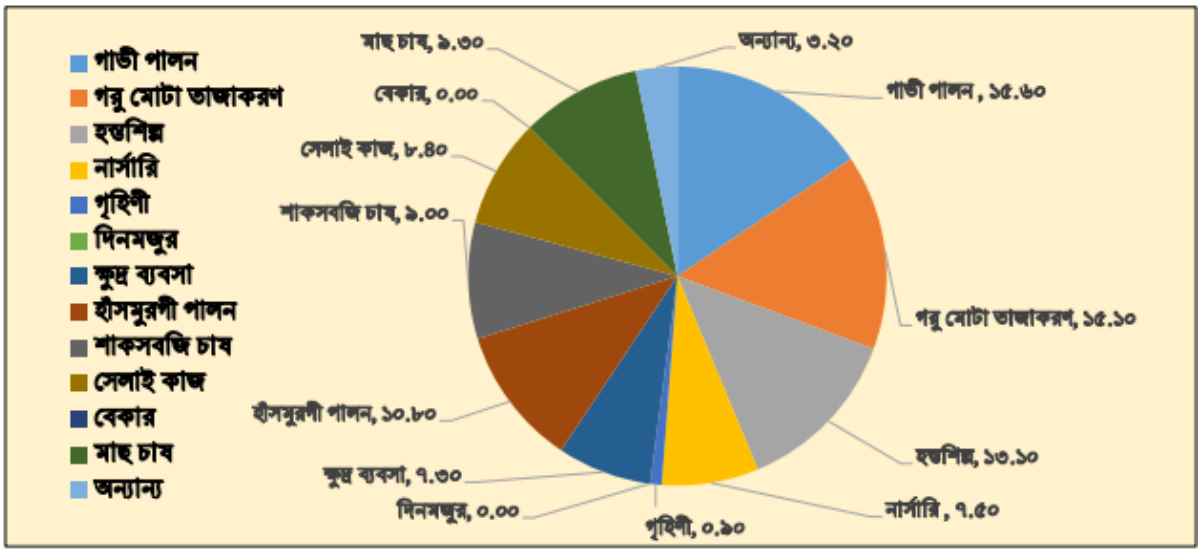


### ৩.৪ উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ পরিবারের আকার সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী সদস্যদের পারিবারিক আকার সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পে কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সর্বোচ্চ ৫৭.১০% পরিবার হল মধ্যম আকারের পরিবার (৪-৫ জন) এবং ছোট পরিবারের (১-৩ জন) সংখ্যা ২৩.০% এবং বড় পরিবারের (৫- এর বেশি) সংখ্যা ১৯.৯০%। অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেকের বেশি (৫০.৫০%) পরিবার হলো মধ্যম আকারের পরিবার

এবং ছোট ও বড় পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭.৩০% ও ১২.৩০%। উপকারভোগী পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.১৫ এ দেয়া হল:

সারণি-৩.১৫ উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা

| উপকারভোগীর পরিবার | উপকারভোগী | | কন্ট্রোল গ্রুপ | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার |
| ১-৩ জন (ছোট পরিবার) | ২৭৬.০ | ২৩.০ | ১৪৯ | ৩৭.৩০ |
| ৪-৫ জন (মধ্যম পরিবার) | ৬৮৫.০ | ৫৭.১০ | ২০২ | ৫০.৫০ |
| ৫- এর বেশি (বড় পরিবার) | ২৩৯.০ | ১৯.৯০ | ৪৯ | ১২.৩০ |
| মোট | ১২০০ | ১০০.০ | ৪০০ | ১০০.০০ |
| পরিবারের গড় সদস্য | ৪.৫ | | ৪.৩ | |

### ৩.৫ বাসস্থানের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পের উপকারভোগীর বাসস্থানের অবস্থা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেয়া যায়, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি (৭০.৩০%) উপকারভোগী মাটির দেয়ালের উপরে ছনের ছাউনি (২১.০০%) ও মাটির দেয়ালের উপর টিনের ছাউনি (৪৯.৩০) তে বসবাস করতো। এদের কারো কোন পাকা দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনি (শূন্য) ছিল না। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে প্রকল্পে প্রায় শতভাগ (৯৯.১০%) উপকারভোগী সদস্য সম্পূর্ণ টিনের বাড়ি (৪৮.৩০%) ও পাকা দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনি (৫০.৮০) তে বসবাস করছেন। বাঁশের বেড়ার উপরে ছনের ছাউনি ও মাটির দেয়ালের উপরে ছনের ছাউনিতে বর্তমানে কেহই বসবাস করেন না বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে এসকল উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তাদের নিজ নিজ বাসস্থানেরও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। উপকারভোগীর বাসস্থানের অবস্থার বিস্তারিত সারণি ৩.১৬ এ দেয়া হল:

সারণি -৩.১৬ উপকারভোগীদের বাসস্থানের অবস্থা

| উপকারভোগীর বাসস্থান | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে | | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার |
| বাঁশের বেড়ার উপরে ছনের ছাউনী | - | - | ১০ | ০.৮০ |
| মাটির দেয়ালের উপরে ছনের ছাউনী | ১ | ০.১০ | ২৫২ | ২১.০০ |
| মাটির দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনী | ১০ | ০.৮০ | ৫৯২ | ৪৯.৩০ |
| সম্পূর্ন টিনের বাড়ি | ৫৮০ | ৪৮.৩০ | ৩৪৬ | ২৮.৮০ |
| পাকা দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনী | ৬০৯ | ৫০.৮০ | - | - |
| **মোট** | ১২০০ | ১০০.০০ | ১২০০ | ১০০.০০ |

### ৩.৬ উপকারভোগীর বাড়ির পয়:ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি

ইরেসপো প্রকল্পের উপকারভোগীর বাড়ির পয়:ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৩৪.১০% উত্তরদাতা মাটির তৈরি গর্ত এবং ৬৫.৮০% উত্তরদাতা স্যানেটারী পায়খানা ব্যবহার করতো। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী সদস্য স্যানেটারী পায়খানা ও পাকা পায়খানা ব্যবহারে করেন। উল্লেখ্য, পয়:ব্যবস্থার জন্য কোন উপারভোগী সদস্য মাটির তৈরি গর্ত ব্যবহার করেনা। উপকারভোগীর বাড়ির পয়: ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিস্তারিত সারণি ৩.১৭ এ দেয়া হল:

সারণি -৩.১৭ উপকারভোগীর বাড়ির পয়:ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

| উপকারভোগীর বাড়ির পয়:ব্যবস্থা | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে | | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার |
| উন্মুক্ত স্থান | - | - | - | - |
| ঝোঁপ ঝার | - | - | - | - |
| মাটির তৈরী গর্ত | - | - | ৪১০ | ৩৪.১০ |
| স্যানেটারী পায়খানা | ৫০৫ | ৪২.১০ | ৭৮৯ | ৬৫.৮০ |
| পাকা পায়খানা | ৬৯৫ | ৫৭.৯০ | ১ | ০.১০ |
| **মোট** | ১২০০ | ১০০.০০ | ১২০০ | ১০০.০০ |

### ৩.৭ উপকারভোগীর খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত তথ্যাদি

উপকারভোগীর খাদ্য ঘাটতি/খাদ্য বা খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিআরডিবির ইরেসপো প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৮৬.৬০% উত্তরদাতার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য ঘাটতি ছিল এবং বছরে খাদ্য ঘাটতি ছিলনা এমন পরিবারের ছিল মাত্র ১৩.৫০%। অপরদিকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী পরিবারের কোন সময় খাদ্য ঘাটতি নেই বরং ৫৬.৬০% উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, এ প্রকল্পে উপকারভোগী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির পর এসকল পরিবারের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকারভোগীর খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত তথ্য বিস্তারিত চিত্র ৩.১৮ এ দেয়া হল:

চিত্র-৩.১৮ উপকারভোগীর খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত তথ্য

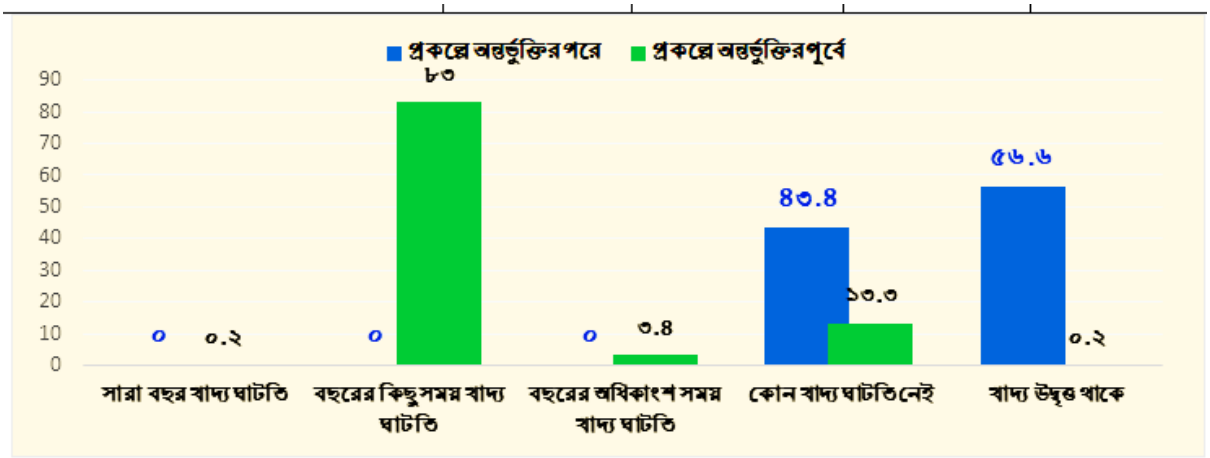


### ৩.৮ উপকারভোগীদের মাসিক আয়ের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের সদস্যদের মাসিক আয়ের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে উপকারভোগীদের সদস্যদের মাসিক গড় আয় ছিল ১০৯৭১.০০ টাকা এবং অন্তর্ভুক্তির পরে মাসিক গড় আয় দাঁড়িয়েছে ২৪,৮৪১.০০ টাকা। এছাড়াও সারণি ৩.৮ বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৯০.১০% উপকারভোগী সদস্যদের মাসিক ১৫০০.০০ টাকার মধ্যে সীমিত ছিল। অপরদিকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে তা কমে ১৩.০০% এ দাঁড়িয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে ১৫০০১.০০ থেকে ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়কৃত উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯.৯০% এবং প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর তা বেড়ে ৮৭.০০% এ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ইরেসপো

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে উপকারভোগী সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। উপকারভোগী সদস্যদের মাসিক আয়ের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য বিস্তারিত চিত্র ৩.১৯ এ দেয়া হল:

চিত্র-৩.১৯ উপকারভোগীদের মাসিক আয়ের পরিবর্তন

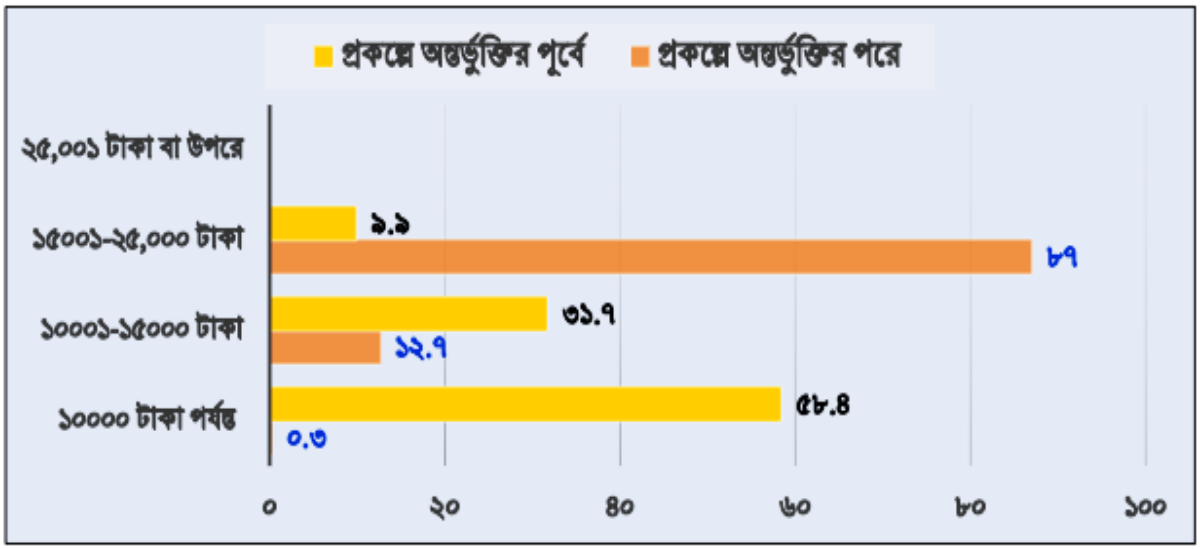


### ৩.৯> উপকারভোগীর সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পের উপকারভোগীর সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়- প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বর্তমানে গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ হলো- ১৫,২২২/- টাকা এবং উপকারভোগী সদস্য প্রতি গড়ে ঋণের পরিমাণ-১,৫৫,০৭০/- টাকা (প্রকল্পের আওতায় একজন উপকারভোগী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন বলে গড় ঋণের পরিমাণ বেশি) । উপকারভোগীর সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য বিস্তারিত সারণি ৩.২০ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.২০ উপকারভোগীর সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণ

| গড় সঞ্চয় | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে |
|---|---|---|
| গড় সঞ্চয় (টাকা) | ১৫২২২.০০ | - |
| **গড় ঋণ** | | |
| গড় ঋণ (টাকা) | ১৫৫০৭০.০০ | - |

### ৩.১০ প্রকল্পের সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি

সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়- ১২০০ জন উপকারভাগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি (৯৩.৩%) উপকারভোগী সদস্য প্রকল্পের আওতাধীন সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, ৮২.৫% সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, ৬০.৮% সদস্য বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, ৮১.৭% উপকারভোগী সদস্য নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় সৃজনের উদ্দেশ্যে এবং ৫৬.৩% উপকারভোগী সদস্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের সমিতিতে যোগদান করেছেন। উপকারভোগী প্রকল্পের সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য চিত্র ৩.২১ এ দেয়া হল।

চিত্র-৩.২১ উপকারভোগী ইরেসপো প্রকল্পের সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্য

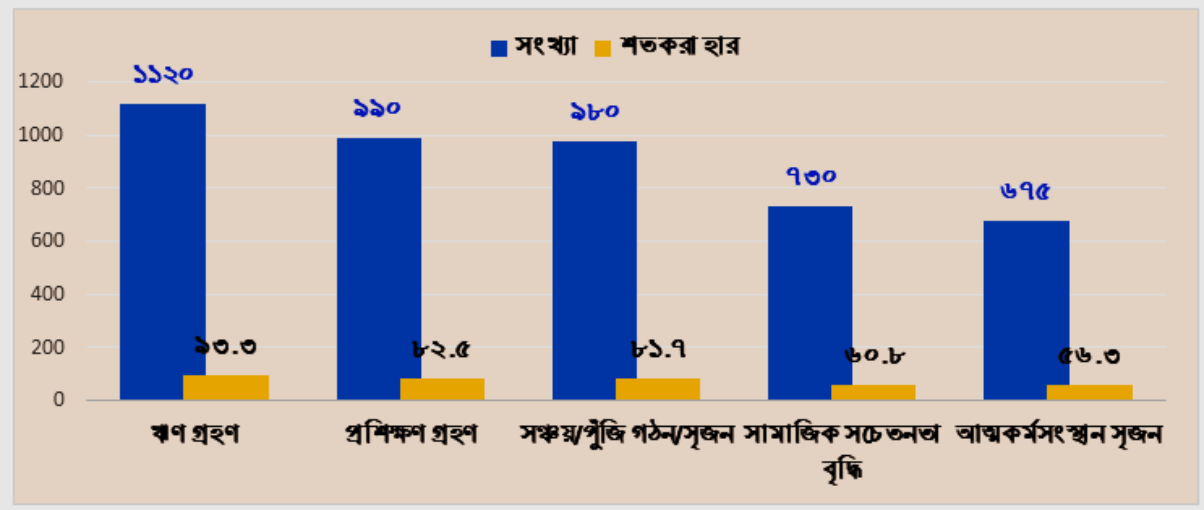


### ৩.১১ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকার ব্যবহার সম্পর্কিত

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের সদস্যদের আয়-বর্ধনমূলক কাজে ঋণের টাকার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, শতভাগ উপকারভোগী সদস্য বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য প্রকল্পে থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট আয়-বর্ধনমূলক কাজে ঋণের টাকার ব্যবহার করেছেন। প্রকল্পের সমিতি থেকে উপকারভোগীদের বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড যেমন- গরু মোটাতাজাকরণ কাজে-৩১.৭০%, দুগ্ধবতী গাভী-পালন কাজে-৩১.৭০%, মৎস্য চাষ (১৪.০০%) জড়িত ছিলেন। এছাড়াও মাত্র ১৫.৪০% উপকারভোগীদের সদস্যদের অন্যান্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। আয়-বর্ধনমূলক কাজে ঋণের টাকার ব্যবহার সংক্রান্ত বিস্তারিত সারণি ৩.২২ তে দেয়া হল।

সারণি- ৩. ২২ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকার ব্যবহার

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকার ব্যবহার- হ্যাঁ উত্তরদাতা | ১২০০ | ১০০.০ |
| আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকার ব্যবহার- না উত্তরদাতা | - | - |
| মোট | **১২০০** | ১০০.০ |
| **আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডসমূহ** | | |
| গরু মোটাতাজাকরণ | ৩৮০ | ৩১.৭০ |
| দুগ্ধবতী গাভীপালন | ২০৮ | ১৭.৩০ |
| ছাগল পালন | ৭৩ | ৬.১০ |
| হাঁস/মুরগী পালন | ২৫৯ | ২১.৬০ |
| বসতবাড়িতে সবজি চাষ | ১০৩ | ৮.৬০ |
| নার্সারি স্থাপন | ১৩ | ১.১০ |
| **অকৃষি ব্যবসা মোবাইল ফোন, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি মেরামত** | **১** | **০.১০** |
| হস্ত শিল্প | ৩২ | ২.৭০ |
| মৎস্য চাষ | ১৬৮ | ১৪.০০ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসা | ৫৭ | ৪.৮০ |
| অন্যান্য | ২২৯ | ১৯.১০ |
| একাধিক উত্তর ১২০০ | | |

### ৩.১৩ ঋণের কিস্তি পরিশোধ এবং ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণকারী উপকারভোগী সদস্যদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ (৯৫.৫%) উপকারভোগী ঋণী সদস্য তাদের ঋণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা হয়নি বলে জানিয়েছেন। মাত্র ১.৭৫% উপকারভোগী ঋণী সদস্য তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি এবং ২.৭৫% ঋণের কিস্তি অনিয়মিতভাবে পরিশোধে করেছেন বলে জানা যায়। উপকারভোগী ঋণী সদস্যদের ঋণের কিস্তি পরিশোধে এবং ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিত সারণি ৩.২৩ তে দেয়া হল:

সারণি- ৩.২৩ উপকারভোগী ঋণী সদস্যদের ঋণের কিস্তি পরিশোধে এবং ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| **(ক) উপকারভোগীর ঋণী সদস্যদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ সংক্রান্ত** | | |
| ঋণের কিস্তি পরিশোধে অসুবিধা হয়েছে- হ্যাঁ উত্তরদাতা | ২১ | ১.৭৫ |
| ঋণের কিস্তি পরিশোধে অসুবিধা হয়েছে - না উত্তরদাতা | ১১৪৬ | ৯৫.৫ |
| ঋণের কিস্তি পরিশোধে অসুবিধা হয়েছে- কখনো কখনো উত্তরদাতা | ৩৩ | ২.৭৫ |
| মোট | **১২০০** | **১০০.০** |
| **(খ) উপকারভোগীর ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় সংক্রান্ত** | | |
| ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় হয়েছে- হ্যাঁ উত্তরদাতা | - | - |
| ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় হয়েছে- না উত্তরদাতা | ১২০০ | ১০০.০ |
| মোট | **১২০০** | **১০০.০** |

### ৩.১৪ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষণে জানা যায়-প্রকল্পের আওতায় প্রায় শতভাগ (৯৭.৩০%) উপকারভোগী সদস্য কোন না কোন বিষয়ভিত্তিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাননি এমন উপকারভোগী সদস্য হলো-২.৭০%। উল্লেখ্য, অধিকাংশ উপকারভোগী সদস্য জানিয়েছেন যে, প্রকল্পে থেকে মাত্র ৩ দিন মেয়াদের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নমুনায়িত সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৪% উপকারভোগী সদস্য গরু মোটাতাজাকরণ, ১৬% উপকারভোগী সদস্য শাক-সবজি চাষ, ১৪% উপকারভোগী সদস্য হাঁস/ মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সারণি ৩.২৪ এ দেয়া হল:

**সারণি-৩.২৪ উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত**

| প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| **(ক) প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত** | - | - |
| প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছি- হ্যাঁ উত্তরদাতা | ১১৬৮ | ৯৭.৩০ |
| প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছি- না উত্তরদাতা | ৩২ | ২.৭০ |
| মোট | ১২০০ | ১০০.০ |
| **(খ) প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ** | | |
| গাভী পালন | ২০১ | ১৬.৯০ |
| গরু মোটাতাজাকরণ | ২০২ | ১৭.০০ |
| ছাগল পালন | ২৭ | ২.৩০ |
| হাঁস/মুরগী পালন | ১৭১ | ১৪.৪০ |
| দর্জি | ৫৯ | ৫.০০ |

| | | |
|---|---|---|
| তাতের কাজ | ২ | ০.২০ |
| নকশী কাথা | ৭ | ০.৬০ |
| ব্লক বাটিক | ১ | ০.১০ |
| মৎস্য চাষ | ১৪৯ | ১২.৫০ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসা | ৩৫ | ২.৯০ |
| শোপিছ তৈরি | ১ | ০.১০ |
| নার্সারি | ৯ | ০.৮০ |
| শস্য চাষ | ২ | ০.২০ |
| শাক-সবজি চাষ | ১৮৩ | ১৫.৪০ |
| সার-তৈরি | ৫ | ০.৪০ |
| ফল চাষ | ২ | ০.২০ |
| মোবাইল সার্ভিসিং ও রিপেয়ারিং | ৫ | ০.৪০ |
| অন্যান্য | ২০৪ | ১৭.১০ |
| একাধিক উত্তর=১২৬৫ | | |

### ৩.১৫ প্রকল্পের সাথে যুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের মনোভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পের সাথে যুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের মনোভাব সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্লেষণে জানা যায়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত বর্ণিত প্রকল্পের সাথে যুক্ত ৯৩.৩০% উপকারভোগী সহজ শর্তে ঋণ পেয়েছেন, এছাড়াও ৮৮.৭০% উপকারভোগী সদস্য চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, ৭২.৫০% উপকারভোগীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ৬৮.৩০% উপকারভোগীর ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি, ৫৬.৭০% উপকারভোগীর আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি, ৩৪.৩০% উপকারভোগীর খাদ্য নিরাপত্তা, ১৭.৯০% উপকারভোগীর বাসগৃহের উন্নতিসহ ৬৫.৭০% উপকারভোগীর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে জানা যায়। ইরেসপো প্রকল্পের সাথে যুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের মনোভাব সংক্রান্ত বিস্তারিত সারণি ৩.২৫ এ দেয়া হল:

সারণি-৩.২৫ প্রকল্পের সাথে যুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের মনোভাব

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কর্মসংস্থানেরসুযোগ সৃষ্টি | ৮৭০ | ৭২.৫০ |
| অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯১৫ | ৭৬.৩০ |
| ঋণ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা | ১১২০ | ৯৩.৩০ |
| আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি | ৭৮৮ | ৬৫.৭০ |
| সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি | ১০৬৪ | ৮৮.৭০ |
| আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি | ৬৮০ | ৫৬.৭০ |
| ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি | ৮২০ | ৬৮.৩০ |
| বাসগৃহের উন্নতি | ২১৫ | ১৭.৯০ |
| খানার খাদ্য নিরাপত্তা | ৪১২ | ৩৪.৩০ |
| একাধিক উত্তর | ১২০০ | |

### ৩.১৬ পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পুরুষগণ এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাধান্যতা ছিল। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর পর নারীদের আর্থিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা এবং আয় বৃদ্ধির ফলে স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকারভোগী সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্ণিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পারিবারিক সিদ্ধান্ত

গ্রহণে নারীর তেমন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে ৮৪.০% ভাগ উপকারভোগী সদস্য যৌথভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিস্তারিত সারণি-২৬ তে দেয়া হল:

**সারণি ৩.২৬ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা**

| মতামত | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে | | প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার |
| নিজে একক ভাবে (স্বামী) | ৬২ | ৫.২ | - | - |
| স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে | ১০০৭ | ৮৩.৯ | ৯০ | ৭.৫ |
| পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যৌথভাবে | ১৩১ | ১০.৯ | ১১৫ | ৯.৬ |
| সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ভূমিকা নেই | - | - | ৯৯৫ | ৮২.৯ |
| মোট | ১২০০ | ১০০.০ | ১২০০ | ১০০.০ |

### ৩.১৭ কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার আয় সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সদস্যদের (কন্ট্রোল গ্রুপ) পারিবারিক আয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমিতি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয় করেন ৪২.৫% সদস্য, ১০০০১-১৫০০০ টাকা আয় করেন ৩৮% পরিবার এবং ১৫০০০ এর বেশি আয় করেন ১৯.৫% পরিবার। বিস্তারিত সারণি ৩.১৬ দেয়া হল:

**সারণি-৩.২৭ কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়**

| বর্তমান মাসিক আয় | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১০০০০ টাকার কম | ১৭০ | ৪২.৫ |
| ১০০০১-১৫০০০ টাকা | ১৫২ | ৩৮.০ |
| ১৫০০১-২৫,০০০ টাকা | ৭৮ | ১৯.৫ |
| ২৫,০০১ টাকা বা উপরে | - | - |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |
| বর্তমান গড় আয় | ১২,২৪১ | |

### ৩.১৮ কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় কন্ট্রোলগ্রুপ সদস্যদের পারিবারিক ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমিতি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সদস্যদের ১০০০০ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক ব্যয় করেন ৪৫.৫% সদস্য, ১০০০১-১৫০০০ টাকা ব্যয় করেন ৩৬.৮% পরিবার এবং ১৫০০০ এর বেশি আয় করেন ১৭.৮% পরিবার। বিস্তারিত সারণি ৩.২৭ এ দেয়া হল:

**সারণি-৩.২৭: কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক ব্যয়**

| মাসিক ব্যয় | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১০০০০ টাকার কম | ১৮২ | ৪৫.৫ |
| ১০০০১-১৫০০০ টাকা | ১৪৭ | ৩৬.৮ |
| ১৫০০১-২৫,০০০ টাকা | ৭১ | ১৭.৮ |
| ২৫,০০১ টাকা বা উপরে | - | |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |
| বর্তমান গড় ব্যয় | ১২,০০৭ | |

### ৩.১৯ কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান সংক্রান্ত কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়- কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার সকলেই বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান করতে ইচ্ছুক। উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়- ৭৭.৫% উত্তরদাতার মতে বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান করলে সহজেই ঋণ পাওয়া যায়। এছাড়াও ৭৭% উত্তরদাতার মতে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়, ৭২% উত্তরদাতার মতে সঞ্চয় জমা/পুঁজি বৃদ্ধি করা যায়, ৭০% উত্তরদাতা মতে প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় এবং ৫৮% উত্তরদাতা মতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি কন্ট্রোল-গ্রুপ উত্তরদাতার বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান সংক্রান্ত বিস্তারিত সারণি ৩.২৮ এ দেয়া হল:

**সারণি-৩.২৮ কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান সংক্রান্ত**

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| **(ক) কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান করতে চান** | | |
| বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান করতে চান- হ্যাঁ | ৪০০ | ১০০.০ |
| বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান করতে চান- না | - | - |
| মোট | ৪০০ | (খ |
| **(খ)** বিআরডিবির **সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্য** | | |
| ঋণ গ্রহণ | ৩১০ | ৭৭.৫ |
| প্রশিক্ষণ গ্রহণ | ২৮০ | ৭০.০ |
| সঞ্চয় জমা/পুঁজি বৃদ্ধি | ২৮৮ | ৭২.০ |
| সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি | ২৩৪ | ৫৮.৫ |
| আত্মকর্মসংস্থান সৃজন | ৩০৮ | ৭৭.০ |
| মোট | **৪০০** | ১০০.০ |

## ৩.৯ সরেজমিনে প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য নড়াইল, যশোর, মাগুরা এবং ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলার নির্মিত ভবন সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-

**নির্মিত মাগুরা সদর উপজেলা কার্যালয়, মাগুরা**

**প্রকল্প থেকে নির্মিত ঝিকরগাছা উপজেলা কার্যালয়, যশোর**

**প্রকল্প থেকে নির্মিত লোহাগড়া উপজেলা কার্যালয়, নড়াইল**

**প্রকল্প থেকে নির্মিত মনপুরা উপজেলা কার্যালয়, ভোলা**

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য প্রকল্পভুক্ত চারটি জেলা (নড়াইল, যশোর, মাগুরা ও ভোলা) জেলার লোহাগড়া, ঝিকরগাছা মাগুরা সদর ও মনপুরা উপজেলার নির্মাণাধীন অফিস ভবন পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইন অনুয়ায়ী অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। পরির্দশনকালে যে সকল তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ:

- অফিস ভবনসমূহ অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে;
- ভবন নির্মাণের সময় কংক্রিট এর বিভিন্ন ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে এবং ল্যাব টেস্টের প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে;
- নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা টেকসই বলে প্রতীয়মান হয়েছে;
- নির্মাণকৃত ভবনসমূহের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য তহবিলের সংস্থান রাখা প্রয়োজন।
- ২০১৩-২০১৪ সালে নির্মাণকৃত ভবনসমূহের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন;
- কিছু অফিস ভবনের বাথরুমের দরজা ও প্লাস্টারের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

## ৩.১০ প্রকল্পের গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ:

### ৩. ১১ এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতায় ২টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে ২টি করে সর্বমোট ৪টি FGD পরিচালনা করা হয়েছে। এফজিডির মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে সুফলভোগীরা ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষক, ব্যবসায়ী, নারী উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি এফজিডিতে ১২-১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-

**চিত্রঃ এফজিডি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল**

**চিত্রঃ এফজিডি, দশমিনা, পটুয়াখালী**

চিত্রঃ এফজিডি, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ

চিত্রঃ এফজিডি, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

### ৩.১১.১ ফলাফলসমূহ:

#### উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব

একজিডি-তে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই জানিয়েছেন, "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" কার্যক্রমে তারা সন্তুষ্ট। কারণ এই কর্মসূচি তাদের আয় রোজগার বৃদ্ধি করেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- অন্যদিকে, ২০ ভাগ অংশগ্রহণকারী মনে করেন প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে তারা ঋণের টাকা ব্যবহার করতে পারেন নাই ফলে তাদের আর রোজগার পূর্বের তুলনায় খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি।
- সমিতির প্রায় প্রত্যেক সদস্যই ঋণ গ্রহণ করে আয়বর্ধক কাজ শুরু করে তাদের আর্থিক দুর্দশা লাঘব করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।
- সদস্যদের কেউ কেউ সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা, তা সকল উদ্যোক্তা হিসাবে অন্যের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। পরিবারে ২/১ জন সদস্য দিয়েই তারা ব্যবসা পরিচালনা করছেন।
- এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী অনেকেই জানিয়েছেন, তারা এখন আর্থিকভাবে ভাল অবস্থানে আছেন এবং পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে। পরিবারে আয় বৃদ্ধির ফলে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতিতে যোগদানের পর থেকে বেশিরভাগ সদস্যের মুখেই হাসি-খুশি ও শান্তি বিরাজ করছে সবার ঘরে ঘরে।
- সব ধরনের হতাশা, ক্ষুধার জ্বালা, আয়-রোজগারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সবাই স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

#### বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারিদের মতে প্রকল্পের অন্যতম দুর্বলতা

- সদস্য বাছাইয়ে দুর্বলতা;
- প্যারাটেক/প্যারাভেট প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা;
- চাহিদার তুলনায় ঋণের পরিমাণ কম;
- ঋণের বিপরিতে বীমা চালু না থাকা;
- স্বামী মারা গেলে অথবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে তাঁরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়ে পরলেও ঋণ মৌকুফের ব্যবস্থা না থাকা।

### নারীকে অর্থনৈতিক মূল ধারার যুক্তকরণে প্রকল্পের প্রভাব

ইরেসপো প্রকল্প নারীর আর্থিক উন্নয়ন বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্বে যে সকল নারী শুধুমাত্র গৃহিনি ছিল, অর্থ উপার্জনে তাদের তেমন কোন সুযোগ ছিল না, চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে তারা পরিবারে অবহেলিত ছিল। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতের কোন প্রকার মূল্য দেয়া হতো না, গৃহস্থালী কাজ করেই তাদের দিন পার করতে হতো, এজন্য তারা পরিবারে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করতে পারতো না। বর্তমানে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ নিয়ে এসকল উপকারভোগীগণ বিভিন্ন প্রকার আয়-বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে রোজগারের সুযোগ পাচ্ছে। তাদের উপার্জিত অর্থে সংসার খরচ এবং ছেলে মেয়েদের পড়াশুনায় ব্যয় করতে পারছেন। ফলে পরিবার এবং সমাজের মূল ধারায় তাদের একটা ভালো অবস্থান তৈরি হয়েছে।

### এফজিডিতে অংশগ্রহণকারি অধিকাংশ সদস্য মনে করেন

- ইরেসপো প্রকল্প নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেমন: গবাদি পশু পালন, হাঁস/মুরগি পালন, ছাগল পালন, ফুলচাষ, মাছচাষ, সেলাই মেশিনের কাজ, ব্লক-বুটিক ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে উপকারভোগী নারী অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে সংসারের স্বচ্ছতা আনায়নে সক্ষম হয়েছেন। এ আয় থেকে তারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, টিফিনের টাকা, প্রাথমিক চিকিৎসায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, সংসারে অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করছেন।
- নারীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে/ক্ষমতায়নে এই প্রকল্প কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। উঠান বৈঠকে সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যেমন- স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ রোধ, জন্ম নিবন্ধন, সামাজিক নিরাপত্তা, বিধবা ভাতা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পাশাপাশি তারা সচেতন হচ্ছেন।
- পূর্বে অনেক পরিবারে নারীরা শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হতেন কিন্তু বর্তমানে আর্থিকভাবে সাফল্য লাভ করে তারা মানসম্পন্ন জীবন-যাপন করছেন, এসকল পরিবারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যতা ফিরে এসেছে। উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে নিজেদের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি স্বামীকে বিভিন্ন প্রয়োজনে টাকা দিয়ে সহায়তা করতে পারছেন। প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে একজনের আয় দিয়ে সংসার চলত, বর্তমানে দুজনের আয় দিয়ে সংসার চালানোর ফলে সংসারে কোন অভাব অনটন নেই।
- বর্তমানে উপকারভোগী সদস্যরা নিজের আয়ের পাশাপাশি তাঁরা কিছু সঞ্চয়ও করতে পারছেন। নারীর আয়ের ফলে পরিবার যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে ইরেসপো প্রকল্প

নারীর ক্ষমতায়নে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্বে নারীরা বেকার কিংবা গৃহিণী ছিলেন, পরিবারে তারা অর্থনৈতিকভাবে কোন রকম সাহায্য করতে পারতেন না কিন্তু প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর তারা উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতায় অবদান রাখছেন। এই প্রকল্প নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং, পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায় যে, উপকারভোগীদের দারিদ্র্য নিরসনে এবং নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

## ৩.১২ কেআইআই হতে প্রাপ্ত ফলাফল

গুণগত তথ্য অনুসন্ধানের অন্যতম পন্থা “কেআইআই” (KII)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কিত মতামত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান ও প্রভাব, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের প্রভাব, ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে ১০০টি কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। কেআইআই হতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-

**চিত্রঃ নিবিড় আলোচনা (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে)**

## নিবিড় আলোচনার ফলাফলসমূহ

### ১. প্রকল্পের কাংখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা বিস্তারিত বর্ণনা

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন ধরণের প্রধান ঝুঁকি ছাড়াই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। প্রকল্পের কাংখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নিম্নরূপ:

**ক) সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন:** সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সুফলভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫৮৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, হস্ত শিল্প, মৎস্য ও কাঁকরা চাষ, শাক সবজি চাষ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ব বিকাশ ও নারী উন্নয়ন, ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসিক ও ওরিয়েন্টেশন কোর্স, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেসার্স কোর্স এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

**খ) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ব্যবহারের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদ গঠন:** প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয়-বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিজস্ব ২১০০.০০ লক্ষ টাকার সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি হয়েছে এবং উক্ত তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবন মান উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

**গ) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণ:** ডিপিপি অনুযায়ী সুষ্ঠু জরিপ এর মাধ্যমে প্রকৃত সুফলভোগী সদস্য নির্বাচন পূর্বক তাদের সংগঠিত করে মহিলা সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে সর্বমোট ২৮৮১টি মহিলা সমিতির মাধ্যমে ৭৮৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্য-কে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। অর্জন শতভাগ।

### ২. ডিপিপির রূপরেখা অনুযায়ী বাস্তবে সমিতি গঠনের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, সুফলভোগী সদস্য নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ২০-৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হবে। তবে বিদ্যমান মহিলা সমিতিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। প্রতি গ্রামে ন্যূনতম একটি করে মহিলা সমিতি গঠিত হবে। তবে গ্রামের আয়তন বড় হলে সে ক্ষেত্রে একাধিক সমিতি গঠন করা যাবে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট।

**৩. প্রকল্পের ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত ঋণের কত শতাংশ আদায় হয়েছে? অনাদায়ী ঋণের ভবিষ্যত কী? বিস্তারিত**

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ঋণ তহবিল ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ঋণ তহবিল প্রবৃদ্ধিসহ সর্বমোট বিতরণযোগ্য তহবিল ৮৭১৩.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ঘুর্ণয়মান আকারে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ৩১১৩৩.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩০৭৬৩.৭২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৮১%। ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে পূর্বের অনাদায়ী ঋণ আদায় এবং নতুন কিছু ঋণ খেলাপিতে পরিণত হয়। তবে অত্র প্রকল্পের জুন ২০১৮ পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণের হার ছিল মাত্র ১.১৯%।

**৪. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী গ্রামীণ পরিবারগুলোর ডাটা বেইজ তৈরি করেছেন কী? তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের ডাটা বেইজ রয়েছে। প্রকল্পের ঋণ বিতরণসহ সকল কার্যক্রম অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হলেও প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে। সুফলভোগী সদস্যদের বর্তমানেও ঋণ সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সদস্যরা ঋণ সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন আইজিএ ভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালন করে তাদের স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছেন। তাদের নিয়মিত আয় দ্বারা তাঁরা তাদের আত্ম-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**৫. প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসম্পন্ন থাকলে তার কারণসহ বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসম্পন্ন নেই। শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কোন ধরনের প্রধান ঝুঁকি ছাড়াই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

**৬. পল্লী এলাকার উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় কী কী কাজ সম্পাদিত হয়েছে তার বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, উপকারভোগীদের সংঘবদ্ধ করে সমিতি গঠন, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

**৭. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি আকারে চলমান রেখে সুফলভোগীদের সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের জনবল-কে কর্মসূচিতে স্থানান্তর করে ঋণের সেবামূল্যের আয় হতে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

**৮. প্রকল্পের Success সমূহের বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, দরিদ্র অসহায়, সুবি-ধাবঞ্চিত গ্রামীণ মহিলাগণ সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সদস্যদের মধ্যে তথ্য বিনিময় ও প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি, আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি, সহযোগিতা ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি ও বিকাশ লাভ করেছে। এছাড়া আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড শুরুর পূর্বে সুফলভোগীদের নিয়ে কর্মপন্থা নিরূপণ, উৎপাদনের জন্য কৌশল, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ধারনা ও দক্ষতা সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকায় প্রশিক্ষণোত্তর সঠিকভাবে ঋণের অর্থ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় ব্যবহার করে নিজেরা লাভবান হতে পারছে। সমিতি পর্যায়ে সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি, প্রকল্প এলাকায় আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টিসহ আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের

মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা হচ্ছে। নারী নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতাসহ কর্মকান্ড নিয়মিত মনিটরিং সহজতর হয়েছে। যে কোন প্রান্ত হতে তথ্য পাওয়ার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে।

**৯. ক্রয়কৃত মালামাল/যন্ত্রপাতির বর্তমান সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক মতামত প্রকাশ করেন যে, ক্রয়কৃত মালামাল/যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর ধারা১০ এর উপধারা ৪ অনুযায়ী বিআরডিবি'তে হস্তান্তর করা হয়েছে। যেহেতু বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে ইরেসপো কর্মসূচি'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত মালামাল/যন্ত্রপাতিসমূহ বর্তমানে ইরেসপো কর্মসূচি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**১০. প্রকল্পের অর্জিত সম্পদ/দায় হস্তান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি আকারে চলমান রেখে সুফলভোগীদের সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের জনবল-কে কর্মসূচিতে স্থানান্তর করে ঋণের সেবামূল্যের আয় হতে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্মসূচি'র কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ক্রয়কৃত মালামাল/যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে।

**১১. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ সিস্টেমগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণের ব্যবহার, ঋণ পরিশোধসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়। তারপর ঋণ বিতরণী সনদপত্রে ও রেজিস্টারে স্বাক্ষর রেখে ঋণ বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ সশরীরে উপস্থিত থেকে ঋণ গ্রহীতা সদস্যের হাতে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা/চেক তুলে দেন।

**১২. প্রকল্পের জনবল নিয়োগের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য নতুন জনবল প্রয়োজন ছিল। সে আলোকে কর্মসূচির আওতায় জনবল ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারী পরিচালন নীতিমালায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রাখা হয়েছে। তবে বর্তমানে স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে অব্যাহতি গ্রহণ ও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৬টি পদ শূন্য থাকায় কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। তাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য সংস্থানকৃত পদে জনবলসহ শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।

**১৩. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী গ্রামীণ পরিবারের কত জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্পর্কে বিস্তারিত**প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী গ্রামীণ পরিবারের ৫৩২৫৩ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

**১৪. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হচ্ছে গবাদিপশু পালন, হাঁস মুরগি পালন, বনায়ন ও নার্সারি, গরু মোটাতাজাকরণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কাকড়া চাষ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হচ্ছে সেলাই ও এমব্রয়ডারি, হস্তশিল্প, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি। স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণসমূহ ৩দিন ও ৫দিন মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণসমূহ ১৫দিন ও ৩০ দিন মেয়াদী ছিল।

**১৫. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণসমূহ উপজেলাস্থ বিআরডিবির হল রুমে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কর্মকর্তারা রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করেছেন। দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে ১৫ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণসমূহ উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা এবং ৩০ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণসমূহ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন একাডেমীতে (বাপার্ড) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**১৬. দল গঠন ও ঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুসরণ পাশ বইয়ের হিসাবের সাথে লেজার হিসাব পোস্টিং সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, ১০০ ভাগ। পাশ বই হিসাবের সাথে লেজার হিসাবের মিল রয়েছে।

**১৭. সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত আর্থিক হিসাব কিভাবে সংরক্ষণ ও কার্যক্রম মনিটরিং সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত আর্থিক হিসাব সফটওয়্যারে এবং ম্যানুয়ালি অফিসের সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে ও সদস্যদের নিকট পাশ বহিতে সংরক্ষণ করা হয়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে যে কোন প্রান্ত থেকে তথ্য জানার সুযোগ থাকায় সফটওয়্যারের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। একইসাথে জেলার উপপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক তার আওতাধীন সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ এবং উপজেলার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি কর্তৃক সকল সমিতি ও সদস্যদের কার্যক্রম মনিটরিং করে থাকেন।

**১৮. প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ৫৩২৫৩ জনকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

**১৯. প্রকল্পের আওতায় সবচেয়ে বেশি Success রেট এবং অপেক্ষাকৃত কম Success রেট এর এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত**

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সবচেয়ে বেশি Success রেট উপজেলাসমূহ হচ্ছে কেশবপুর, শৈলকূপা, কোটচাঁদপুর, হরিণাকুন্ডু, ঝিকরগাছা এবং অপেক্ষাকৃত কম Success রেট উপজেলাসমূহ হচ্ছে বোরহানউদ্দিন, মেহেন্দিগঞ্জ, মঠবাড়িয়া, মুলাদী, বাউফল।

### ৩.১৩ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল

তারিখ: ১১ এপ্রিল, ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার।

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুম, ঝিকরগাছা , যশোর।

জনাব মো: মাহবুবল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর এর সভাপতিত্বে কর্মশালা শুরু হয়। কর্মশালায় জুম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন জনাব রাব্বী মিয়া, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এছাড়াও উক্ত কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রাশেদুল আলম, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম পরিচালক, বিআরডিবি), "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় সংশোধিত" প্রকল্প, জনাব মো: কামরুজ্জামান, উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, যশোর, ড. মো: মনারুল ইসলাম, (সমীক্ষা টিম লিডার), জনাব মোস্তাক আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিস, ঢাকা এবং বিআরডিবি যশোর জেলার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, সুফলভোগী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

**চিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুম, ঝিকরগাছা, যশোর।**

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালায় ড. মো: মনারুল ইসলাম, (টিম লীডার), প্রথমে একে একে সবার পরিচয় গ্রহণ ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তারপর মো: মাহবুবল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তার স্বাগত ভাষণে জানান- ইরেসপো প্রকল্পটি অত্র উপজেলার দরিদ্র মহিলাদেরকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অতপর কর্মশালায় ড. মো: মনারুল ইসলাম কর্মশালার উদ্দেশ্য ও **"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় সংশোধিত"** প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং অংশগ্রহণকারি সকল সুধীবৃন্দকে এ প্রকল্প সম্পর্কিত যত প্রকার সুবিধা অসুবিধা যেমন প্রশিক্ষণ, ঋণ, সঞ্চয়, সুদের হার, ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা, ঋণ পাওয়ার ফলে সুবিধা ইত্যাদি সহ যে কোনো সমস্যার কথা উপস্থাপনের আহবান জানান। তিনি আরও বলেন সরকার ভর্তুকির ব্যবস্থা করে আপনাদের জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছেন। কর্মশালায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। এ প্রকল্পের ফলে নারীরা বেশি স্বাবলম্বী হয়েছেন মর্মে জানা যায়।

**উন্মুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ**

**(১) সুবিধা সম্পর্কিত আলোচনায় সুফলভোগীগণ বলেন**

- উপকারভোগী সদস্যদের ঋণ সেবা প্রাপ্তিতে কোন সদস্যকে হয়রানির স্বীকার হতে হয়নি;
- সহজেই চাহিদামত সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোগতা উন্নয়ন ঋণ পেয়েছে;
- সুফলভোগী সদস্যদের ঋণ গ্রহণের জন্য ইকুইটি এর প্রয়োজন হয়নি;
- সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে সহজে সুফলভোগী সদস্য ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছে;
- উপকারভোগী সদস্যদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুবিধা পাচ্ছে এবং পোষ্ট ট্রেনিং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সকলেই একটি করে সেলাই মেশিন পেয়েছে;
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজেদের পুঁজি গঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে;

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ উপাকরাভোগী নারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে।
- উপকারভোগী নারীদের গ্রামীণ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে;
- নারীদের পারিবারিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে;
- নারীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় প্রডাক্ট থাকার কারণে সুফলভোগী সদস্যগণ পছন্দ মাফিক সঞ্চয় জমা করার সুযোগ পাচ্ছে।
- নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- গ্রামীণ জীবন মানের উন্নয়ন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের উন্নয়ন ঘটছে।

**(২) অসুবিধা সম্পর্কে আলোচকগণ বলেন**

- পরিবাবেরর প্রধান বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে ঋণ মওকুফের কোন ব্যবস্থা নেই;
- চাহিদা/প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ কম পাওয়া গেছে;
- ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণ তহবিল ঘাটতির কারণে অনেক সময় ঋণ পেতে সময় লাগে;
- ঋণের যথাপোযুক্ত ব্যবহার না হলে সুফলভোগী সদস্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপ্রতুল ছিল। চাহিদা থাকা শর্তেও বরাদ্দ না থাকায় সমিতির সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হয়নি এবং ১ জন সদস্যকে একাধিক আয়বর্ধক বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

**(৩) উম্মুক্ত আলোচনার পরামর্শসমূহ**

- ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ৮% থেকে আরও কমিয়ে আনা ও মৌসুমী ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- ঋণ বিতরণের অন্তত: তিন মাস পর ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা করা;
- ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে দ্রুত সময়ে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের কিস্তি ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাসের কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- এলাকা ভিত্তিক টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ যেমন: মোবাইল মেরামত, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা;
- সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাঝে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ বিতরণ করা;
- ম্যানেজার কমিশনের ব্যবস্থা থাকা;

## ৩.১৪ প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories)

**কেস স্টাডি-১:**

**নুরজাহান বেগমের সফলতার কাহিনী**

মোছাঃ নুরজাহান বেগম যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ঝিকরগাছা ইউনিয়নের কির্ত্তিপুর গ্রামের হতদরিদ্র ভূমিহীন সুবিধাবঞ্চিত পিতা মৃত সোহরাব হোসেনের মেয়ে। ২৩ বছর আগে ভাগ্য বিড়ম্বিত নুরজাহান বেগমের বিয়ে হয় পাবনা জেলার আতাউর রহমানের সঙ্গে। ইটের ভাটায় কাজ করতে এসে সে তাকে বিয়ে করে। এক পর্যায় জানা যায়, আতাউরের আরও দুইটি স্ত্রী আছে। তৎক্ষণে নুরজাহানের কোলে এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্ম নেয়। বিয়ের আট বছর পর এমন খবরে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে নুরজাহান বেগমের মাথার উপর। স্বামী আতাউর রহমান তিন ছেলে-মেয়ে ও নুরজাহান বেগমকে ফেলে পালিয়ে চলে যায়। নুরজাহান বেগমের ভাইয়েরা তাদের সংসার চালাতে হিমসিম খায়। দিশেহারা নুরজাহান বেগমের তিন অবুঝ সন্তানদের নিয়ে শুরু হয় জীবন সংগ্রাম।পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধিন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প" (ইরেসপো) প্রকল্পের মাঠসংগঠক শিপ্রা সাহার সাথে স্বাক্ষাৎ হয় এবং তার দেয়া পরামর্শে তিনি কির্ত্তিপুর পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। পররর্তীতে শিপ্রা সাহার সহযোগীতায় ইরেসপো প্রকল্প থেকে ঋণ এবং মায়ের দেওয়া একমাত্র ছাগলটি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রাস্তার রেলগেট এলাকায় একটি কাঠের দোকান কিনে তিনি চা বিক্রি শুরু করেন। এভাবে নুরজাহান বেগমের নতুনভাবে সংগ্রামী জীবনের পথচলা। ইরসেপো প্রকল্পের সমিতিতে সপ্তাহে নিয়মিত সঞ্চয় জমার পাশাপাশি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে বর্তমানে তিনি কির্ত্তীপুর মৌজায় ০৬ (ছয়) শতাংশ জমি কিনে তৈরী করেছেন পাকা বাড়ি।

চিত্রঃ নুরজাহান বেগমের চায়ের দোকান

চিত্রঃ নুরজাহান বেগমের গরুর খামার

নুরজাহান বেগম বিগত ২৭-০৪-২০১৫ তারিখে ইরেসপো প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পর হতে তিনি (দুই হাজার) টাকা সঞ্চয় জমা করে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে চা বিক্রির পাশাপাশি অন্যান্য মনিহারী দ্রব্য বিক্রি শুরু করেন। অত:পর ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা হতে ধাপে ধাপে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণের টাকা বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে ধীরে ধীরে তার জীবনে সফলতা আনতে শুরু করেন। অত:পর তিনি গবাদী পশু পালনের উপর ০৩ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০১৮ সালে গরু পালনের জন্য বিআরডিবির ঝিকরগাছা দপ্তরে এসএমই খাতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং পর্যায়ক্রমে ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, ১,৭৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং সবশেষে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা কার্যক্রম চলমান রেখেছেন। ইতোমধ্যে নুরজাহান বেগম অত্র এলাকার একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আয় থেকে নির্মাণ করেছেন বসবাসের জন্য একটি পাকাবাড়ি। তাঁর ছেলে নুরনবী বিএ অর্নাস পাশ করে ইজিবাইক চালিয়ে মাকে সহযোগীতা করছে। বড় মেয়ে আরিফা কলেজে এবং ছোট মেয়ে

অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছেন। স্বামী ছাড়া নুরজাহান বেগম ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে জীবনের পথ চলা যায় তার দৃষ্টান্ত নারী উদ্যোক্তা জনাব নুরজাহান বেগম। আধুনিক জীবনের নিত্যদিনের ব্যবহারযোগ্য পণ্য, সবকিছুই বিদ্যমান যেমন বৈদ্যুতিক রাইস কুকার, ফ্যান, ফ্রিজ, গ্যাসে রান্না করা সহ আধুনিক জীবন যাপন করছেন। রয়েছে তার টেলিভিশন এবং স্মার্ট ফোন। বর্তমানে জমি, বাড়িসহ প্রায় ১৫-১৬ লক্ষ টাকা সম্পদের মালিক। নুরজাহান বেগম কঠোর পরিশ্রম, সততা আর নিষ্ঠাকে সম্বল করে আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

**কেস স্টাডি-২:**

## জীবন যুদ্ধে জয়ী রেনুকা খাতুন

রেনুকা খাতুন যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার বেনেয়ালী গ্রামের হতদরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের এক গৃহিনী। স্থানীয় ইটভাটায় স্বামীসহ কাজ করতেন। এক সময় রেনুকা খাতুন ভাল করে নামটাও স্বাক্ষর করতে পারতেন না। বসবাস করতো বেড়া দেয়া ঝুপড়ির ঘরে। স্যানিটেশন সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন মানের জীবন কাটতো অস্বাস্থ্যকর এক পরিবেশের মধ্যে। এরপর ২০১৪ সালের শেষের দিকে বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প" (ইরেসপো) প্রকল্পের মাঠ সংগঠক জেসমিন সুলতানার সাথে পরিচয় হয়। তার সহযোগিতায় বেনেয়ালী বালিখোলা পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির সদস্য হন। এভাবেই রেনুকা খাতুনের নতুন সংগ্রামী জীবনের পথচলা। ইরসেপো প্রকল্পের সমিতিতে সপ্তাহে নিয়মিত সঞ্চয় জমার পাশাপাশি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে বাড়িতে গড়ে তোলেন একটি গরুর খামার। রেনুকা খাতুন ২১-০৪-২০১৪ তারিখে ইরেসপো প্রকল্পের সাধারণ সদস্য হওয়ার পর (দুই হাজার) টাকা সঞ্চয় জমা করে গবাদী পশু পালন বিষয়ে ০৩ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২০,০০০/- ঋণ নিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। এরপর ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ টাকা নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ করেন। অত:পর তিনি ইরেসপো প্রকল্পের এসএমই খাতে ১ম ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, পরবর্তীতে ১,৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, এভাবে রেনুকা খাতুন প্রকল্প থেকে পর্যায়ক্রমে ১,৭০,০০০/-(এক লক্ষ সত্তর হাজার), ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার), ২,৭০,০০০/- (দুই লক্ষ সত্তর হাজার), ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) এবং সর্বশেষ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে গরুর খামার কার্যক্রম চলমান রেখেছেন। তিনি আয় থেকে একটা পাকা গোয়াল নির্মাণ করেছেন এবং গরুও কিনেছেন। বর্তমানে তার মোট ৬টি ছোট বড় গরু আছে। জনাব রেনুকা খাতুন অত্র এলাকার একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নির্মাণ করেছেন বসবাসের জন্য খুবই সুন্দর একটি পাকাবাড়ি। তার স্বামী ইট ভাটার কাজ ছেড়ে এখন তার খামারের গরুর পরিচর্যার পাশাপাশি কেনাবেচা করে থাকেন। সম্প্রতি যশোর জেলার সদর উপজেলায় ৫/৬ বিঘা পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছেন। এছাড়া ফসলী জমি করেছেন ৬৬ শতাংশ।

চিত্রঃ রেনুকা খাতুনের গরুর খামার

চিত্রঃ রেনুকা খাতুনের ছাগল পালন

বর্তমানে জমি, বাড়িসহ তার মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫-১৬ লক্ষ টাকা। কঠোর পরিশ্রম ও সততা আর নিষ্ঠাকে সম্বল করে তাহার জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে। রেনুকা খাতুন তার সন্তানদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। কোন অভাব যেন তার পরিবারকে স্পর্শ না করে সেই চেষ্টাই সবসময় খেয়াল রাখেন। অতীতে রেনুকা খাতুনের জীবনে কষ্টের ও দুখের অন্ত ছিলো না। বিআরডিবি এর ইরেসপো প্রকল্পের সহযোগীতায় তিনি আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। এছাড়া নিজ উদ্যোগ আর চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম ও সততার কারনে তিনি সফল হয়ে সংসারে সুখী জীবন যাপন করতে পারছেন। বেনেয়ালী বালিখোলা পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির একজন গর্বিত ও উদ্যোক্তা সদস্য হিসাবে পরিচিতি পেয়েছি। বিআরডিবির এই প্রকল্পের কাছে তিনি চির কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে উদ্যোগী সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা বাড়ানো এবং স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী আয়বর্ধণমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে অসহায় নারীদেরকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিবে বলে প্রত্যাশা করেন।

**কেস স্টাডি-৩:**

## সংগ্রামি সুন্দরী বেগমের সাফল্য কাহিনী

সুন্দরী বেগম যশোর জেলাধীন ঝিকরগাছা উপজেলার মাগুরা মধ্যপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের এক গৃহিনী ছিলেন। স্বামী সহ ০৩ সন্তান নিয়ে তার পরিবার। অজো পাড়া গায়ে বাস করা সুন্দরী বেগম ভালো করে নামটাও স্বাক্ষর করতে পারতো না। মাটির একটা কুঁড়ে ঘরে বসবাস করতো, মৌলিক চহিদার পূরনের মতো সামর্থ্য ছিল না। অনেক কষ্টে তাদের জীবন অতিবাহিত হত। এরপর ২০১৪ সালের শেষের দিকে বিআরডিবির "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প" (ইরেসপো) প্রকল্পের মাঠ সংগঠক জেসমিন সুলতানার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তার পরামর্শে মাগুরা মধ্যপাড়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে জেসমিন সুলতানার পরামর্শে একটি গরুর খামার করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর শুরু হয় সুন্দরী বেগমের নতুন ভাবে সংগ্রামী জীবনের পথচলার নতুন অধ্যায়। ইরসেপো প্রকল্পের সমিতিতে সপ্তাহিক নিয়মিত সঞ্চয় জমা এবং প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে তিনি গড়ে তোলেন একটি গরুর খামার। এভাবে ইরেসপো প্রকল্প থেকে পর্যায়ক্রমে ঋণ নিয়ে তার খামারের পরিধি যেমন বারতে থাকে, তেমনি উন্নতি হতে থাকে তার সংসার জীবনের। ইরেসপো প্রকল্প হতে তিনি ২৩-১২-২০১৪ সদস্য হওয়ার পর ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা সঞ্চয় জমা করে, ২০,০০০/- ঋণ নিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। মূলত: সুন্দরী বেগমের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হয়। অত:পর ধাপে ধাপে সুন্দরী বেগম ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার), ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণের টাকা বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে সফলতা আসতে শুরু হয়। অত:পর সুন্দরী বেগম ইরেসপো প্রকল্প থেকে পর্যায়ক্রমে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং সবশেষে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে এসএমই

চিত্রঃ সুন্দরী বেগমের গরু ও ছাগলের খামার

চিত্রঃ সুন্দরী বেগমের গরু ও ছাগলের খামার

ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং সকল গ্রহণকৃত ঋণ এবং সাপ্তাহিক সঞ্চয় নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে সুন্দরী বেগম কর্মসূচির সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

বর্তমানে সুন্দরী বেগম তার আয় থেকে গাভী পালনের জন্য একটা পাকা গোয়াল নির্মাণ করেছেন এবং আরও কিছু গাভী কিনেছেন। সুন্দরী বেগমের বর্তমানে ছোট বড় মিলে মোট ৬টি গাভী রয়েছে। এছাড়া তার আরও ১০ থেকে ১২টি ছাগলও রয়েছে। পরিশ্রমী সুন্দরী বেগমের প্রায় ৫০/৬০ টি হাঁস মুরগীও রয়েছে। ইতোমধ্যে সুন্দরী বেগম অত্র এলাকার একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। নির্মাণ করেছেন বসবাসের জন্যে একটি পাকাবাড়ি। বাড়ির সাথেই আছে ছোট একটি পুকুর সেখানে মাছের চাষ করেন, যা থেকে তার পরিবারের মাছের চাহিদা পূরণ হয়। পাশাপাশি মাছ বিক্রি করেও সংসারে আর্থিক চাহিদা পূরণ করেন। পুকুর পাড়ে চাষ হয় সবজি। এতে তার সবজির চাহিদা পূরণ হয়। বলতে গেলে কিনে খেতে হয় না কোন সবজি। মাঝে মাঝে তিনি অতিরিক্ত উৎপাদিত সবজি পাশের বাজারে বিক্রি করে থাকেন। এতে পরিবারে যেমনটি গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এর পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিকভাবে সাবলম্বি সুন্দরী বেগমের সংসারে যেকোন সিদ্ধান্ততেও তাহার মতামতকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়। ইতোমধ্যে সুন্দরী বেগম ৩ বিঘা ফসলী জমি ক্রয় করেছেন। আধুনিক জীবনের নিত্যদিনের ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন পণ্য সবকিছুই বিদ্যমান যেমন বৈদ্যুতিক রাইস কুকার, ফ্যান, গ্যাসে রান্না করা সহ ফ্রিজ, টেলিভিশন ও স্মার্ট ফোন ব্যবহার করছেন। প্রকল্পের সহায়তায় সুন্দরী বেগম তার কঠোর পরিশ্রম ও সততা আর নিষ্ঠাকে সম্বল করে তাহার জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলছেন।

**কেস স্টাডি-৪:**

## সাথী বেগমের গল্প

পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার মদনপুরা ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি গ্রাম মাঝপাড়া গ্রামের গৃহবধু সাথী বেগম। স্বামী মো: হারুন শরীফ বেকার থাকায় তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। এ কারণে সাথী বেগমের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তিনি অভাবের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজছিলেন। এমনি অবস্থায় সাথী বেগম তার এক প্রতিবেশির কাছে ইরেসপো প্রকল্পের মাঝপাড়া মহিলা সমিতির কার্যক্রম বিষয়ে জানতে পারেন এবং ২০১৩ সালে সমিতির সদস্য হন। সমিতির উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ ও নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রকল্প হতে সাথী সেলাই প্রশিক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রকল্প থেকে ১ম দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে সেলাই কার্যক্রম শুরু করেন। সেলাই কার্যক্রম থেকে অর্জিত টাকা এবং প্রকল্প থেকে ২য় দফায় ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে কাপড় ক্রয় করে বাড়িতেই কাপড় বিক্রি ও সেলাই কাজ একসাথে করেন। পরবর্তীতে তিনি ৩য় দফায় ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে নতুন ১টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে একজন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দু'জনে বাড়িতে বসে সেলাই কাজ ও কাপড়ের ব্যবসার মাধ্যমে সাথী বেগমের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সাথী বেগম প্রতিবারই প্রকল্প থেকে গৃহীত ঋণের টাকা সেলাই ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন এবং নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় জমা করেন। এভাবে সে পর্যায়ক্রমে ৪র্থ দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ২,৮০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে ০৩জন কর্মচারী নিয়ে দর্জি ও কাপড়ের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পূর্বে তিনি গৃহিণী হিসেবে কাজ করতেন, তাঁর ব্যক্তিগত আয়ের কোন সংস্থান ছিল না। বর্তমানে তিনি মাসিক ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা আয় করছেন। সাথী বেগম সাধনামনি লেডিস

চিত্রঃ সাথী বেগমের টেইলার্স

চিত্রঃ সাথি বেগমের টেইলার্সে কর্মরত অন্যান্য নারী

টেইলার্স নামক প্রতিষ্ঠানে মোট ৪টি সেলাই মেশিন রয়েছে। তিনি সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকেও সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সমিতির উঠান বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ ও প্রকল্প পরিচালিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুবাদে তিনি বর্তমানে নারী অধিকার, নারী শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাল্য-বিবাহ, যৌতুক প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতন করার জাজে লিপ্ত রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর একটি পাকা দেয়ালের উপর টিনের ছাউনি ঘর রয়েছে। তার বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পাকা পায়খানা ব্যবহার করেন। ছেলে মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যায়। ইরেসপো প্রকল্পের মাধ্যমে সাথী বেগমের ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

**কেস স্টাডি-৫:**

## আইরিন পারভীনের সফলতার কাহিনী

দক্ষিণ বাঙ্গালার প্রাণকেন্দ্র বরিশাল জেলার প্রবেশদ্বার ও বরিশাল এয়ারপোর্ট এর পূর্ব পার্শ্বে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পশু পালন বিভাগের মূল ফটকের বিপরীতে ঐতিয্যবাহী বাবুগঞ্জ উপজেলার খানপুরা গ্রামের মৃত এ,কে,এম সুলতান নাসির উদ্দিনের স্ত্রী বিধবা আইরিন পারভীন। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে একাকি পথ চলতে শুরু অবস্থায় প্রতিবেশি ঝর্না রানী সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন। ইরেসপো প্রকল্পের পূর্ব খানপুরা মহিলা সমিতির ম্যানেজার ঝর্না রানী পরামর্শেই আইরিন পারভীন ২০১৬ সালে সমিতির সদস্য হন। তিনি সদস্য পদ লাভের পর থেকেই সমিতির সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা শুরু করেন এবং প্রকল্পের উপজেলা দপ্তর হতে তাকে গবাদি পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্পের সমিতি হতে ১ম দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি বকনা বাছুর কিনে গাভী পালন শুরু করেন। পরবর্তী বছরে উক্ত গাভী থেকে আরও একটি বকনা বাছুরের জন্ম নেয় এত তার গাভী পালনের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। প্রকল্প থেকে আইরিন ২য় দফায় ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে আরও একটি গাভী ক্রয় করে ভালোভাবে গাভী পালন কার্যক্রম শুরু করেন। ইতোমধ্যে ১ম গাভীটির দুধ বিক্রি শুরু করেন এতে তার সংসারের স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করে। আইরিন ৩য় দফায় ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে উন্নত জাতের ০৩টি ছাগল ক্রয় করেন। বছরান্তে ০৩টি ছাগলের আরও ০৯টি বাচ্চা দিলে তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। এক পর্যায়ে আইরিন পারভীন তার নিজের জমানো সমগ্র অর্থ এবং প্রকল্প হতে ঋণ সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে ছাগল পালন কর্মকান্ডে শুরু করেন এবং নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। এভাবে তিনি প্রকল্প থেকে ৪র্থ দফায় ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে সে উন্নত জাতের ০৪ টি ছাগল ক্রয় করেন। উল্লেখ্য, আইরিন পারভীনের একমাত্র ছেলে আবির লেখাপড়ার পাশাপাশি মার সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতায় করতে থাকেন।

চিত্রঃ আইরিন পারভীনের গরুর খামার

চিত্রঃ আইরিন পারভীনের কবুতরের খামার

এভাবেই আইরিনের খামারের পরিধি বাড়তে থাকে। তিনি ২০১৯ সালে ৫ম ধাপে ১ম বার ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ও ৬ষ্ঠ দফায় ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে গরুর খামারের পাশাপাশি কবুতরের খামার শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর খামারে ১৬৫ টি কবুতর রয়েছে। বর্তমানে আইরিনের খামারে ০৮টি বিদেশি গরু, ৩৫টি ছাগল এবং ১৬৫টি কবুতর আছে। বর্তমানে তার জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫২,৪২১/- টাকা, মাসিক আয় ২০,০০০/- টাকা এবং ০২জন শ্রমিক কর্মরত আছে। আইরিনের সাফল্য দেখে গ্রামের অনান্য মহিলাদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পূর্বে তাঁর আয়ের কোন সংস্থান ছিল না। অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রকল্পের মাধ্যমে আইরিন বেগমের দিন বদল হয়েছে। ফিরেছে তার সুদিন। বর্তমানে আইরিন স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হওয়ার কারণে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

**কেস স্টাডি-৬:**

## হালিমা খাতুনের সফলতার কাহিনী

চিত্রঃ হালিমা খাতুনের গাভী পালন

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার মাঝসখিপুর পশ্চিমপাড়ার গ্রামের মোছা: হালিমা খাতুন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্পের মাঠ সংগঠকের সহায়তায় মাঝসখিপুর পশ্চিমপাড়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতিতে প্রাথমিক সদস্য হন। সমিতিতে যোগদানের পূর্বে হালিমা খাতুন ছিলেন সম্বলহীন দরিদ্র দিনমজুরের গৃহবধু। পরিবারিক অস্বচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে তিন বেলা ঠিকমত খেতে পারতেন না। বেড়ার ঘরে বাস করা হালিমার তেমন কোন কর্ম ছিল না, ইরেসপো প্রকল্প হইতে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে একটি বকনা বাছুর কিনে হালিমার গাভী পালন কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী বছরে এই বকনা বাছুর থেকে আরও একটি বকনা বাছুরের জন্ম হয়। ইরেসপো সমিতি থেকে ২য় বার ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি ছোট গরুর ঘর তৈরীসহ আরও একটি গাভী ক্রয় করেন। এভাবে দুধ বিক্রির মাধ্যমে হালিমার সংসারের স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করে। তিনি ইরেসপো সমিতি থেকে ৩য় দফায় ৩৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরও একটি গাভী কিনেন এবং গাভীর পরিচর্যা করতে থাকেন। অত:পর ইরেসপো প্রকল্প হতে ২০১৭ সালে উদ্যোক্তা হিসাবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে তার গরুর পালন খামার আরও বৃদ্ধি করেন। একটি গরু ও দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে গ্রামে ৫ কাঠা জায়গা ক্রয় করে গাভীর খাদ্যের জন্য উন্নত জাতের বিদেশি ঘাস চাষ করেন এবং ভালভাবে গাভীর পরিচর্যা করেন। তিনি ২০১৯ সালে ইরেসপো প্রকল্প হইতে আরও ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ নিয়ে আরও একটি বিদেশি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করেন। এভাবেই হালিমার সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। হালিমা বেগম বর্তমানে স্যানিটারী লেট্রিনসহ একটি সেমিপাকা ঘরে বাস করেছেন। বর্তমানে তার খামারে ০৪টি গাভী ও বাছুরসহ মোট গরুর সংখ্যা ০৬টি।

চিত্রঃ হালিমা খাতুনের গাভী পালন

হালিমা বেগমের ইরেসপো প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ হিসাবে বিভিন্ন দফায় মোট ৬,৫৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তার জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩০,১৪৯/- টাকা। প্রতিদিন তাহার গাভীর দুধ বিক্রি বাবদ আয় হয় ৫০০/- টাকা এবং মাসিক আয় প্রায় ১৫,০০০/- টাকা। হালিমা বেগম তার ছেলে এবং মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি বর্তমানে তিনবেলা খেতে পান, তার খামার পরিচর্যার জন্য একজন কর্মী রেখেছেন অর্থাৎ তিনি নিজেই শুধু আর্থিক ভাবে লাভবান হননি অন্যের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন। তার পরামর্শে অনেকে গাভী পালন করায় ব্রাকের আড়ং ও মিল্ক ভিটা তাদের কর্মীর মাধ্যমে উক্ত গ্রাম থেকে সরাসরি দুধ সংগ্রহ করে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করে আসছেন। হালিমা বেগমের কারণেই আজ মাঝসখিপুর গ্রাম একটি গাভীর দুধ বিক্রির গ্রাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। একজন হালিমার প্রচেষ্ঠা এবং উদ্বুদ্ধকরণের ফলে অনেক বেকার কর্মহীন মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। তাঁরা এখন তিন বেলা খেতে পারেন, ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠাতে পারছেন। ইরেসপোর প্রকল্পের কর্মীর সহযোগীতায় জেলা/উপজেলা প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন জাতিগঠন মূলক দপ্তরের সাথে হালিমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। বিভিন্ন বাজার যাচাই করে তিনি উৎপাদিত কৃষি/অকৃষি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করেন। এভাবেই একজন হালিমার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হতে পারে।

**কেস স্টাডি-৭:**

## মমতাজ বেগম এর সফলতার কাহিনী

পরিশ্রম ও কাজের প্রতি একাগ্রতা সেই সাথে ঋণ সুবিধা একজন অসহায় নারীকে কতটা স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে তার সফল উদাহরণ বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার সম্মানকাঠী গ্রামের মোঃ তরিকুল ইসলামের স্ত্রী মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগম ছিলেন এক অভাব গ্রস্ত অসহায় নারী। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে নিষ্পেষিত ছিল তাদের জীবন। স্বামী মোঃ তরিকুল ইসলাম ছিলেন একজন দিনমজুর। কখনও অনাহারে কখনও অর্ধাহারে তাদের জীবন কেটেছে। বছরের কিছু সময় খাদ্যের ঘাটতি নিয়ে সংসার পরিচালনা করতেন। সমিতির সদস্য হওয়ার পূর্বে তার মাটির দেয়ালের উপর

চিত্রঃ মমতাজ বেগমের মুরগি পালন

টিনের ছাউনি ছিল। শুধুমাত্র খাওয়ার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতো, স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করতো এবং একজন ছেলে স্কুলে যেতো। শত চেষ্টা করেও তাঁর স্বামী সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে পারছিলেন না। দুটো পয়সার মুখ দেখার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন মমতাজ বেগম। কিন্তু কোথাও তার কাজের সন্ধান মেলেনি। হঠাৎ একদিন বিআরডিবির আওতাধীন ইরেসপো প্রকল্পের মাঠ সংগঠক হিরামন মিস্ত্রীর সাথে তাঁর কথা হয়। তিনি মমতাজ বেগম এর দুঃখের কাহিনী শোনেন। সব শুনে তিনি তাকে ইরেসপো প্রকল্পের সমিতির সদস্য হতে পরামর্শ দেন এবং সমিতির নিয়ম কানুন বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেন। মমতাজ বেগম ২৯/১২/২০১৫ তারিখে পূর্ব সম্মানকাঠী মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন।

চিত্রঃ মমতাজ বেগমের পোলট্রি মুরগির খামার

সমিতির নিয়ম অনুযায়ী পুঁজি গঠনের নিমিত্তে তিনি নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে থাকেন এবং ২০১৬ সালে প্রথম দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) ঋণ গ্রহণ করেন। স্বল্প পুঁজির এই টাকা দিয়ে মমতাজ বেগম তাঁর সহজাত দক্ষতা এবং প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে ২০০টি লেয়ার মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এভাবেই স্বপ্ন দেখা থেকেই শুরু হয় মমতাজ বেগমের পথচলা। এরপর তাকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। মুরগী থেকে প্রাপ্ত ডিম বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন এবং কিছু টাকা সঞ্চয় করেছেন। স্ত্রীর উন্নয়ন দেখে স্বামী মোঃ তরিকুল ইসলামও ফার্মের কাজে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ দফায় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণসহ সাত দফায় মমতাজ বেগম ২,৯০,০০০/- (দুই লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তার মুরগীর ফার্মকে বড় করেন। বর্তমানে মমতাজ বেগম এর মুরগীর ফার্মে ৭০০টি লেয়ার মুরগী রয়েছে। তিনি ফার্ম থেকে গড়ে প্রতিদিন ৫০০টি ডিম পেয়ে থাকেন। তার ফার্ম দেখাশুনা করার জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করেছেন যার মাসিক বেতন ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা। ফার্ম থেকে মমতাজ বেগমের মাসিক নীট আয় ২৬,০০০/- (ছাব্বিশ হাজার) টাকা। তার আয় থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেও মাসে অনেক টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর ০২টি ছেলে ও স্বামী নিয়ে সুখের সংসার। ২ ছেলে নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। তাঁরা স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করছেন ও আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি পান করছেন। তাঁর পাকা দেয়ালের উপর টিনের ছাউনি রয়েছে। এছাড়া মমতাজ বেগম বিভিন্ন সমাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছেন। ফলে আর্থিক উন্নতির সাথে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মমতাজ বেগমের কাছে তার উন্নয়নের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, ইরেসপো প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, চাহিদামত ঋণ সহায়তা প্রাপ্তি, সর্বোপরি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগীতায় আজ তিনি স্বাবলম্বী। বিআরডিবির ইরেসপো প্রকল্পই আজ তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। মমতাজ বেগম তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ইরেসপো প্রকল্প ও সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

### ৩.১৫ Exit Plan পর্যালোচনা:

ডিপিপি/আরডিপিপিতে টেকসইকরণ পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই টেকসইকরণ পরিকল্পনা আরও সুনির্দিষ্টভ হওয়া প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ডিপিপি প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্ট একটি টেকসই পরিকল্পনা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। প্রকল্পের কাজ টেকইসকরণে কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে যেমন- প্রকল্পের আওতায় এলাকাগুলোর চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পিউটার ফ্রিল্যান্সিং, হস্তশিল্প, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, কৃষি ও অকৃষি ইত্যাদি)। ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। উপকারভোগী  সদস্যগণের মাধ্যমে নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভীপালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগী পালন, শাক সবজি চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। উপকারভোগী  সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট তৈরি করে তাদের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) বিশ্লেষণ

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) -২য় সংশোধিত"** প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল দিকসমূহ ও দুর্বল দিকসমূহ, সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদত্ত হলো:

| প্রকল্পের সবল দিকসমূহ | প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ |
|---|---|
| ▪ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অপারেশন ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী প্রকল্প কর্মকান্ড পরিচালনা করা;<br>▪ অনলাইন-ভিত্তিক সফটওয়্যার চালুকরণের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত এবং সকল উপকারভোগী সদস্যদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি;<br>▪ প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৯৭টি বেশি সমিতি গঠন এবং ২১৯৪ জন উপকারভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা;<br>▪ প্রকল্পকালীন সময়ে ৩০.১১% বেশি আমানত/সঞ্চয় সংগ্রহ সংগ্রহ ও ক্রমপুঞ্জিত ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ বিতরণ এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৮১%;<br>▪ পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক;<br>▪ আয়বর্ধক কর্মকান্ড শুরু করার জন্য উপকারভোগীদের বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ প্রদান; | ▪ মাঠ পর্যায়ে বিতরণকৃত ৫,২৫,২৯৫১.০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপি ঋণ আদায় না হওয়া;<br>▪ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই না করা;<br>▪ অপর্যাপ্ত ঋণ, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ক্লাসরুম প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনসাইট প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা;<br>▪ নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া,<br>▪ ঋণ পরিচালন নীতিমালায় ঋণ গ্রহীতার বা পরিবার প্রধানের মৃত্যু জনিতকারণে ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা না থাকা বা ঋণের জন্য বীমা ব্যবস্থার সুযোগ না থাকা;<br>▪ প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনেতিক বিশ্লেষণ না করা এবং আরডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনায় (Annexer-III (a), III (b), III (c), সঠিকভাবে সন্নিবেশিত না থাকা। |
| **প্রকল্পের সুযোগসমূহ** | **প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ** |
| ▪ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।<br>▪ প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূল স্রোত ধারায় আনার সুযোগ রয়েছে;<br>▪ নারীর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে মোট উৎপাদনে ইতিবাচক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে;<br>▪ ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল বৃদ্ধি করে এ ধরণের প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাসের সুযোগ রয়েছে। | ▪ প্রকল্পের অন্যতম ঝুঁকি হলো মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণ আদায় না হওয়া;<br>▪ ঋণের যথাপোযুক্ত ব্যবহার না হলে উপকারভোগী সদস্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;<br>▪ এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে এবং সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করলে সে সদস্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে;<br>▪ সমিতির ম্যানেজার এবং প্রকল্পের যে সকল কর্মচারী সদস্যদের অর্থ আদায় এবং জমা করার দায়িত্ব পালন করছেন তাদের অসততা বা দুর্নীতি ঝুঁকি; |

### প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) পর্যালোচনা:

ইরেসপো প্রকল্পের অন্যতম সবলদিক হচ্ছে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মোট ৫৯টি উপজেলা অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং এই ৫৯টি উপজেলা অফিসের মধ্যে ৫১টি কার্যালয় প্রকল্প হতে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিআরডিবির প্রকল্পভুক্ত ১২৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে বিআরডিবি দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৯৭টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে মোট ২১৯৪ টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ২১৯৪ জন উপকারভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তৃত, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। নারীর ক্ষমতায়ন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, উঠান বৈঠক, ঘূর্ণায়মান তহবিল, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস;

এ প্রকল্পের বেশ কিছু দুর্বলদিক লক্ষ্য করা গিয়েছে- প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। তাই উপকারভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা আবশ্যক। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানদন্ড/গাইডলাইন সঠিকভাবে অনুসরণ না করা, অপর্যাপ্ত ঋণ, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং তত্বীয় (Theritical) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনসাইট প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা প্রকল্পের অন্যতম দুর্বল দিক বলে প্রতীয়মান হয়েছ। এছাড়া সংশোধিত ডিপিপি এবং আরডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনায় (Annexer-III (a), III (b), III (c), সঠিকভাবে সন্নিবেশিত না থাকা এবংঅনেক ক্ষেত্রে ঋণ পরিচালন নীতিমালা (Operation Manual) অনুসরণ করে উপকারভোগী সঠিকভাবে নির্বাচন করা হয়নি। এছাড়াও, গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত প্রকল্পের মাঠ সংগঠক অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কয়েকজনের সাথে আলাপের ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন করেছেন। ফলে, নীতিমালা বহির্ভূত কিছু সচ্ছল ব্যক্তি সমিতিভুক্ত হয়েছেন, অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু দরিদ্র ব্যক্তি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিআরডিবির সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, উপকারভোগী সদস্যদের ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধন, পুঁজি গঠন ও বিকাশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকাতে গ্রামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং উপকারভোগী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকারভোগী সদস্যগণের আয় উৎসারি কর্মকান্ডের পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের বেশিরভাগ উপকারভোগী নারী সদস্য হওয়াতে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ জীবন-মানের উন্নয়ন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের উন্নয়নের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং এক হাতে একাধিক ঋণ গ্রহণ করলে সদস্যের আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকবে। প্রকল্প ও ঋণের ধারাবাহিকতা না থাকলে সম্পদ ও মূলধনের পরবর্তী ব্যবহার ঝুঁকির আশংকা তৈরি হতে পারে। ঋণের টাকা শতভাগ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার না করতে পারলে উপকারভোগী সদস্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে এবং সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করলে সে সদস্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। মূলত সদস্যদের ঋণের টাকার শতভাগ ব্যবহার এবং ঋণ বিতরণে ওভারল্যাপিং না হলে উপরোক্ত ঝুঁকিগুলো উপশম করা যাবে বলে প্রতীয়মান হয়।

# পঞ্চম অধ্যায়
# সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় রেখে সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে দেয়া হলো-

**৫.১ প্রকল্প সংশোধনের কারণ পর্যবেক্ষণ:** জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ বাস্তবায়নের ফলে প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে বেতন ভাতাদি বাবদ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রকল্পের অতিরিক্ত সময়ের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী আর্থিক সহায়তায় আইজিএ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত (৬ মাস) মেয়াদ এবং ১৩১৩৯.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৫৬৮৪.৯৯ লক্ষ টাকা বা ৭৬.২৫% বৃদ্ধি) বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধন এবং পরবর্তীতে জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০১৮ মেয়াদে এবং ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা (মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৮২৭৯.১৭ লক্ষ টাকা বা ১১১.০৬% বৃদ্ধি) বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনের কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। প্রকল্প সংশোধনের কারণ যৌক্তিক ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয় (RDPP পৃষ্ঠা-২, ১২ ও ১৩)।

**৫.২ সমিতি গঠন পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পের ঋণ বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাস্তবে ২৭৮৪টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ২৭৮৪টি সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবে প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ২৮৮১টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমিতি গঠনের সময় এলাকা নির্বাচন, উপকারভোগী সদস্য জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (Operation Mannual) অনুসরণ করা হয়েছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ ৩.২ (ক) ও ৩৫, অনুচ্ছেদ-৩.২ (গ), সারণি-৩.৪ ও অনুচ্ছেদ-৩.৫ দ্র:)।

**৫.৩ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি পর্যবেক্ষণ:** অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী গ্রামীণ ৭৬২৫০ জন উপকারভোগীর দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প সময়কালে বাস্তব চাহিদার আলোকে ৭৮৪৪৪ জন উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ২৭৮৪ জন উপকারভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, প্রকল্পের আবর্তক ঋণ বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক সংখ্যক উপকারভোগী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাদেরকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (ক); (গ) সারণি-৩.৪, ও অনুচ্ছেদ-৩.৫ দ্র:)।

**৫.৪ উপকারভোগী সদস্যের পুঁজি/আমানত গঠন পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ১৬.১৪ কোটি টাকার পুঁজি/আমানত গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবে উপকারভোগীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে মোট ২১.০০ কোটি টাকার পুঁজি/আমানত গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে প্রত্যক সদস্য গড় সঞ্চয় স্থিতি ২৬৭৭.০০ টাকা। উপকারভোগীর ৮১.৭০% এখন নিয়মিত সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়েছেন (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (ক), অনুচ্ছেদ-৩.৫. দ্র:, ও অনুচ্ছেদ-৩.৫ ও ৬১ দ্র:)।

**৫.৫ ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পে মেয়াদে সমিতিভুক্ত মোট ৭৮৪৪৪ জন সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ৩৯৪১৩.৫১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮.৮১% (ক্রমপুঞ্জিত)। বাস্তবে কিছু কিছু উপকারভোগী সদস্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং এক হাতে একাধিক উপকারভোগীর ঋণ গ্রহণের ফলে ঋণ আদায়ের ঝুঁকির সুষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের কিস্তি ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাস এবং উপকারভোগীদের ঋণ প্রদানের কম পক্ষে ৩ মাস পর থেকে কিস্তি আদায় শুরু করলে শতভাগ ঋণ সংগ্রহ সম্ভব হবে

মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া, ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বিবেচনায় ঋণের চাহিদার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা প্রয়োজন (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (গ) অনুচ্ছেদ ৩.৪ এবং সারণি-৩.২০, ও অনুচ্ছেদ-৩.৫, ৬০ ও ৬১ দ্র:)।

**৫.৬ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আইজিএ বিষয়ে ৫১৪৩৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৭২৯০ জন উপকারভোগী সদস্যকে নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া নার্সারি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, মসলা জাতীয় ব্যবসা, দুধ দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য তৈরি ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহিত করে তত্ত্বীয় (Theoretical) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রদর্শনীমূলক/অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। সমিতির আপগ্রেডেট সদস্যকে দীর্ঘ মেয়াদী (১মাস বা ৩মাস) প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্যারাটেকনিশিয়ান (প্যারাটেক/প্যারাভেট) তৈরী করা প্রয়োজন ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (ক), ৩৫, ৩৬, অনুচ্ছেদ ৩.৪, ৫৯, ৬০, অনুচ্ছেদ ৩.৫, সারণি-৩.১৪ দ্র:)।

**৫.৭ কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্ট সহায়তা বা ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৫৩২৫৩ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি (৯৩.৩%) উপকারভোগী সদস্য প্রকল্পের আওতাধীন সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্যের মাধ্যমে ২-৩ জন করে আরও বেশ কিছু সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এলাকাগুলোর চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যেমন: মোবাইল মেরামত, বিউটিফিকেশন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পিউটার, ফ্রিল্যান্সিং, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রদান করে নির্দিষ্ট কাজের ওপর ঋণ প্রদান করলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে মর্মে প্রতীয়মান হয় (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৪, ৫৯, ৬০, অনুচ্ছেদ ৩.৫ ও সারণি-৩.২৬ দ্র:)।

**৫.৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন:** অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি উপকারভোগীরা প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে সংসারের অভাব মিটাতে পারছেন। অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৮৬.৬০% উত্তরদাতার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য ঘাটতি ছিল এবং বছরে খাদ্য ঘাটতি ছিলনা এমন পরিবার ছিল মাত্র ১৩.৫০%। অপরদিকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী পরিবারের কোন সময় খাদ্য ঘাটতি নেই বরং ৫৬.৬০% উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৩৪.১০% উপকারভোগী সদস্য মাটির তৈরী গর্ত এবং ৬৫.৮০% উত্তরদাতা স্যানেটারী পায়খানা ব্যবহার করতো। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী সদস্য স্যানেটারী পায়খানা ও পাকা পায়খানা ব্যবহারে করেন। বর্তমানে তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৪, সারণি- ৩.১৭, সারণি- ৩.১৮ সারণি- ৩.২১)।

**৫.৯ নারীর ক্ষমতায়ন:** প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সকলেই নারী। বর্ণিত প্রকল্পে বাস্তবায়নের ফলে নারীদের যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। বর্তমানে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে ৮৩.০০% ভাগ উপকারভোগী সদস্যই যৌথভাবে পরিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। প্রায় সকল উপকারভোগী নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রেখেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৪, অনুচ্ছেদ ৩.৫ ও ৩.২৬ দ্র:)।

**৫.১০ বিআরডিবি এর সক্ষমতা বৃদ্ধি:** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিআরডিবি এর ১৫টি জেলায় ৫৯টি উপজেলা অফিসের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫১টি অফিস ভবনের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ডিপিপি/আরডিপিপিতে বাজেট বরাদ্দের সংস্থান নেই। কিছু অফিস ভবনের বাথরুমের দরজা ও প্লাস্টারের সমস্যা দেখা

দিয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অফিস ভবনের সংস্কার ও মেরামতের জন্য বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা প্রয়োজন। বিআরডিবির প্রকল্পভুক্ত ১২৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে বিআরডিবির মাঠ পর্যায়ে দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিআরডিবি বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছে। উক্ত অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রকল্পতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে আসবে (বিস্তারিত, সারণি: ৩.৩ দ্রষ্টব্য)।

**৫.১১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:** পণ্য ক্রয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান ক্রয় ছিল, জিপগাড়ি-০২টি, মাইক্রোবাস-০১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ-০৩টি, মোটরসাইকেল-৭১টি (১২টি স্কুটিসহ), ফটোকপিয়ার-০৩টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-০৫টি, কম্পিউটার সামগ্রী ও আইটি-৮০টি, প্রিন্টার-৮০টি, সার্ভার, ল্যান যন্ত্রপাতি, মাল্টিমিডিয়া-০২টি, এয়ারকন্ডিশন-০২টি, অফিস আসবাবপত্র ইত্যাদি। প্রকল্পের সকল পণ্য ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর আইন/বিধি এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কার্য ক্রয়ের আওতায় সর্বমোট ৫১টি ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল। মূলত: প্রকল্পের আওতায় ৫৯টি উপজেলার মধ্যে ৫১টি উপজেলায় প্রকল্প অফিস ভবন নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ১৪০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উম্মুক্ত দরপত্র ও সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে কার্য ক্রয় করা হয়েছে এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১২৭৭.৩৯৪ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি মূল্য থেকে ৪০.৫৩ (৮.৭৬%) লক্ষ টাকা কম। পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর আইন/বিধি অনুসরন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সেবা ক্রয়ের ০৩টি প্যাকেজ ছিল। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ড্রয়িং, ডিজাইন ও সুপারভিশন কাজের জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজের একজন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৪ জন অফিস সহায়ক নিয়োগে পিপিআর ২০০৮ এর আইন/বিধি অনুসরন করা হয়েছে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৩ পৃষ্ঠা-৪২ থেকে ৫৭)।

**৫.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন কিংবা বেইজলাইন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নকালীন বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সমীক্ষাকালীন সময়ে প্রকল্পের বেইজলাইন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন না থাকায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপকারভোগী দের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যাদি জানা যায়নি। এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১ জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী শতভাগ জনবল নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প শেষে নিয়োগকৃত সকল জনবলকে কর্মসূচিতে স্থানান্তরিত করে কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী এখনও ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট নিস্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৭.২, ৩.৭.৩ দ্র:, ৩.৭.৪ দ্র:)।

**৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ:** ডিপিপি/আরডিপিপিতে টেকসইকরণ পরিকল্পনা রয়েছে। যা সুনির্দিষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ডিপিপি প্রণয়নের সময় আরও সুনির্দিষ্ট একটি টেকসই পরিকল্পনা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। প্রকল্পের কাজ টেকইসকরণে কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে যেমন- প্রকল্পের আওতায় এলাকাগুলোর চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পিউটার ফ্রিল্যান্সিং, হস্তশিল্প, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, কৃষি ও অকৃষি ইত্যাদি)। ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। উপকারভোগী সদস্যগণের মাধ্যমে নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভীপালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগী পালন, শাক সবজি চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। উপকারভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট তৈরি করে তাদের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়
# সুপারিশমালা ও উপসংহার

"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২টি বিভাগের ১৫টি জেলা এবং ৫৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প ফলাফল থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি দিকসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প ফলাফলকে টেকসইকরণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হল:

## ৬.১ সুপারিশমালা

১. প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীর ধারাবাহিক উন্নয়ন হয়েছে এমন সদস্যদেরকে পর্যায়ক্রমে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূলধন সাপোর্ট সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.৩);

২. ফুল চাষ, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, নার্সারি, মসলা জাতীয় ব্যবসা, দুধ দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য তৈরি ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহিত করে তত্ত্বীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাস্তবভিত্তিক প্রদর্শনীমূলক বা অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.৬);

৩. প্রকল্পের আওতায় এলাকাগুলোর চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পিউটার, ফ্রিল্যান্সিং, হস্তশিল্প, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, কৃষি ও অকৃষি ইত্যাদি) (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ:৫.৭);

৪. ভবিষ্যতে উপকারভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট তৈরি করে তাদের মাধ্যমে সমিতির উপকারভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.৬);

৫. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অফিস ভবনের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ডিপিপি/আরডিপিপিতে কোন বাজেট বরাদ্দের সংস্থান নেই। ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অফিস ভবনের সংস্কার ও মেরামতের জন্য বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.১০);

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী ৩টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.১২);

৭. ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বিবেচনায় ঋণের চাহিদার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.৫);

৮. ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালীন বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই প্রতিবেদন তৈরি এবং ডিপিপিতে প্রকল্প টেকসইকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট Exit Plan অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৫.১৩) এবং

৯. প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সন্তোষজনক। পল্লী অঞ্চলের নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প দেশের প্রতিটি উপজেলায় ধারাবাহিক আকারে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

## ৬.২ উপসংহার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে সারা দেশের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদেরকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্ট সহায়তা বা ঋণ সহায়তা এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন আয় উৎসারি কর্মকান্ড (আইজিএ) বাস্তবায়নের ফলে পরিবারে বাড়তি আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটি উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ, আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসগৃহের উন্নতিসহ উপকারভোগীর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক সফলতার দিক বিবেচনা করে পল্লী অঞ্চলের নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সমগ্র উপজেলায় এরূপ প্রকল্প সম্প্রসারণ করে ঋণ সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

**তথ্যপুঞ্জি:**

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি।
- প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন।
- আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন।
- ক্রয় কার্যক্রমের দলিলাদি।
- অডিট আপত্তি দলিলাদি।
- বিআরডিবির ঋণ বিতরণ নিতীমালা।
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল।
- টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- PPA-2006, Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- PPR-2008, Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Bangladesh Bureau of the Statistics-2017, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথি/পত্র।
- স্থীর চিত্র।

**সংযোজনী-১**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার
**উপকারভোগীদের জন্য** প্রশ্নমালা

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A. তথ্যসংগ্রহের এলাকা/স্থান** | | | |
| ১। বিভাগ : | ২। জেলা: | | |
| ৩। উপজেলা: | ৪। ইউনিয়ন: | ৫। গ্রাম: | |
| **B. উত্তরদাতা সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য:** | | | |
| B১।উত্তরদাতার নাম: | | | |
| B২। সমিতির নাম: | | | |
| B৩। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির তারিখ: | | | |
| B৪। পিতা / মাতার / স্বামীর নাম: | | | |
| B৫। বয়স (বছর): | | | |
| B৬। ফোন/মোবাইল: ---------- | | | |
| B৭। আপনার বর্তমান পেশাঃ<br>*১. কৃষক, ২. ব্যবসা, ৩.ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৪.বেসরকারি চাকুরি, ৫. কৃষি শ্রমিক, ৬. সবজি/ফল বিক্রেতা, ৭.ছোট দোকানদার, ৮. দিন মজুর, ৯. গৃহিণি, ১০. বেকার, ১১. অন্যান্য উল্লেখ করুন.....* | | | |
| B৮। আপনার প্রকল্পে যোগদানের পূর্বের পেশাঃ<br>*১. কৃষি, ২. ব্যবসা, ৩.ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৪.বেসরকারি চাকুরি, ৫. কৃষি শ্রমিক, ৬. সবজি/ফল বিক্রেতা, ৭.ছোট দোকানদার, ৮.দিন মজুর, ৯. গৃহিণি, ১০. বেকার, ১১. অন্যান্য উল্লেখ করুন.....* | | | |
| B৯। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ<br>*১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩.৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪.দশম শ্রেণির নিচে*<br>*৫.এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬.এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে* | | | |
| B১০। আপনার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা: (i) পুরুষ জন, (ii) মহিলা জন , মোট----------জন | | | |
| B১১। আপনার পরিবারে লেখাপড়া করে এমন সদস্য সংখ্যা কত? ----------ছেলে ----------মেয়ে | | | |
| **C. আর্থ-সামাজিক অবস্থা:** | | | |
| C১। খানার (পরিবারের) মালিকাধীন জমির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) বসতবাড়ির (বাগান এবং পতিত সহ) জমি (শতাংশ) | | | |
| (ii) নিজ জমি নিজ চাষে (শতাংশ) | | | |
| (iii) বন্ধক বা লিজ নেয়া জমি (শতাংশ) | | | |
| (iv) নিজ জমি অন্যকে বর্গা দেয়া (শতাংশ) | | | |
| (v) অন্যের জমি বর্গা নেয়া (শতাংশ) | | | |
| C২। খানার (পরিবারের) বাসস্থানের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য (টিক চিহ্ন দিতে হবে) | | | |
| (i) বাঁশের বেড়ার উপরে ছনের ছাউনী | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (ii) মাটির দেয়ালের উপরে ছনের ছাউনী | | | |
| (iii) মাটির দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনি | | | |
| (iv) সম্পূর্ন টিনের বাড়ি | | | |
| (v) পাকা দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনি | | | |
| C৩। বাড়ির পয়:ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য (টিক চিহ্ন দিতে হবে) | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) উন্মুক্ত স্থান | | | |
| (ii) ঝোঁপ ঝার | | | |
| (iii) মাটির তৈরী গর্ত | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (iv) স্যানেটারী পায়খানা | | | |
| (v) পাকা পায়খানা | | | |
| C৪। খানার (পরিবারের) মোট উপার্জনকারি সদস্য সংখ্যা | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) পুরুষ | | | |
| (ii) মহিলা | | | |
| (iii) মোট | | | |
| C৫। খানার (পরিবারের) মাসিক আয় সম্পর্কিত তথ্য | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) উত্তরদাতার মাসিক আয় | | | |
| (ii) খানার অন্যান্য সদস্যদের মাসিক গড় আয় | | | |
| (iii) অন্যান্য উৎস থেকে আয় (জমিজমা, হাঁস-মুরগি, গোবাদি পশু, সেলাই, ইত্যাদি) | | | |
| (iv) মোট আয়- ( i) + (ii)+ (iii) | | | |
| C৬। খানার (পরিবারের) খাদ্য খাদ্য ঘাটতি/ খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত তথ্য (টিক চিহ্ন দিতে হবে) | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) সারা বছর খাদ্য ঘাটতি | | | |
| (ii) বছরের কিছু সময় খাদ্য ঘাটতি | | | |
| (iii) বছরের অধিকাংশ সময় খাদ্য ঘাটতি | | | |
| (iv) কোন খাদ্য ঘাটতি নেই | | | |
| (v) খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকে | | | |
| C৭। উত্তরদাতার বর্তমান সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) ইরেসপো সমিতির মাধ্যমে নিজস্ব সঞ্চয় জমা (টাকা) | | | |
| (ii) অন্যান্য সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় জমা (টাকা) | | | |
| (iii) ব্যাংকে নগদ জমা (টাকা) | | | |
| (iv) মোট সঞ্চয় জমা (টাকা) | | | |
| C৮। উত্তরদাতার ঋণ সম্পর্কিত তথ্য | অন্তর্ভুক্তির পরে | অন্তর্ভুক্তির পূর্বে | |
| (i) ইরেসপো সমিতি থেকে গৃহীত ঋণ (টাকা) | | | |
| (ii) ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ (টাকা) | | | |
| (iii) এনজিও/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ (টাকা) | | | |
| (iv) আত্মীয়/বন্ধু-বান্ধর থেকে গৃহীত ঋণ (টাকা) | | | |
| (v) অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত ঋণ (টাকা) | | | |
| **D. সমিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি** | | | |
| D১। আপনি এ প্রকল্পের সমিতিতে কি উদ্দেশ্য যোগদান করেছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)<br>১. ঋণ পাওয়া ২. প্রশিক্ষণ পাওয়া ৩. সঞ্চয় করা ৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, ৫. আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন, ৬) অন্যান্য উল্লেখ করুন..... | | | |
| D২। আপনি কি মনে করেন উক্ত সমিতেতে যোগদান করে লাভবান হয়েছেন? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | | |
| D৩। আপনি কি চান এই সমিতির কার্যক্রম চলমান থাক? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | | |
| D৪। সমিতিতে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দিতেন কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=মাঝে মধ্যে) | | | |
| D৫। ২০১৮ সাল পর্যন্ত আপনার কত টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছিল? ----------টাকা | | | |
| D৬। আপনার চাহিদা/প্রয়োজন হলে সঞ্চয় ফেরৎ পেয়েছেন? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | | |
| D৭। সঞ্চয়ের টাকা কোন কাজে খরচ করেছেন? …… | | | |
| D৮। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে কর্মসংস্থান করে নতুন কোন সম্পদ করে থাকলে সম্পদের মূল্য কত? (টাকায় উল্লেখ করুন)----------টাকা | | | |
| **E. ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি** | | | |
| E১। আপনি কত দফায় সর্বমোট কত টাকা ঋণ পেয়েছেন? .....দফায় .....টাকা | | | |
| E২। ঋণ পেতে কোন সমস্যা হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | | |

| | |
|---|---|
| হ্যাঁ হলে, কি সমস্যা ছিল? | |
| E৩। আপনি ঋণের টাকা কোন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যয় করেছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E৪। হ্যাঁ হলে, কি কি আয়বর্ধনমূলক কাজে ক্ষুদ্র ঋণের টাকা ব্যয় করেছেন? (একাধিক উত্তর)<br>১. গরু মোটাতাজা করণ, ২. দুগ্ধবতী গাভীপালন, ৩. ছাগল পালন, ৪. হাঁসমুরগী পালন, ৫. বসতবাড়ি বাগান চাষ, ৬. নার্সারি স্থাপন, ৭. অকৃষি ব্যবসা মোবাইল ফোন, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি মেরামত, ৮ হস্ত শিল্প, ৯. মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ১০. মৎস চাষ, ১১. ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১২.অন্যান্য.....। | |
| E৫। ঋণ গ্রহণের পর কিস্তি পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা হয়েছেল কি? (১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=কখনো কখনো) | |
| E৬। হ্যাঁ হলে, কি ধরণের অসুবিধা হয়েছিল? | |
| E৭। ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)<br>না হলে কেন পারেন নাই ? | |
| E৮। এই ঋণ গ্রহণ করতে কোন টাকা ব্যয় করতে হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E৯। হ্যাঁ হলে টাকার পরিমানঃ..... | |
| E১০। এই ঋণের সুদের হার কত ছিল ----------(%) | |
| E১১। ঋণ পাওয়ার পর কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে আপনার আয় বেড়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=একই) | |
| E১২। হ্যাঁ হলে আপনার বর্তমান বাৎসরিক আয় কত বৃদ্ধি পেয়েছে? .....টাকা | |
| E১৩। এই প্রকল্পে যোগদান করে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| **F. প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাদি** | |
| F১। এ প্রকল্পের আওতায় আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| F২। হ্যাঁ হলে, প্রশিক্ষণ এর বিষয়বস্তুগুলো কি ছিল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)<br>প্রশিক্ষণ ট্রেড কোড: ১-গাভী পালন, ২-গরু মোটাতাজাকরণ, ৩= ছাগল পালন, ৪= হাস-মুরগি পালন, ৫= কবুতর পালন, ৬- মুদি দোকান, ৭ দর্জি, ৮- তাঁতের কাজ, ৯-মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা, ১০ নকশী কাঁথা, ১১ ব্লক বাটিক, ১২. মৎস চাষ, ১৩- ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১৪-টুপি তৈরি, ১৫ শোপিছ তৈরি, ১৬ নার্সারি, ১৭ = শস্য চাষ, ১৮ শাক-সবজি চাষ, ১৯ সার তৈরি, ২০=ফল চাষ, ২১- ভার্মিজম্পোস্ট, ২২. মোবাইল সাভিসিং ও রিপেয়ারিং, ৩০ অন্যান্য.....। | |
| F৩। আপনি যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা কি হাতে কলমে, বাস্তবভিত্তিক ছিল? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| F৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্প অফিস কর্তৃক তদারকি করা হতো কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| F৫। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান আপনি বাস্তবে প্রয়োগ/ব্যবহার করতে পেরেছেন/পারছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| F৬। যদি না হয়, তবে কেন? (উত্তর একাধিক হতে পারে)<br>১- প্রশিক্ষণের নিম্নমান, ২ প্রশিক্ষণের মেয়াদ অল্প দিনের, ৩- প্রশিক্ষণের মাধ্যনে কোন দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়নি, ৪ হাতে- কলমে শিক্ষার সুযোগের অভাব, ৫= উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব, ৬= প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ নাই)। | |
| **G. প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে উপকারভোগীদের ধারণা:** | |
| G১. সমিতির সদস্য হওয়ার ফলে আপনার খানার অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে) | |
| ১. কর্মসংস্থানেরসুযোগ সৃষ্টি হয়েছে | |
| ২. অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে | |
| ৩. ঋণ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা হয়েছে | |
| ৪. আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে | |
| ৫. সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে | |
| ৬. আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি হয়েছে | |
| ৭. ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে | |
| ৮. বাসগৃহের উন্নতি হয়েছে | |
| ৯. খানার খাদ্য নিরাপত্তা হয়েছে | |

| | |
|---|---|
| G২. আপনার মতে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সুযোগগুলো কী কী? | |
| G৩. আপনার মতে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিগুলো কী কী? | |
| **G৪. প্রকল্পে** অন্তর্ভুক্তির পূর্বে **পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অংশগ্রহণ:**<br>১ = নিজে একক ভাবে, ২ = স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে, ৩ = পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যৌথভাবে, ৪ = সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ভূমিকা নেই, ৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) | |
| **G৫. প্রকল্পে** অন্তর্ভুক্তির পরে **পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অংশগ্রহণ:**<br>১ = নিজে একক ভাবে, ২ = স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে, ৩ = পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যৌথভাবে, ৪ = সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ভূমিকা নেই, ৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) | |

আপনার মূল্যবান মতামত ও সময় প্রদানের জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ---------- স্বাক্ষর ----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

**সংযোজনী-২**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার
**কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য খানা জরিপ** প্রশ্নমালা

| | | |
|---|---|---|
| **A. তথ্যসংগ্রহের এলাকা/স্থান** | | |
| ১। বিভাগ : | ২। জেলা: | |
| ৩। উপজেলা: | ৪। ইউনিয়ন: | |
| **B. উত্তরদাতার পারিবারিক তথ্যাদি** | | |
| B১। উত্তরদাতার নাম: ---------- | | |
| B২। উত্তরদাতা পুরুষ/মহিলাঃ ১. পুরুষ ২. মহিলা | | |
| B৩। পিতা / মাতার / স্বামীর নাম: ---------- | | |
| B৪। ফোন/মোবাইল: ---------- | | |
| B৫। বয়স (বছর): ---------- | | |
| B৬। উত্তরদাতার বর্তমান পেশাঃ<br>*১. কৃষক, ২. ব্যবসায়ী, ৩.ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৪. মাছ বিক্রেতা, ৫.চাকুরি, ৬. রিক্সা/ভ্যান চালক, ৭. কৃষি শ্রমিক, ৮. সবজি/ফল বিক্রেতা, ৯. ছোট দোকানদার, ১০. দিন মজুর, ১১. গৃহিণি, ১২. বেকার, ১৩ অন্যান্য.....* | | |
| B৭। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ<br>*১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩. ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪. দশম শ্রেণির নিচে ৫.এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬. এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে* | | |
| B৮। আপনার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা কত? ----------ছেলে ----------মেয়ে | | |
| B৯। আপনার পরিবারে লেখাপড়া করে এমন সদস্য সংখ্যা কত? ----------ছেলে ----------মেয়ে | | |
| B১০। আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?---------- টাকা | | |
| B১১। আপনার পরিবারের মাসিক ব্যয় কত?---------- টাকা | | |
| B১২। আপনার মাসিক আয় কত?---------- টাকা | | |
| **C. সমিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি** | | |
| C১। আপনি কি কোনো সমিতির সদস্য হয়েছেন? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | |
| C২। আপনি কি কোনো সমিতির সদস্য হতে চান? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | |
| C৩। বিআরডিবি এর প্রকল্পের ঋণ সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | |
| C৪। আপনার জানা মতে বিআরডিবি এর সমিতির সদস্য হয়ে কেউ কি উপকৃত হয়েছেন? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | |
| C৫। উত্তর হ্যা হলে, সমিতিতে যোগদানের পর কিভাবে উপকৃত হয়েছে সংক্ষেপে বলুন।<br>..... | | |
| C৬। আপনি কি কোন বিআরডিবির সমিতিতে যোগদান করতে চান? (১=হ্যাঁ, ২=না) | | |
| C৭। উত্তর হ্যা হলে, কি জন্য যোগদান করতে চান?<br>১) ঋণ পাওয়া ২) প্রশিক্ষণ পাওয়া ৩) নতুন আয় উপার্জন ৪) নতুন কাজ / সচেতনতা বিদ্ধি / ৫) আত্ন- কর্মস্থান ৬) অন্যান্য..... | | |
| C৮। আপনার কোন সঞ্চয় আছে কি না? | | |
| C৯। হ্যাঁ হলে, কোথায় সঞ্চয় করেন? ১. সমিতিতে, ২. এনজিওতে, ৩. ব্যাংকে<br>৪. অন্যান্য উল্লেখ করুন--------- | | |
| C১০। বর্তমানে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ:.....টাকা | | |

| | |
|---|---|
| C১১। সঞ্চয়ের টাকা কোন কাজে খরচ করেন? …… | |
| **D. ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি** | |
| D১। আপনি কোনো ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| D২। হ্যাঁ হলে কত টাকা? .....টাকা | |
| D৩। আপনি কোন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন? ১) ব্যাংক ২) এনজিও ৩) মহাজন ৪) অন্যান্য | |
| D৪। ঋণের টাকা কি কাজে ব্যয় করেছেন? ---------- ---------- | |
| D৫। ঋণ গ্রহণের পর কিস্তি পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি? ১) হ্যাঁ ২) না ৩) কখনো কখনো | |
| D৬। হ্যাঁ হলে, কি ধরণের অসুবিধা হয়েছিল? | |
| D৭। আপনার ঋণের সুদের হার কত ছিল ----------% | |
| D৮। আপনি কি মনে করেন বিআরডিবির সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ নিয়ে লাভবান হবেন? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| D৯। হ্যাঁ হলে কিভাবে লাভবান হবেন? ..... | |
| D১০। ঋণ পাওয়ার পর কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে আপনার আয় বাড়বে? (১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=একই) | |
| | |
| **E. প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত** | |
| E১। আপনি কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E২। হ্যাঁ হলে, কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? ---------- | |
| E৩। কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? প্রশিক্ষণ ট্রেড কোড: ১-গাভী পালন, ২-গরু মোটাতাজাকরণ, ৩= ছাগল পালন, ৪= হাস-মুরগি পালন, ৫= কবুতর পালন, ৬- মুদি দোকান, ৭ দর্জি, ৮- তাঁতের কাজ, ৯-বিউটি পার্লার, ১০ নকশী কাঁথা, ১১ ব্লক বাটিক, ১২, ১৩ শতরঞ্জি বুনন, ১৪-টুপি তৈরি, ১৫ শোপিছ তৈরি, ১৬ নার্সারি, ১৭ = শস্য চাষ, ১৮ শাক-সবজি চাষ, ১৯ সার তৈরি, ২০=ফল চাষ, ২১- ভার্মিজম্পোস্ট, ২৭ = রিক্সা-ভ্যান চালনা, ২=রাজ মিস্ত্রি, ২৮ = ইলেক্ট্রিশিয়ান, ২৯ মোবাইল ফোন টেকনিসিয়ান, ৩০ অন্যান্য। | |
| E৪। প্রশিক্ষণের মান কেমন ছিল? ১. ভাল, ২. খুবই ভাল, ৩, খারাপ, ৪, খুবই খারাপ, ৫. চলনসই | |
| E৫। আপনি কি মনে করেন প্রশিক্ষণ নিয়ে লাভবান হওয়া যায়? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E৫। বর্তমানে উক্ত প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E১৩। বিআরডিবি এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E১৪। আপনি কি বিআরডিবি এর প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নিতে চান? (১=হ্যাঁ, ২=না) | |
| E১৫। হ্যাঁ হলে, কেন বিআরডিবি হতে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী? | |
| E১৬। **পরিবারের সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অংশগ্রহণ:** ১ = নিজে একক ভাবে, ২ = স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে, ৩ = পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যৌথভাবে, ৪ = সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ভূমিকা নেই, ৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) | |

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

**সংযোজনী-৩**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য
**কেআইআই গাইডমালা**
**(প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে)**

**তারিখঃ**

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি: শাখা/সংস্থা:

দপ্তর/মন্ত্রণালয়:

১. প্রকল্পের কাংখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
২. ডিপিপির রূপরেখা অনুযায়ী বাস্তবে সমিতি গঠনের নীতিমালা কী ছিল?
৩. ৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত ঋণের কত শতাংশ আদায় হয়েছে? অনাদায়ী ঋণের ভবিষ্যত কী?
৪. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী গ্রামীণ পরিবারগুলোর ডাটা বেইজ তৈরি করেছেন কী? তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
৫. প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসম্পন্ন থাকলে তার কারণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
৬. পল্লী এলাকার উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় কী কী কাজ সম্পাদিত হয়েছে?
৭. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?
৮. এ প্রকল্পের Success stories গুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
৯. প্রকল্পের PIC ও স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং ডিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কি? কতগুলো মিটিং সম্পন্ন হয়েছে?
১০. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী এবং ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কী? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
১১. ক্রয়কৃত মালামাল/যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা কী?
১২. প্রকল্পের অর্জিত সম্পদ/দায় কার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে?
১৩. অডিট (ইন্টারনাল/এক্সটারনাল) আপত্তি আছে কি? থাকলে কতটি আপত্তি আছে? কতটি নিস্পন্ন হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
১৪. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ সিস্টেমগুলো বলুন।
১৫. বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ডিপিপি অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়েছিল কি?
১৬. এ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনার জন্য নতুন জনবলের প্রয়োজন ছিল কিনা? সে আনুযায়ী জনবলের সংস্থান হয়েছে কিনা? না হলে তার কারন ও জনবল নিয়োগের হালনাগাদ অবস্থা বর্ণনা করুন।
১৭. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী গ্রামীণ পরিবারের কত জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে?
১৮. প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তা ও নারী নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে কি?

১৯. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের জন্য কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে? প্রতিটি বিষয়ের মেয়াদ কতদিন ছিল?

২০. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে?

২১. দল গঠন ও ঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুসরণ হার (%) কত? এবং পাশ বইয়ের হিসাবের সাথে লেজার হিসাব পোস্টিং কত?

২২. সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত আর্থিক হিসাব কিভাবে সংরক্ষন করা হয় এবং কার্যক্রম মনিটরিং কিভাবে করা হয়?

২৩. প্রকল্পের আওতায় কত জনকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে?

২৪. আপনার জানা মতে প্রকল্পের আওতায় সবচেয়ে বেশি Success রেট কোথায় এবং অপেক্ষাকৃত কম Success রেট কোথায়?

২৫. প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

২৬. প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

২৭. প্রকল্পের সুযোগসমূহ সম্পর্কে বলুন।

২৮. প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

**সংযোজনী-৩/১**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য
**কেআইআই গাইডমালা**
**(স্থানীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে)**

**তারিখঃ**

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি: শাখা/সংস্থা:

১. আপনার এলাকায় দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের বিআরডিবির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

---

---

২. বিআরডিবির প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৩. আপনার এলাকায় বিআরডিবির প্রকল্পের ফলে আর্থ-সামাজিক কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে, কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

---

---

৪. বিআরডিবির প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমে আপনার এলাকায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

৫. উত্তর হ্যা হলে কি ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

---

---

৬. বিআরডিবির কার্যক্রমের ফলে আপনার এলাকায় দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচনে কতটুকু সহায়তা করেছে এবং কিভাবে সহায়তা করেছে?

---

---

৭. আাপনার এলাকায় বিআরডিবির সমিতি সদস্যদের বর্তমান অবস্থা কী?

---

---

৮. আপনার এলাকায় বিআরডিবির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন?

---

---

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

---

---

১০. বিআরডিবির প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কী?

১১. আপনি কি মনে করেন আপনার এলাকায় বিআরডিবির প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

১২. হ্যাঁ হলে, কি কি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

১৩. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা কমেছে?

১৪. কত ভাগ কমেছে বলে মনে করেন?

১৫. এই প্রকল্পের সুযোগসমূহ সম্পর্কে বলুন।

---

---

১৬. এই প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে বলুন।

---

---

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

**সংযোজনী-৪**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য
**FGD পরিচালনার জন্য চেকলিস্ট**

১. আপনার সমিতিতে দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিআরডিবির প্রকল্প কর্তৃক কি কি কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছে?

---

---

২. প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং ঋণ বিতরণে কোনো অনিয়ম/ অসুবিধা ছিল কি? হলে, কি ধরনের অনিয়ম/অসুবিধা ছিল?

---

---

৩. আপনারা ঋণের টাকা কি কি কাজে ব্যবহার করেছেন?

---

---

৪. প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করাতে আপনারা কি লাভবান হয়েছেন? কিভাবে লাভবান হয়েছেন বলে মনে --

---

---

৫. আপনাদের সমিতির সদস্যদের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।

---

---

৬. প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনারা কিভাবে লাভবান হয়েছেন বলে মনে করেন?

---

---

৭. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীদের কর্মসংস্থানে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

---

---

৮. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে, ক্ষুদা, দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন কি?

---

---

৯. আপনাদের সমিতির সদস্যরা প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে কি ধরনের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

---

---

১০. আপনারা ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করতে পেরেছেন কি? না হলে, কেন ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেন নি?

---

---

১১. প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তনে এসেছে?

---

---

১২. প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার এলাকায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন?

---

---

১৩. আপনাদের মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি উপকারি/সবল দিকসমূহ কী কী।

---

---

১৩. আপনাদের জানা মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বল দিকসমূহ কী কী।

---

---

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

## অংশগ্রহণকারিগণের নাম, পেশা, ঠিকানা ইত্যাদি

এফজিডি এর স্থান: উপজেলা: জেলা:

তারিখ:

| অংশগ্রহণকারিগণের নাম | পেশা | ঠিকানা | মোবাইল নং | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১. | | | | |
| ২. | | | | |
| ৩. | | | | |
| ৪. | | | | |
| ৫. | | | | |
| ৬. | | | | |
| ৭. | | | | |
| ৮. | | | | |
| ৯. | | | | |
| ১০. | | | | |
| ১১. | | | | |
| ১২. | | | | |
| ১৩. | | | | |
| ১৪. | | | | |
| ১৫. | | | | |

**সংযোজনী-৫**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার
**কেস স্টাডির জন্য গাইডলাইন**
**প্রকল্পের সফলতাঃ**

**সফলভোগীর ঠিকানা**

**মোবাইল নং**

১. আপনার বর্তমান পেশাঃ ২. আপনার প্রকল্পে যোগদানের পূর্বের পেশাঃ

৩। আপনার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা: পুরুষ জন, মহিলা জন

৪। আপনার পরিবারে লেখাপড়া করে এমন সদস্য সংখ্যা কত? ----------ছেলে ----------মেয়ে

৫। খানার মালিকাধীন জমির পরিমাণ (শতাংশ) সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভূক্তির পরে ও অন্তর্ভূক্তির পূর্বে

৬। খানার বাসস্থানের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভূক্তির পরে ও অন্তর্ভূক্তির পূর্বে

৭। বাড়ির পয়:ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

৮। খানার মোট উপর্জনকারি সদস্য সংখ্যা

৯। খানার মাসিক আয় সম্পর্কিত তথ্য

১০। খানার খাদ্য ঘাটতি/ খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কিত তথ্য

১১। খানার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভূক্তির পরে ও অন্তর্ভূক্তির পূর্বে

১২। খানার ঋণ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভূক্তির পরে ও অন্তর্ভূক্তির পূর্বে

১৩। কি কি ব্যবসায় ক্ষুদ্র ঋণের টাকা ব্যয় করেছেন? (একাধিক উত্তর)

১৪। ঋণ পাওয়ার পর কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে আপনার আয় বেড়েছে কি?

১৫। হ্যাঁ হলে আপনার বর্তমান মাসিক আয় কত? .....টাকা

১৬। আপনার মাধ্যমে কারো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি? হলে কত জন?

১৭। আাপনার প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ এর বিষয়বস্তুগুলো কি ছিল?

১৮। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান আপনি বাস্তবে প্রয়োগ/ব্যবহার করতে পেরেছেন/পারছেন কি?

হ্যাঁ হলে- কি ধরনের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

১৯। পরিবার/সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার ক্ষমতায়ন হয়েছে কি?

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

**সংযোজনী-৬**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার
**ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট**
**(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)**

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও CPTU এর দরপত্র দলিল অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)** | ১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)----------<br>তারিখঃ----------<br>২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)----------<br>তারিখঃ----------<br>৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট ----------<br>তারিখঃ---------- |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরু----------শেষ----------তারিখঃ<br>সময়ঃ |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ----------টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ----------টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | তারিখঃ সময়ঃ |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ----------জন |
| ১৬ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | / / |
| ১৭ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন |
| ১৮ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ---------- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন |
| ১৯ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ২০ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ---------- টি |
| ২১ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | |
| ২২ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ----------তারিখ |
| ২৩ | প্রাক্কলিত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ----------টাকা |
| ২৪ | চুক্তি মূল্য | ----------টাকা |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ২৫ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | |
| ২৬ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | |
| ২৭ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | |
| ২৮ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | |
| ৩০ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | |
| ৩১ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?<br>হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | |
| ৩২ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা ? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৩৩ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৩৪ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | ---------- |
| ৩৫ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৩৬ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | |
| ৩৭<br>৩৮ | ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা? | হ্যাঁ<br>না |
| | অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে? | আপত্তির সংখ্যা----------টি<br>নিস্পত্তির সংখ্যা----------টি |
| ৩৯ | অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ? | ----------<br>---------- |

**সংযোজনী-৭**

**"দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)**
**(২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পের
**প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার**
**অবকাঠামো (ভবন) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট**

- **প্যাকেজ নম্বর / ভবন নং :**
- **ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম:**
- চুক্তি তারিখ:
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ:
- বাস্তবে কাজ শুরুর তারিখ:
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তের তারিখ:
- প্রকৃত কাজ সমাপ্তের তারিখ:
- বিল পরিশোধ: ----------টাকা

**সমাপ্ত কাজ এর পরিদর্শন চেকলিস্ট:**

১. অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা, ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং ভবনের কলাম, বীম, সিঁড়ি, বিল্ডিংয়ের প্লিন্থ এরিয়া, মেঝে, বারান্দা, ইত্যাদি পরিমাপ করা হবে।
সমাপ্ত কাজের গুণগতমান যেভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে তার নমুনা নিম্নে দেয়া হলো-

- অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্মাণ কাজ হয়েছে কিনা? ড্রইং/ডিজাইনে পরিবর্তন হয়ে থাকলে কিভাবে তা সমন্বয় করা হয়েছে?
- নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?- যেমন: ইট, পাথর, সিমেন্ট, রেইনফোর্সমেন্ট, বালি ইত্যাদি।
- ঢালাই এর পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ উপকরণের ল্যাব-টেস্ট করা হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২, না
- নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্ট, রেইনফোর্সমেন্ট কোন ব্র্যান্ডের ব্যবহার করা হয়েছে?
- নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পাথর কোথা হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বালির fm কত ছিল?
- বন্যার সময় ভবনের মেঝে/ফ্লোরে পানি উঠে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না
- প্লাস্টারিং এর অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ
- দরজায় ব্যবহৃত কাঠের অবস্থা? ১. ভাল, ২.আংশিক খারাপ, ৩.ভেঙ্গে যাচ্ছে
- জানালায় ব্যবহৃত গ্রীলের অবস্থা? ১. ভাল, ২, মরিচা পরেছে
- প্লাম্বিং/ফিটিংস এর অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ
- ভবনে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ঠিক রয়েছে কি? ১. হ্যাঁ, ২, না
- বৈদ্যুতিক সুইচ, সার্কিট এর অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ
- দেয়ালে পেইন্টিং এর অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ
- টাইলস্ যথাযথভাবে স্থাপন হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২, না
- টাইলস্ এর অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ

- বেসিন এর অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ
- বিল্ডিং নকশায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা? ১. হ্যাঁ, ২, না
- পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের বর্তমান অবস্থা? ১. ভাল, ২, খারাপ
- ড্রেন ও সুয়ারেজ লাইনের কাজ কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?
- প্রকল্প এলাকায় বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা (solid waste management) কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?
- ভবনে সোলার প্যানেল এর কাজ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে, কিভাবে/কোথায় সোলার প্যানেল এর কাজ করা হবে, বিস্তারিত বলুন।

**তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------**

**সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------**

# এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস